পঞ্চদশ অধ্যায়

সভ্য মানুষদের প্রতি উপদেশ

পঞ্চদশ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার এখানে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে নারদ মুনি সমাজে ব্রাহ্মণের গুরুত্ব প্রমাণ করেছেন। এখন, এই অধ্যায়ে তিনি বিভিন্ন স্তরের ব্রাহ্মণের পার্থক্য প্রদর্শন করেছেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেউ গৃহস্থ এবং অধিকাংশই সকাম কর্মের প্রতি ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনের প্রতি আসক্ত। তাদের থেকে উন্নততর ব্রাহ্মণেরা তপস্যার প্রতি আসক্ত বানপ্রস্থ। অন্য কিছু ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন এবং বেদার্থ ব্যাখ্যায় নিপুণ—এই প্রকার ব্রাহ্মণদের বলা হয় ব্রহ্মচারী, এবং আরও এক ধরনের ব্রাহ্মণ রয়েছেন, যাঁরা বিভিন্ন প্রকার যোগ, বিশেষ করে ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগের প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ, তাঁরা হচ্ছেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী।

গৃহস্থেরা বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্রীয় কর্ম অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ এবং অন্য ব্রাহ্মণদের যজ্ঞের সামগ্রী দান ইত্যাদি কর্মে নিষ্ঠাপরায়ণ। দান সাধারণত সন্ন্যাসীদের দেওয়া হয়। এই প্রকার সন্ন্যাসী যদি না পাওয়া যায়, তা হলে সকাম কর্মপরায়ণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণদের দান প্রদান করা উচিত।

পিতা আদির শ্রাদ্ধে বিশাল আয়োজন করা উচিত নয়। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে পিতৃপুরুষদের এবং আত্মীয়-স্বজনদের ভগবৎ প্রসাদ প্রদান করা। সেটিই সর্বোত্তম শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান। শ্রাদ্ধে আমিষ প্রদান করা অথবা আমিষ ভোজন করা নিষিদ্ধ। অনর্থক পশুহত্যা সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য। সমাজের নিম্নস্তরের মানুষেরাই কেবল পশুহত্যা করে যজ্ঞ করতে চায়। কিন্তু যারা উত্তম অধিকারি জ্ঞানী, তাঁদের পক্ষে প্রাণীহিংসা সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

ব্রাহ্মণের উচিত প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা করা। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির বিধর্ম, পরধর্ম, ধর্মাভাস, উপধর্ম এবং ছলধর্ম—এই পঞ্চবিধ অধর্ম অবশ্য পরিত্যজ্য। স্বভাব অনুসারে ধর্ম আচরণ করাই কর্তব্য; এমন নয় যে, সকলকেই এক ধরনের ধর্ম অনুষ্ঠান করতে হবে। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে যে, দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে অনর্থক অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি এই ধরনের প্রয়াস ত্যাগ করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তিনিই সর্বতোভাবে মঙ্গলময়।

যে ব্যক্তির চিত্ত অসন্তুষ্ট, তার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, শোক, মোহ, দম্ভ, গ্রাম্যকথা, হিংসা, চার প্রকার ক্লেশ এবং প্রকৃতির তিনগুণ জয় করা অবশ্য কর্তব্য। সেটিই মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন শ্রীগুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, সে কখনই শাস্ত্র পাঠ করে কোন সুফল লাভ করতে পারে না। শ্রীগুরুদেবের আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করলেও, শিষ্যের পক্ষে কখনই শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। ধ্যান এবং তপস্যার অন্যান্য পন্থা কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধনের সহায়ক হলেই কেবল সার্থক হয়, তা না হলে তা কেবল সময় এবং পরিশ্রমের অপচয় মাত্র। যারা ভগবদ্ভক্ত নয়, তাদের পক্ষে এই প্রকার ধ্যান এবং তপস্যা অধঃপতনের কারণ হয়।

প্রত্যেক গৃহস্থের অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত, কারণ গৃহস্থ ইন্দ্রিয়-সংযমের চেষ্টা করলেও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গ প্রভাবে অধঃপতিত হতে পারে। তাই গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসী হয়ে নির্জন স্থানে বাস করে, দ্বারে দ্বারে অন্ন ভিক্ষা করে সন্তুষ্ট থাকা। তার পক্ষে ওঁকার বা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা অবশ্য কর্তব্য এবং তার ফলে তিনি তার অন্তরে দিব্য আনন্দ অনুভব করতে পারবেন। কিন্তু, সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর কেউ যদি গৃহস্থ-জীবনে ফিরে আসে, তা হলে তাকে বলা হয় বান্তাশী, অর্থাৎ 'যে তার নিজের বমি ভক্ষণ করে'। এই প্রকার ব্যক্তি নির্লজ্জ। গৃহস্থের পক্ষে কৃত্য কর্ম অনুষ্ঠান ত্যাগ করা উচিত নয়, এবং সন্ন্যাসীর পক্ষে সমাজে বাস করা উচিত নয়। সন্ন্যাসী যদি তার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিচলিত হয়, তা হলে সে রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত প্রতারক। কেউ যখন সত্ত্বগুণের ভূমিকা অবলম্বন করে লোকহিতকর কর্ম অনুষ্ঠান করতে শুরু করে, তার সেই কর্ম ভগবদ্ভক্তির প্রতিবন্ধক হয়।

ভক্তিমার্গে উন্নতি সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করা, কারণ শ্রীগুরুদেবের নির্দেশের ফলেই ইন্দ্রিয় জয় করা যায়। সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত না হওয়া পর্যন্ত অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য, কর্মকাণ্ড এবং অন্যান্য সকাম কর্মের অনুষ্ঠানেও প্রতিপদে বহু বিপদের সম্ভাবনা থাকে। সকাম কর্ম দুই প্রকার। সকাম কর্মের অনুষ্ঠান, যাকে বলা হয় *ধূম্রমার্গ,* তারফলে মানুষকে জন্ম-মৃত্যুর চক্র স্বীকার করতে হয়, কিন্তু মানুষ যখন মোক্ষের পথ অবলম্বন করে, *ভগবদ্গীতায়* যাকে *অর্চনা-মার্গ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন সে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে। *বেদে* এই দুটি পথকে *পিতৃযান* এবং *দেবযান* নামে অভিহিত করা হয়েছে। যাঁরা *পিতৃযান* এবং *দেবযানের* পথ

অনুসরণ করেন, তাঁরা এই জড় জগতে অবস্থান কালেও মোহিত হন না। মননশীল মুনি ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয় বশ করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, সমস্ত আশ্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্তি। মানুষের কর্তব্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জীবন-যাপন করা।

কেউ যদি বৈদিক কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠান করে ভগবদ্ভক্ত হন, তিনি গৃহস্থ হলেও শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা লাভ করতে পারেন। ভগবদ্ভক্তের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। এই প্রকার ভক্ত কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান না করলেও ভগবানের ইচ্ছায় তার আধ্যাত্মিক চেতনা বিকশিত হয়। ভক্তের কৃপায় আধ্যাত্মিক চেতনায় সিদ্ধিলাভ হতে পারে, আবার ভক্তের প্রতি অশ্রদ্ধা-পরায়ণ হওয়ার ফলে, আধ্যাত্মিক চেতনা থেকে অধঃপতন হতে পারে। এই প্রসঙ্গে নারদ মুনি বর্ণনা করেছেন, কিভাবে তিনি গন্ধর্বলোক থেকে পতিত হয়ে শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং মহান ব্রাহ্মণদের সেবা করার ফলে, কিভাবে তিনি ব্রহ্মার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে পুনরায় তাঁর দিব্য পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই কাহিনী বর্ণনা করার পর নারদ মুনি ভগবানের কৃপা লাভের জন্য পাণ্ডবদের প্রশংসা করেছিলেন। নারদ মুনির বাণী শ্রবণ করার পর যুধিষ্ঠির মহারাজ কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়েছিলেন। তারপর নারদ মুনি স্বস্থানে প্রস্থান করেছিলেন। এইভাবে শুকদেব গোস্বামী দক্ষকন্যাদের বংশধরদের কথা বর্ণনা করে *শ্রীমদ্ভাগবতের* সপ্তম স্কন্ধ সমাপ্ত করেছেন।

শ্লোক ১

শ্রীনারদ উবাচ

কর্মনিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠা নৃপাপরে ।
স্বাধ্যায়েঽন্যে প্রবচনে কেচন জ্ঞানযোগয়োঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—নারদ মুনি বললেন; **কর্ম-নিষ্ঠাঃ**—(ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র বর্ণ অনুসারে) কর্ম অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্ত; **দ্বিজাঃ**—দ্বিজ (বিশেষ করে ব্রাহ্মণ); **কেচিৎ**—কিছু; **তপঃ-নিষ্ঠাঃ**—তপস্যার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **নৃপ**—হে রাজন্; **অপরে**—অন্যেরা; **স্বাধ্যায়ে**—বেদ অধ্যয়নে; **অন্যে**—অন্যেরা; **প্রবচনে**—বৈদিক বাণী প্রচারে; **কেচন**—কেউ; **জ্ঞান-যোগয়োঃ**—জ্ঞানের অনুশীলন এবং ভক্তিযোগের অভ্যাস।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—হে রাজন্, কোন কোন ব্রাহ্মণেরা সকাম কর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, কোন ব্রাহ্মণেরা তপস্যার প্রতি আসক্ত, এবং অন্য অনেকে বেদ অধ্যয়নে

আসক্ত, কিন্তু কয়েকজন, সংখ্যায় অল্প হলেও তাঁরা জ্ঞানের অনুশীলন করেন এবং বিভিন্ন যোগের, বিশেষ করে ভক্তিযোগের অনুশীলন করেন।

শ্লোক ২

জ্ঞাননিষ্ঠায় দেয়ানি কব্যান্যানন্ত্যমিচ্ছতা ।
দৈবে চ তদভাবে স্যাদিতরেভ্যো যথার্হতঃ ॥ ২ ॥

জ্ঞান-নিষ্ঠায়—নির্বিশেষবাদী অথবা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার অভিলাষী অধ্যাত্মবাদী; **দেয়ানি**—দান করা উচিত; **কব্যানি**—পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বস্তু; **আনন্ত্যম্**—জড় বন্ধন থেকে মুক্তি; **ইচ্ছতা**—ইচ্ছুক; **দৈবে**—দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বস্তু; **চ**—ও; **তৎ-অভাবে**—এই প্রকার উন্নত অধ্যাত্মবাদীর অনুপস্থিতিতে; **স্যাৎ**—করা উচিত; **ইতরেভ্যঃ**—অন্যদের (যথা, কর্মকাণ্ডে অনুরক্তদের); **যথা-অর্হতঃ**—তুলনামূলকভাবে অথবা বিচার-বিবেচনা করে।

অনুবাদ

পিতৃপুরুষদের মুক্তিকামী ব্যক্তি জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণদের দান করবেন। এই প্রকার উন্নত ব্রাহ্মণের অভাবে কর্মনিষ্ঠ (কর্মকাণ্ড পরায়ণ) ব্রাহ্মণকে দান করা যেতে পারে।

তাৎপর্য

জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার দুটি পন্থা রয়েছে। তার একটি হচ্ছে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড এবং অন্যটি উপাসনাকাণ্ড। বৈষ্ণবেরা কখনও ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চান না; বরং তাঁরা ভগবানের নিত্য দাসরূপে তাঁর প্রেমময়ী সেবা করতে চান। এই শ্লোকে *আনন্ত্যম্ ইচ্ছতা* শব্দ দুটি তাদের ইঙ্গিত করে, যারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চায়। কিন্তু যে ভক্তদের লক্ষ্য ভগবানের সাক্ষাৎ সঙ্গলাভ করা, তাদের কর্মকাণ্ড অথবা জ্ঞানকাণ্ডের পন্থা অবলম্বন করার কোন বাসনা থাকে না, কারণ শুদ্ধ ভক্তি কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের অতীত। *অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্*—শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিতে জ্ঞান অথবা কর্মের লেশ মাত্রও থাকে না। তাই বৈষ্ণব যখন দান করেন, তখন তাঁদের জ্ঞানকাণ্ড অথবা কর্মকাণ্ড পরায়ণ ব্রাহ্মণদের প্রয়োজন হয় না। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যিনি তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করার পর শ্রাদ্ধপাত্র হরিদাস ঠাকুরকে দান করেছিলেন, যদিও সকলেই জানত

যে, হরিদাস ঠাকুর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেননি, তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন মুসলমান পরিবারে, এবং তিনি জ্ঞানকাণ্ড অথবা কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে আগ্রহী ছিলেন না।

অতএব দান সর্বোচ্চ স্তরের পরমার্থবাদী ভগবদ্ভক্তকে প্রদান করা উচিত, কারণ শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥

"হে মহর্ষি, কোটি কোটি মুক্ত এবং সিদ্ধদের মধ্যে একজন নারায়ণ-ভক্ত বা কৃষ্ণভক্ত পাওয়া যেতে পারে। পূর্ণরূপে প্রশান্ত এই প্রকার ভগবদ্ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১৪/৫) বৈষ্ণবের পদ জ্ঞানীরও ঊর্ধ্বে, এবং তাই অদ্বৈত আচার্য দান প্রদান করার জন্য হরিদাস ঠাকুরকে উপযুক্ত পাত্র বলে মনে করেছিলেন। ভগবানও বলেছেন—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্ ॥

"কেউ সংস্কৃত বৈদিক শাস্ত্রে অত্যন্ত পণ্ডিত হলেও সে যদি আমার শুদ্ধ ভক্ত না হয়, তা হলে আমি তাকে আমার ভক্ত বলে অঙ্গীকার করি না। কিন্তু *শ্বপচ* বা চণ্ডাল কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও যদি সকাম কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের অভিলাষ রহিত শুদ্ধ ভক্ত হয়, তা হলে সে আমার অত্যন্ত প্রিয়। প্রকৃতপক্ষে, সেই ভক্তকে সমস্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত, এবং তিনি যা প্রদান করেন তা গ্রহণ করা উচিত। এই প্রকার ভক্ত আমারই মতো পূজনীয়।" (*হরিভক্তিবিলাস* ১০/১২৭) অতএব, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ না করেও কেউ যদি ভগবানের ভক্ত হন, তাঁর ভক্তির প্রভাবে তিনি কর্মকাণ্ডীয় অথবা জ্ঞানকাণ্ডীয় সমস্ত ব্রাহ্মণদের ঊর্ধ্বে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বৃন্দাবনের কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড পরায়ণ ব্রাহ্মণেরা অনেক সময় আমাদের মন্দিরে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে না, কারণ আমাদের মন্দির 'ইংরেজদের মন্দির' বলে পরিচিত। কিন্তু শাস্ত্র-প্রমাণ অনুসারে এবং অদ্বৈত আচার্যের দৃষ্টান্ত অনুসারে আমরা ভারতীয়, ইউরোপীয় অথবা আমেরিকান নির্বিশেষে সকল ভক্তকেই প্রসাদ দিই। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, বহু জ্ঞানকাণ্ডী অথবা কর্মকাণ্ডী ব্রাহ্মণদের ভোজন করানোর পরিবর্তে একজন শুদ্ধ বৈষ্ণবকে প্রসাদ সেবা করানো শ্রেয়, তা তিনি যে বংশ থেকেই আসুন না কেন। *ভগবদ্গীতাতেও* (৯/৩০) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

"অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করেন, তাঁকে সাধু বলে মনে করবে, কারণ তিনি যথার্থ মার্গে অবস্থিত।" অতএব ভক্ত ব্রাহ্মণ পরিবার থেকেই আসুন অথবা অব্রাহ্মণ পরিবার থেকেই আসুন, তাতে কিছু যায় আসে না; তিনি যদি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভক্ত হন, তা হলে তিনি সাধু।

শ্লোক ৩

দ্বৌ দৈবে পিতৃকার্যে ত্রীনেকৈকমুভয়ত্র বা ।
ভোজয়েৎ সুসমৃদ্ধোঽপি শ্রাদ্ধে কুর্যান্ন বিস্তরম্ ॥ ৩ ॥

দ্বৌ—দুই; **দৈবে**—যে সময়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়; **পিতৃ-কার্যে**—শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে, যেখানে পিতৃদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়; **ত্রীন্**—তিন; **এক**—এক; **একম্**—এক; **উভয়ত্র**—উভয় অনুষ্ঠানে; **বা**—অথবা; **ভোজয়েৎ**—ভোজন করানো উচিত; **সুসমৃদ্ধঃ অপি**—অত্যন্ত ধনী হলেও; **শ্রাদ্ধে**—পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধে; **কুর্যাৎ**—করা উচিত; **ন**—না; **বিস্তরম্**—অত্যন্ত ব্যয়বহুল আয়োজন।

অনুবাদ

দেবপক্ষে কেবল দুজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা উচিত, এবং পিতৃপক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা উচিত। অথবা, উভয় পক্ষেই কেবল একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করানোই যথেষ্ট। অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী হলেও এই অনুষ্ঠানে ব্যয়বহুল আয়োজন করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শ্রীল অদ্বৈত আচার্য তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধে কেবল হরিদাস ঠাকুরকেই নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি *ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ*—এই নীতি অনুসরণ করেছিলেন। ভগবান বলেছেন, "আমার ভক্ত হতে হলে বৈদিক জ্ঞানে মহা পণ্ডিত হতে হয় না, চণ্ডাল কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও আমার ভক্ত হতে পারে এবং আমার অত্যন্ত প্রিয় হতে পারে। তাই দান আমার

ভক্তকেই দেওয়া উচিত, এবং আমার ভক্ত যা প্রদান করে তা গ্রহণ করা উচিত।" এই নীতি অনুসারে সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব মহাত্মাকে পিতৃশ্রাদ্ধে ভোজন করানো উচিত।

শ্লোক ৪

দেশকালোচিতশ্রদ্ধাদ্রব্যপাত্রার্হণানি চ ।
সম্যগ্ ভবন্তি নৈতানি বিস্তরাৎ স্বজনার্পণাৎ ॥ ৪ ॥

দেশ—স্থান; **কাল**—সময়; **উচিত**—উপযোগী; **শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধা; **দ্রব্য**—সামগ্রী; **পাত্র**—উপযুক্ত পাত্র; **অর্হণানি**—পূজার উপকরণ; **চ**—এবং; **সম্যক্**—যথাযোগ্য; **ভবন্তি**—হয়; **ন**—না; **এতানি**—এই সমস্ত; **বিস্তরাৎ**—বিস্তারের ফলে; **স্ব-জন-অর্পণাৎ**—অথবা আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করার ফলে।

অনুবাদ

শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের সময় যদি অনেক ব্রাহ্মণ এবং আত্মীয়-স্বজনদের ভোজন করানোর ব্যবস্থা করা হয়, তা হলে দেশ-কালোচিত শ্রদ্ধা, দ্রব্য, পাত্র এবং অর্চনা যথাযোগ্যভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে না।

তাৎপর্য

নারদ মুনি শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন অথবা ব্রাহ্মণদের ভোজন করানোর বিশাল আয়োজন করতে নিষেধ করেছেন। যারা ঐশ্বর্যশালী, তারা এই অনুষ্ঠানে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। ভারতীয়রা বিশেষ করে সন্তানের জন্ম, বিবাহ এবং শ্রাদ্ধ—এই তিনটি অনুষ্ঠানে বিপুল অর্থ ব্যয় করে, কিন্তু শাস্ত্র বহু ব্রাহ্মণ এবং আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করে অত্যধিক ব্যয় করতে নিষেধ করেছে, বিশেষ করে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে।

শ্লোক ৫

দেশে কালে চ সম্প্রাপ্তে মুন্যন্নং হরিদৈবতম্ ।
শ্রদ্ধয়া বিধিবৎ পাত্রে ন্যস্তং কামধুগক্ষয়ম্ ॥ ৫ ॥

দেশে—উপযুক্ত স্থানে, যথা পবিত্র তীর্থস্থানে; **কালে**—উপযুক্ত সময়ে; **চ**—ও; **সম্প্রাপ্তে**—প্রাপ্ত হলে; **মুনি-অন্নম্**—ঘি দিয়ে তৈরি মুনিদের উপযুক্ত আহার; **হরি-**

দৈবতম্—ভগবান শ্রীহরিকে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **বিধি-বৎ**—শ্রীগুরুদেব এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে; **পাত্রে**—উপযুক্ত পাত্রে; **ন্যস্তম্**—যদি এইভাবে নিবেদিত হয়; **কামধুক্**—সমৃদ্ধির কারণ হয়; **অক্ষয়ম্**—অক্ষয়।

অনুবাদ

শুভ কাল এবং স্থান প্রাপ্ত হলে, শ্রদ্ধা সহকারে ঘি দিয়ে তৈরি অন্ন ভগবানকে নিবেদন করে, তারপর সেই প্রসাদ বৈষ্ণব অথবা ব্রাহ্মণকে নিবেদন করা উচিত। তার ফলে অক্ষয় সমৃদ্ধি লাভ হয়।

শ্লোক ৬

দেবর্ষিপিতৃভূতেভ্য আত্মনে স্বজনায় চ ।
অন্নং সংবিভজন্ পশ্যেৎ সর্বং তৎপুরুষাত্মকম্ ॥ ৬ ॥

দেব—দেবতাদের; **ঋষি**—ঋষিদের; **পিতৃ**—পিতৃদের; **ভূতেভ্যঃ**—সমস্ত প্রাণীদের; **আত্মনে**—আত্মীয়দের; **স্বজনায়**—স্বজনদের; **চ**—এবং; **অন্নম্**—আহার্য (প্রসাদ); **সংবিভজন্**—নিবেদন করে; **পশ্যেৎ**—দর্শন করা উচিত; **সর্বম্**—সমস্ত; **তৎ**—তাঁদের; **পুরুষ-আত্মকম্**—ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত।

অনুবাদ

দেবতা, ঋষি, পিতৃ, সাধারণ মানুষ, আত্মীয়-স্বজন, এবং বন্ধু-বান্ধবদের সকলকেই ভগবানের ভক্তরূপে দর্শন করে, প্রসাদ নিবেদন করা উচিত।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমস্ত জীবদের ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে দর্শন করে প্রসাদ বিতরণ করা উচিত। এমন কি দরিদ্রদের ভোজন করানোর সময়ও প্রসাদ বিতরণ করা উচিত। কলিযুগে প্রায় প্রত্যেক বছরই দুর্ভিক্ষ হয়, এবং তার ফলে লোকহিতৈষী ব্যক্তিরা বহু অর্থ ব্যয় করে দরিদ্রদের ভোজন করায়। সেই উদ্দেশ্যে তারা দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা শব্দটি আবিষ্কার করেছে। কিন্তু সেটি নিষিদ্ধ। সকলকেই ভগবানের বিভিন্ন অংশ বলে মনে করে প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ বিতরণ করা উচিত এবং দরিদ্র ব্যক্তিদের নারায়ণ সাজাবার অপচেষ্টা করা উচিত নয়। সকলেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সকলেই ভগবান

বা নারায়ণ। এই ধরনের মায়াবাদ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, বিশেষ করে ভক্তদের পক্ষে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই মায়াবাদীদের সঙ্গ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। *মায়াবাদী-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ*—কেউ যদি মায়াবাদীদের সঙ্গ করে তা হলে তার ভক্তি-জীবনের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

শ্লোক ৭

ন দদ্যাদামিষং শ্রাদ্ধে ন চাদ্যাদ্ ধর্মতত্ত্ববিৎ ।
মুন্যন্নৈঃ স্যাৎ পরা প্রীতির্যথা ন পশুহিংসয়া ॥ ৭ ॥

ন—কখনই নয়; **দদ্যাৎ**—নিবেদন করা উচিত; **আমিষম্**—মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি; **শ্রাদ্ধে**—শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে; **ন**—না; **চ**—ও; **অদ্যাৎ**—স্বয়ং ভোজন করা উচিত; **ধর্ম-তত্ত্ববিৎ**—যিনি ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকৃতই অবগত; **মুনি-অন্নৈঃ**—সাধুদের জন্য ঘি দিয়ে তৈরি খাদ্য; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **পরা**—প্রথম শ্রেণীর; **প্রীতিঃ**—সন্তোষ; **যথা**—ভগবান এবং পূর্বপুরুষদের জন্য; **ন**—না; **পশু-হিংসয়া**—পশু হত্যা করার দ্বারা।

অনুবাদ

ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে কখনও মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আমিষ নিবেদন করবেন না, এবং তিনি যদি ক্ষত্রিয়ও হন, তা হলেও স্বয়ং আমিষ আহার করবেন না। যখন ঘি দিয়ে তৈরি উপযুক্ত খাদ্য সাধুদের নিবেদন করা হয়, তখন পিতৃপুরুষ এবং ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন। যজ্ঞের নামে পশুহিংসা করা হলে তাঁরা কখনও প্রসন্ন হন না।

শ্লোক ৮

নৈতাদৃশঃ পরো ধর্মো নৃণাং সদ্ধর্মমিচ্ছতাম্ ।
ন্যাসো দণ্ডস্য ভূতেষু মনোবাক্কায়জস্য যঃ ॥ ৮ ॥

ন—কখনই না; **এতাদৃশঃ**—এই প্রকার; **পরঃ**—পরম বা শ্রেষ্ঠ; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **নৃণাম্**—মানুষদের; **সদ্ধর্মম্**—শ্রেষ্ঠ ধর্ম; **ইচ্ছতাম্**—ইচ্ছুক হয়ে; **ন্যাসঃ**—ত্যাগ করে; **দণ্ডস্য**—হিংসার ফলে কষ্ট দিয়ে; **ভূতেষু**—জীবদের; **মনঃ**—মন; **বাক্**—বাণী; **কায়-জস্য**—এবং দেহের জন্য; **যঃ**—যা।

অনুবাদ

যাঁরা শ্রেষ্ঠ ধর্মের মাধ্যমে উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁদের অন্য সমস্ত জীবদের প্রতি কায়, মন, এবং বাক্যের দ্বারা হিংসা না করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তার থেকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর নেই।

শ্লোক ৯

একে কর্মময়ান্ যজ্ঞান্ জ্ঞানিনো যজ্ঞবিত্তমাঃ ।
আত্মসংযমনেঽনীহা জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ৯ ॥

একে—কেউ; **কর্ম-ময়ান্**—কর্মফল উৎপাদনকারী (যেমন পশুবধ); **যজ্ঞান্**—যজ্ঞ; **জ্ঞানিনঃ**—জ্ঞানবান ব্যক্তি; **যজ্ঞ-বিত্তমাঃ**—যজ্ঞের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত; **আত্ম-সংযমনে**—আত্ম-সংযমের দ্বারা; **অনীহাঃ**—জড় বাসনা রহিত; **জুহ্বতি**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন; **জ্ঞান-দীপিতে**—পূর্ণ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত।

অনুবাদ

আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিকাশের ফলে, যাঁরা যজ্ঞ সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত, যাঁরা যথার্থই ধর্মতত্ত্ববিদ এবং যাঁরা জড় বাসনা থেকে মুক্ত, তাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা পরম তত্ত্বজ্ঞানের অগ্নিতে আত্মাকে সংযত করেন। তাঁরা কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠান ত্যাগ করতে পারেন।

তাৎপর্য

মানুষ সাধারণত স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহশীল। কিন্তু যখন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্মেষ হয়, তখন সে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রকার উন্নতি সাধনের প্রতি উদাসীন হয়ে, জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পাওয়ার জন্য পূর্ণরূপে জ্ঞানযজ্ঞে যুক্ত হয়। জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর ক্লেশের নিবৃত্তি সাধন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। সেই উদ্দেশ্যে কেউ যখন জ্ঞানের অনুশীলন করেন, তখন তিনি কর্মযজ্ঞ বা সকাম কর্মে রত ব্যক্তির থেকে উন্নততর স্তরে অবস্থিত হন।

শ্লোক ১০

দ্রব্যযজ্ঞৈর্যক্ষ্যমাণং দৃষ্ট্বা ভূতানি বিভ্যতি ।
এষ মাকরুণো হন্যাদতজ্জ্ঞো হ্যসুতৃপ্ ধ্রুবম্ ॥ ১০ ॥

দ্রব্য-যজ্ঞৈঃ—পশু এবং অন্যান্য আহার্য দ্রব্যের দ্বারা; **যক্ষ্য-মাণম্**—এই প্রকার যজ্ঞে লিপ্ত ব্যক্তি; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **ভূতানি**—জীবদের (পশুদের); **বিভ্যতি**—ভীত হয়; **এষঃ**—এই ব্যক্তি (যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা); **মা**—আমাদের; **অকরুণঃ**—নির্দয়; **হন্যাৎ**—হত্যা করবে; **অ-তৎ-জ্ঞঃ**—অত্যন্ত অজ্ঞানী; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অসু-তৃপ্**—যে অন্যদের হত্যা করে তৃপ্ত হয়; **ধ্রুবম্**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

দ্রব্যময় যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিকে দর্শন করে যজ্ঞের পশুরা অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে মনে করে, "এই নির্দয় যজ্ঞকর্তা যজ্ঞের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিতান্তই অজ্ঞ। সে অন্যদের বধ করে অত্যন্ত তৃপ্ত হয়। এখন সে নিশ্চয়ই আমাদের হত্যা করবে।"

তাৎপর্য

এখন প্রায় সারা পৃথিবী জুড়ে প্রতিটি ধর্মেই ধর্মের নামে পশুহত্যা হচ্ছে। কথিত আছে যে, যিশুখ্রিস্টের বয়স যখন বারো বছর, তখন তিনি ইহুদিদের মন্দিরে পশু এবং পাখি বলি দিতে দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি ইহুদিধর্ম ত্যাগ করে ওল্ড টেস্টামেন্টের নির্দেশ "তুমি কাউকে হত্যা করবে না" এর ভিত্তিতে খ্রিস্টধর্ম শুরু করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে কেবল ধর্মের নামেই পশুহত্যা হচ্ছে না, কসাইখানাগুলিতে অসংখ্য পশুহত্যা হচ্ছে। ধর্মের নামে অথবা আহারের জন্য পশুহত্যা অত্যন্ত জঘন্য কার্য এবং এখানে তার নিন্দা করা হয়েছে। নির্দয় না হলে, মানুষ ধর্মের নামেই হোক অথবা আহারের জন্যই হোক, পশুহত্যা করতে পারে না।

শ্লোক ১১

তস্মাদ্ দৈবোপপন্নেন মুন্যন্নেনাপি ধর্মবিৎ ।
সন্তুষ্টোঽহরহঃ কুর্যান্নিত্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াঃ ॥ ১১ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **দৈব-উপপন্নেন**—ভগবানের কৃপায় অনায়াসে লভ্য; **মুনি-অন্নেন**—(ঘি দিয়ে তৈরি এবং ভগবানকে নিবেদিত) অন্নের দ্বারা; **অপি**—বস্তুতপক্ষে;

ধর্মবিৎ—ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যিনি যথার্থই অবগত; **সন্তুষ্টঃ**—অত্যন্ত প্রসন্নতা সহকারে; **অহঃ অহঃ**—প্রতিদিন; **কুর্যাৎ**—অনুষ্ঠান করা উচিত; **নিত্য-নৈমিত্তিকীঃ**—নিত্য নৈমিত্তিক; **ক্রিয়াঃ**—কর্তব্য।

অনুবাদ

অতএব, যিনি ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থই অবগত, তিনি নিরীহ পশুদের প্রতি হিংসা-পরায়ণ না হয়ে, ভগবানের কৃপায় অনায়াসে যে খাদ্য লাভ হয়, তা দিয়েই প্রতিদিন নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য নির্বাহ করবেন।

তাৎপর্য

এখানে *ধর্মবিৎ* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) বিশ্লেষণ করা হয়েছে, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জানার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি। যিনি সেই স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি ভগবদ্ভক্তিতে অর্চনা করেন। গৃহস্থ, সন্ন্যাসী নির্বিশেষে সকলেই ভগবানের ছোট বিগ্রহ রাখতে পারেন, এবং সম্ভব হলে তাদের প্রতিষ্ঠা করে, ঘি দিয়ে তৈরি খাদ্য নিবেদন করে রাধা-কৃষ্ণ, সীতা-রাম, লক্ষ্মী-নারায়ণ, জগন্নাথ অথবা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূজা করতে পারেন। তাঁদের নিবেদন করার পর সেই প্রসাদ পিতৃ, দেবতা এবং অন্যান্য জীবদের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্যরূপে দান করতে পারেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রতিটি মন্দিরেই ভগবানের শ্রীবিগ্রহ খুব সুন্দরভাবে পূজিত হচ্ছেন এবং তাঁদের নিবেদন করার পর তাঁদের প্রসাদ সর্বোচ্চ স্তরের ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের এবং জনসাধারণকে বিতরণ করা হচ্ছে। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে সকলেই সর্বতোভাবে তৃপ্ত হচ্ছেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যেরা প্রতিদিন এই ধরনের দিব্য কার্যকলাপে রত থাকেন। এইভাবে আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে পশু-হিংসার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

শ্লোক ১২

বিধর্মঃ পরধর্মশ্চ আভাস উপমা ছলঃ ।
অধর্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্মজ্ঞোঽধর্মবৎ ত্যজেৎ ॥ ১২ ॥

বিধর্মঃ—বিধর্ম; **পর-ধর্মঃ**—অন্যের দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্ম; **চ**—এবং; **আভাসঃ**—লোক-দেখানো ধর্ম; **উপমা**—যা আপাতদৃষ্টিতে ধর্ম বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম

নয়; **ছলঃ**—ধর্মের নামে প্রতারণা; **অধর্ম-শাখাঃ**—যেগুলি অধর্মের বিভিন্ন শাখা; **পঞ্চ**—পাঁচ; **ইমাঃ**—এই সমস্ত; **ধর্মজ্ঞঃ**—যিনি ধর্মতত্ত্ববিদ্; **অধর্মবৎ**—অধর্মরূপে; **ত্যজেৎ**—ত্যাগ করা উচিত।

অনুবাদ

অধর্মের পাঁচটি শাখা—বিধর্ম, পরধর্ম, ধর্মাভাস, উপধর্ম এবং ছলধর্ম। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির অবশ্য এগুলি ত্যাগ করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

যে ধর্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণের বিরোধী, তা অধর্ম বা ধর্মের নামে কপটতা। ধর্মে নিষ্ঠাপরায়ণ ব্যক্তির সেগুলি ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। মানুষের কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে তাঁর শরণাগত হওয়া। তা করতে হলে অবশ্য অতি উন্নত বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন, যা বহু জন্ম-জন্মান্তরে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার ফলে এবং কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনের ফলে উদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের উপদিষ্ট ধর্ম—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—ব্যতীত অন্য সব কিছু অধর্মরূপে পরিত্যজ্য।

শ্লোক ১৩

ধর্মবাধো বিধর্মঃ স্যাৎ পরধর্মোঽন্যচোদিতঃ ।
উপধর্মস্তু পাখণ্ডো দম্ভো বা শব্দভিচ্ছলঃ ॥ ১৩ ॥

ধর্ম-বাধঃ—স্বধর্ম অনুষ্ঠানের প্রতিবন্ধক; **বিধর্মঃ**—ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **পর-ধর্মঃ**—অনুশীলনের অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও যে ধর্মের অনুকরণ করা হয়; **অন্য-চোদিতঃ**—যা অন্য কারও দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে; **উপধর্মঃ**—মনগড়া ধর্ম; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **পাখণ্ডঃ**—যা বৈদিক নীতি এবং প্রামাণিক শাস্ত্রবিরুদ্ধ; **দম্ভঃ**—দাম্ভিক; **বা**—অথবা; **শব্দ-ভিৎ**—বাক্য-বিন্যাসের দ্বারা; **ছলঃ**—ছলধর্ম।

অনুবাদ

যে ধর্ম স্ব-ধর্মের প্রতিবন্ধক, তাকে বলা হয় বিধর্ম। অন্যের বিহিত ধর্মকে বলা হয় পরধর্ম। বেদের বিরুদ্ধাচরণকারী দাম্ভিক ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট ধর্মকে বলা হয় উপধর্ম, এবং বাক্য-বিন্যাসের দ্বারা অন্যথা ব্যাখ্যাকে বলা হয় ছলধর্ম।

তাৎপর্য

আধুনিক যুগে নতুন ধর্ম সৃষ্টি করা একটা প্রচলিত প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথাকথিত স্বামী এবং যোগীরা বলে যে, মানুষ তার নিজের মত অনুসারে যে কোন প্রকার ধর্ম সৃষ্টি করতে পারে। কারণ সমস্ত পথই চরমে এক। *শ্রীমদ্ভাগবতে* কিন্তু এই ধরনের মনগড়া মতকে বিধর্ম বলা হয়েছে। কারণ তা স্বধর্মের বিরোধী। প্রকৃত ধর্মের বর্ণনা করে ভগবান বলেছেন—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হওয়া। *শ্রীমদ্ভাগবতের* ষষ্ঠ স্কন্ধে অজামিল উদ্ধার প্রসঙ্গে যমরাজ বলেছেন, *ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতম্*—ভগবানের দ্বারা প্রদত্ত ধর্মই প্রকৃত ধর্ম, ঠিক যেমন সরকারের দেওয়া আইনই হচ্ছে প্রকৃত আইন। কেউই তার ঘরে বসে মনগড়া আইন তৈরি করতে পারে না, ঠিক তেমনই কেউই ধর্মও তৈরি করতে পারে না। অন্যত্র বলা হয়েছে, *স বৈ পুংসাং পরোধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে*—প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম, যা মানুষকে ভগবানের ভক্তে পরিণত করে। অতএব কৃষ্ণভক্তিরূপ ধর্মের প্রতিবন্ধক যা কিছু তা-ই *বিধর্ম, পরধর্ম, উপধর্ম* বা *ছলধর্ম*। *ভগবদ্গীতার* কদর্থ করা ছলধর্ম। কতকগুলি মূর্খ পাষণ্ডী যখন শ্রীকৃষ্ণের স্পষ্ট বাণীর কদর্থ করে, সেটিও ছলধর্ম বা *শব্দভিৎ* অর্থাৎ শব্দবিন্যাস। মানুষের কর্তব্য, এই ধরনের বিভিন্ন প্রকার প্রতারণাপূর্ণ ধর্ম থেকে অত্যন্ত সাবধান থাকা।

শ্লোক ১৪

যস্ত্বিচ্ছয়া কৃতঃ পুম্ভিরাভাসো হ্যাশ্রমাৎ পৃথক্ ।
স্বভাববিহিতো ধর্মঃ কস্য নেষ্টঃ প্রশান্তয়ে ॥ ১৪ ॥

যঃ—যা; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **ইচ্ছয়া**—খেয়ালখুশি মতো; **কৃতঃ**—অনুষ্ঠিত; **পুম্ভিঃ**—মানুষের দ্বারা; **আভাসঃ**—অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **আশ্রমাৎ**—জীবনের আশ্রম থেকে; **পৃথক্**—ভিন্ন; **স্ব-ভাব**—নিজের প্রকৃতি অনুসারে; **বিহিতঃ**—নিয়ন্ত্রিত; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **কস্য**—কার; **ন**—না; **ইষ্টঃ**—সক্ষম; **প্রশান্তয়ে**—সর্বপ্রকার দুঃখ থেকে মুক্ত করতে।

অনুবাদ

মানুষের মনগড়া যে ধর্ম স্বেচ্ছাকৃতভাবে তার কর্তব্য কর্মের অবহেলা করে, তাকে বলা হয় আভাস। মানুষ যদি তার আশ্রম অথবা বর্ণ অনুসারে তার ধর্ম অনুষ্ঠান করে, তা হলে তার সমস্ত দুঃখ নিবৃত্তির জন্য তা যথেষ্ট হবে না কেন?

তাৎপর্য

এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সকলেরই কর্তব্য নিষ্ঠা সহকারে শাস্ত্রবিহিত বর্ণ এবং আশ্রম-ধর্ম অনুশীলন করা। *বিষ্ণু পুরাণে* (৩/৮/৯) বলা হয়েছে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্ ॥

মানুষের কর্তব্য কৃষ্ণভক্তিরূপ চরম উদ্দেশ্য সাধনে লক্ষ্য স্থির রাখা। সেটিই সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের চরম লক্ষ্য। কিন্তু, যদি বিষ্ণুর আরাধনা না করা হয়, তা হলে বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুগামীরা কতকগুলি মনগড়া ভগবান তৈরি করে। তার ফলে কতকগুলি মূর্খ পাষণ্ডীকে ভগবান বলে মনোনীত করার একটা প্রথা আজকাল প্রচলিত হয়েছে, এবং বহু ধর্মপ্রচারক প্রকৃত ভগবানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ত্যাগ করে তাদের মনগড়া ভগবান তৈরি করেছে। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি দেব-দেবীর পূজা করে, সে তার বুদ্ধি হারিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই যে, একেবারে বুদ্ধিহীন অশিক্ষিত একটি মূর্খকে ভগবান বলে নির্বাচন করা হয়েছে, এবং যদিও সে মন্দির বানিয়েছে, কিন্তু সেই মন্দিরের সন্ন্যাসীরা মাছ-মাংস খায় এবং নানা রকম অশ্লীল কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। এই ধরনের ধর্ম, যা সেই ধর্মের হতভাগ্য অনুসরণকারীদের ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে, তা সর্বতোভাবে বর্জনীয়। এই ধরনের ছলধর্ম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা উচিত।

মূল পন্থাটি হচ্ছে ব্রাহ্মণদের যথার্থ ব্রাহ্মণ হওয়া কর্তব্য। কেবল ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়, ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য। আর, কেউ যদি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ না করেও ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন হন, তা হলে তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে বিবেচনা করতে হবে। কঠোর নিষ্ঠা সহকারে এই পন্থা অনুসরণ করলে, অন্য কোন অতিরিক্ত প্রচেষ্টা ছাড়াই মানুষ সুখী হতে পারে। *স্বভাববিহিতো ধর্মঃ কস্য নেষ্টঃ প্রশান্তয়ে।* জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে দুঃখের নিবৃত্তি সাধন, এবং শাস্ত্রবিধি অনুশীলনের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য অনায়াসে সাধন করা সম্ভব।

শ্লোক ১৫

ধর্মার্থমপি নেহেত যাত্রার্থং বাধনো ধনম্ ।
অনীহানীহমানস্য মহাহেরিব বৃত্তিদা ॥ ১৫ ॥

ধর্ম-অর্থম্—ধর্ম অথবা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **ন**—না; **ঈহেত**—লাভের চেষ্টা করা উচিত; **যাত্রা-অর্থম্**—জীবন ধারণের জন্য; **বা**—অথবা; **অধনঃ**—যার কোন ধন নেই; **ধনম্**—ধন; **অনীহা**—বাসনাশূন্য; **অনীহমানস্য**—যে ব্যক্তি তার জীবন ধারণের জন্য চেষ্টা করে না; **মহা-অহেঃ**—অজগর; **ইব**—সদৃশ; **বৃত্তিদা**—বিনা প্রচেষ্টায় জীবিকা প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

মানুষ দরিদ্র হলেও, জীবন ধারণের জন্য অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা উচিত নয় অথবা বিখ্যাত ধর্মবিৎ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। অজগর যেমন এক স্থানে অবস্থান করে, জীবন ধারণের চেষ্টা না করেও আহার প্রাপ্ত হয়, তেমনই নিষ্কাম ব্যক্তিও বিনা প্রচেষ্টায় তাঁর জীবিকা প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির বিকাশ সাধন করা। জীবন ধারণের জন্যও অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করা উচিত নয়। অজগরের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এখানে তা বোঝানো হয়েছে। অজগর এক স্থানে পড়ে থাকে, কোথাও যায় না এবং তার জীবন ধারণের জন্য সে কোন চেষ্টাও করে না, তবুও ভগবানের কৃপায় তার জীবিকা নির্বাহ হয়। নারদ মুনি উপদেশ দিয়েছেন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৫/১৮), *তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদঃ*—মানুষের কর্তব্য কেবল কৃষ্ণভক্তি বৃদ্ধির প্রয়াস করা। অন্য কিছু করার বাসনা করা উচিত নয়, এমন কি জীবিকা অর্জনের জন্যও নয়। এই মনোভাবের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, মাধবেন্দ্র পুরী কারও কাছে অন্ন ভিক্ষা করতেন না। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও বলেছেন, *কস্মাদ্ ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্*। ধনাঢ্য ব্যক্তির কাছে মানুষ কেন ভিক্ষা করতে যাবে? পক্ষান্তরে, মানুষের কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করা, এবং তিনি সব কিছু দেবেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সমস্ত সদস্যদের, তা তিনি গৃহস্থ হোন বা সন্ন্যাসীই হোন, তাঁর একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের চেষ্টা করা, তা হলে তাঁর সমস্ত আবশ্যকতাগুলি শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ করবেন। এই সম্পর্কে আজগর-বৃত্তি অত্যন্ত অনুকূল। কেউ যদি অত্যন্ত দরিদ্রও হন, তবুও তাঁর কর্তব্য হচ্ছে জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা না করে, কেবল কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা।

শ্লোক ১৬

সন্তুষ্টস্য নিরীহস্য স্বাত্মারামস্য যৎ সুখম্ ।
কুতস্তৎ কামলোভেন ধাবতোঽর্থেহয়া দিশঃ ॥ ১৬ ॥

সন্তুষ্টস্য—কৃষ্ণভাবনায় যিনি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট; **নিরীহস্য**—যিনি তাঁর জীবিকা নির্বাহের জন্য চেষ্টা করেন না; **স্ব**—নিজের; **আত্মারামস্য**—আত্মারামের; **যৎ**—যা; **সুখম্**—সুখ; **কুতঃ**—কোথায়; **তৎ**—সেই প্রকার সুখ; **কাম-লোভেন**—কাম এবং লোভের দ্বারা প্রভাবিত; **ধাবতঃ**—যে ব্যক্তি ইতস্তত ধাবিত হয়; **অর্থ-ঈহয়া**—ধন সংগ্রহের বাসনায়; **দিশঃ**—সর্বদিকে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি আত্মতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট, এবং যিনি তাঁর কার্যকলাপের মাধ্যমে সর্বান্তর্যামী ভগবানের সঙ্গে যুক্ত, তিনি জীবিকা অর্জনের কোন রকম প্রচেষ্টা না করা সত্ত্বেও দিব্য আনন্দ উপভোগ করেন। কাম এবং লোভের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে ব্যক্তি ধন সংগ্রহের বাসনায় ইতস্তত ধাবিত হয়, সে কি কখনও সেই আনন্দ উপভোগ করতে পারে?

শ্লোক ১৭

সদা সন্তুষ্টমনসঃ সর্বাঃ শিবময়া দিশঃ ।
শর্করাকণ্টকাদিভ্যো যথোপানৎপদঃ শিবম্ ॥ ১৭ ॥

সদা—সর্বদা; **সন্তুষ্ট-মনসঃ**—আত্মতৃপ্ত ব্যক্তির; **সর্বাঃ**—সব কিছু; **শিব-ময়াঃ**—মঙ্গলময়; **দিশঃ**—সর্বদিকে; **শর্করা**—পাথরকুচি থেকে; **কণ্টক-আদিভ্যঃ**—এবং কাঁটা ইত্যাদি থেকে; **যথা**—যেমন; **উপানৎ-পদঃ**—পাদুকা পরিহিত ব্যক্তির; **শিবম্**—নিরাপদ (মঙ্গলময়)।

অনুবাদ

পাদুকা পরিহিত ব্যক্তির যেমন পাথরকুচি এবং কাঁটার উপর দিয়ে হেঁটে গেলেও কোন ক্ষতি হয় না, তেমনই সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তির কোন ক্লেশ হয় না; বস্তুতপক্ষে তিনি সর্বদাই সুখ অনুভব করেন।

শ্লোক ১৮

সন্তুষ্টঃ কেন বা রাজন্ ন বর্তেতাপি বারিণা ।
ঔপস্থ্যজৈহ্ব্যকার্পণ্যাদ্ গৃহপালায়তে জনঃ ॥ ১৮ ॥

সন্তুষ্টঃ—যিনি সর্বদা আত্মতৃপ্ত; **কেন**—কেন; **বা**—অথবা; **রাজন্**—হে রাজন্; **ন**—না; **বর্তেত**—সুখে বাস করা উচিত; **অপি**—ও; **বারিণা**—জল পান করে; **ঔপস্থ্য**—উপস্থের ফলে; **জৈহ্ব্য**—এবং জিহ্বা; **কার্পণ্যাৎ**—দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার ফলে; **গৃহ-পালায়তে**—সে একটি গৃহপালিত কুকুরের মতো হয়ে যায়; **জনঃ**—এই প্রকার ব্যক্তি।

অনুবাদ

হে রাজন্, আত্মতৃপ্ত ব্যক্তি কেবল একটু জল পান করেই সুখে থাকতে পারেন। কিন্তু যে ব্যক্তি তার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত হয়, বিশেষ করে জিহ্বা এবং উপস্থের দ্বারা, তাকে অবশ্যই তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য গৃহপালিত কুকুরের পদ গ্রহণ করতে হয়।

তাৎপর্য

শাস্ত্র অনুসারে ব্রাহ্মণ বা সংস্কৃতি-সম্পন্ন কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি তাঁর জীবন ধারণের জন্য, বিশেষ করে তার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কখনও অন্য কারও দাসত্ব গ্রহণ করেন না। প্রকৃত ব্রাহ্মণ সর্বদাই সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁর যদি আহার্য না থাকে, তা হলে তিনি কেবল একটু জল পান করেই সন্তুষ্ট থাকেন। এটি অভ্যাসের ব্যাপার। দুর্ভাগ্যবশত, আত্ম-উপলব্ধির মাধ্যমে কিভাবে সন্তুষ্ট হতে হয়, সেই শিক্ষা কাউকেই দেওয়া হচ্ছে না। পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, ভক্ত সর্বদাই সন্তুষ্ট, কারণ তিনি তাঁর হৃদয়ে পরমাত্মার উপস্থিতি অনুভব করেন এবং দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর কথা চিন্তা করেন। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত সন্তোষ। ভক্ত কখনও জিহ্বা এবং উপস্থের বেগের দ্বারা পরিচালিত হন না, এবং তাই তিনি জড়া প্রকৃতির আইনের দ্বারা দণ্ডিত হন না।

শ্লোক ১৯

অসন্তুষ্টস্য বিপ্রস্য তেজো বিদ্যা তপো যশঃ ।
স্রবন্তীন্দ্রিয়লৌল্যেন জ্ঞানং চৈবাবকীর্যতে ॥ ১৯ ॥

অসন্তুষ্টস্য—অসন্তুষ্ট ব্যক্তির; **বিপ্রস্য**—এই প্রকার ব্রাহ্মণের; **তেজঃ**—তেজ; **বিদ্যা**—বিদ্যা; **তপঃ**—তপস্যা; **যশঃ**—যশ; **স্রবন্তি**—ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের; **লৌল্যেন**—লোভের ফলে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **চ**—এবং; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অবকীর্যতে**—ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়ে যায়।

অনুবাদ

যে ভক্ত বা ব্রাহ্মণ আত্মতৃপ্ত নয়, তার আধ্যাত্মিক বল, বিদ্যা, তপস্যা এবং যশ ইন্দ্রিয় লোলুপতার ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং তার জ্ঞানও ক্রমশ বিনষ্ট হয়ে যায়।

শ্লোক ২০

কামস্যান্তং হি ক্ষুত্ত্বড্ভ্যাং ক্রোধস্যৈতৎ ফলোদয়াৎ ।
জনো যাতি ন লোভস্য জিত্বা ভুক্ত্বা দিশো ভুবঃ ॥ ২০ ॥

কামস্য—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ অথবা দেহের জরুরী প্রয়োজনের বাসনার; **অন্তম্**—শেষ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ক্ষুৎ-তৃড্ভ্যাম্**—যে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অথবা তৃষ্ণার্ত; **ক্রোধস্য**—ক্রোধের; **এতৎ**—এই; **ফল-উদয়াৎ**—তিরস্কার করার ফলে; **জনঃ**—ব্যক্তি; **যাতি**—অতিক্রম করেন; **ন**—না; **লোভস্য**—লোভ; **জিত্বা**—জয় করে; **ভুক্ত্বা**—উপভোগ করে; **দিশঃ**—সর্বদিক; **ভুবঃ**—পৃথিবীর।

অনুবাদ

ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর ব্যক্তি যখন আহার করে, তখন তার দেহের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজন অবশ্যই তৃপ্ত হয়। তেমনই, ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ক্রোধ তিরস্কার এবং তার ফলের দ্বারা শান্ত হয়। কিন্তু লোভী সকল দিক জয় করে অথবা সারা পৃথিবী ভোগ করেও তুষ্ট হতে পারে না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৩/৩৭) বলা হয়েছে যে কাম, ক্রোধ এবং লোভ বদ্ধ জীবের সংসার বন্ধনের কারণ। *কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।* ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রবল বাসনা যখন পূর্ণ না হয়, তখন মানুষ ক্রুদ্ধ হয়। এই ক্রোধের শান্তি হয় শত্রুকে দণ্ডদান করার মাধ্যমে। কিন্তু মানুষের পরম শত্রু রজোগুণোদ্ভূত লোভ যখন বৃদ্ধি পায়, তখন সে কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধন করতে পারে না। কেউ

যদি কৃষ্ণভক্তি বৃদ্ধি করার ব্যাপারে অত্যন্ত লোভী হয়, সেটি অবশ্য একটি মস্ত বড় আশীর্বাদ। *তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলম্*। সেটিই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।

শ্লোক ২১

পণ্ডিতা বহবো রাজন্ বহুজ্ঞাঃ সংশয়চ্ছিদঃ ।
সদসস্পতয়োঽপ্যেকে অসন্তোষাৎ পতন্ত্যধঃ ॥ ২১ ॥

পণ্ডিতাঃ—পণ্ডিতগণ; **বহবঃ**—বহু; **রাজন্**—হে রাজন্ (যুধিষ্ঠির); **বহুজ্ঞাঃ**—বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ; **সংশয়চ্ছিদঃ**—আইন সংক্রান্ত উপদেশ প্রদানে দক্ষ; **সদসঃ পতয়ঃ**—বিদ্বৎ সভায় সভাপতিত্ব করার যোগ্য; **অপি**—ও; **একে**—একটি অযোগ্যতার ফলে; **অসন্তোষাৎ**—কেবল অসন্তোষ বা লোভের ফলে; **পতন্তি**—অধঃপতিত হয়; **অধঃ**—নরকে।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, বহু অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন পণ্ডিত, সংশয়চ্ছেত্তা, বিদ্বান এবং বিদ্বৎ সভায় সভাপতিত্ব করার যোগ্য ব্যক্তিও তাঁদের নিজেদের পদে সন্তুষ্ট না হওয়ার ফলে নারকীয় জীবনে অধঃপতিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য মানুষের জাগতিক দিক দিয়েও সন্তুষ্ট থাকা উচিত, কারণ কেউ যদি জাগতিক দিক দিয়ে সন্তুষ্ট না হয়, তা হলে জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য লোভের ফলে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হবে। দুটি দোষ সমস্ত সদ্‌গুণকে নষ্ট করে দেয়। একটি হচ্ছে দারিদ্র্য এবং অন্যটি হচ্ছে লোভ। *দরিদ্রদোষো গুণরাশিনাশী*—দারিদ্র্য সমস্ত সদ্‌গুণ নষ্ট করে দেয়। তেমনই, কেউ যদি অত্যন্ত লোভী হয়, তা হলেও তার সমস্ত সদ্‌গুণ নষ্ট হয়ে যায়। অতএব তার সমাধান হচ্ছে, দারিদ্র্যগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে, জীবনের ন্যূনতম আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং কখনও লোভী হওয়া উচিত নয়। অতএব ভক্তের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ হচ্ছে, জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তাগুলি পূর্ণ করেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তাই ভক্তিমার্গের মহাজনেরা অধিক মঠ-মন্দির না বানাবার উপদেশ দেন। এই প্রকার কার্যকলাপ কেবল কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারে অভিজ্ঞ ভক্তদেরই গ্রহণ করা

উচিত। দক্ষিণ ভারতের সমস্ত আচার্যেরা, বিশেষ করে শ্রীরামানুজাচার্য বহু বড় বড় মন্দির তৈরি করেছেন, এবং উত্তর ভারতে বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ বড় বড় মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরও গৌড়ীয় মঠ নামক বড় বড় মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতএব মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে দোষ নেই, যদি কৃষ্ণভক্তির প্রচারকার্য যথাযথভাবে চলতে থাকে। যদিও এই সমস্ত প্রচেষ্টাকে লালসাপূর্ণ বলে মনে করাও হয়, কিন্তু এই লোভ শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য, এবং তাই এগুলি চিন্ময় কার্যকলাপ।

শ্লোক ২২

অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জনাৎ ।
অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্শনাৎ ॥ ২২ ॥

অসঙ্কল্পাৎ—সঙ্কল্পের দ্বারা; **জয়েৎ**—জয় করা উচিত; **কামম্**—কামবাসনা; **ক্রোধম্**—ক্রোধ; **কাম-বিবর্জনাৎ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা ত্যাগ করার দ্বারা; **অর্থ**—ধন-সংগ্রহ; **অনর্থ**—দুঃখের কারণ; **ঈক্ষয়া**—বিবেচনা করার দ্বারা; **লোভম্**—লোভ; **ভয়ম্**—ভয়; **তত্ত্ব**—সত্য; **অবমর্শনাৎ**—বিচার করার দ্বারা।

অনুবাদ

সঙ্কল্পপূর্বক পরিকল্পনা করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা পরিত্যাগ করা উচিত। তেমনই, হিংসা বর্জনের দ্বারা ক্রোধ, ধন সঞ্চয়ের অনর্থতা দর্শনের দ্বারা লোভ এবং তত্ত্ব বিচারের দ্বারা ভয় বর্জন করা উচিত।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কামবাসনা জয় করার উপদেশ দিয়ে বলেছেন যে, মানুষের পক্ষে স্ত্রীলোকের চিন্তা ত্যাগ করা সম্ভব নয়, কারণ সেই চিন্তা স্বাভাবিক; এমন কি রাস্তা দিয়ে যাবার সময় বহু স্ত্রীলোকের দর্শন হয়, এবং তখন তাদের কথা চিন্তা না করে থাকা যায় না। কিন্তু, কেউ যদি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাস না করার সঙ্কল্প করেন, তা হলে স্ত্রীদর্শন হলেও কামের উদয় হবে না। কেউ যদি মৈথুন ত্যাগ করার সঙ্কল্প করেন, তা হলে তিনি আপনা থেকেই কামবাসনা জয় করতে পারবেন। সেই সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি কোন বিশেষ দিনে উপবাস করার সঙ্কল্প করেন, তা হলে ক্ষুধার্ত হলেও তিনি

ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার কাতরতা জয় করতে পারেন। কেউ যদি কারও প্রতি হিংসা না করার সঙ্কল্প করেন, তা হলে তিনি আপনা থেকেই ক্রোধ জয় করতে পারেন। তেমনই, ধন রক্ষা করা যে কত কঠিন, তা বিচার করার দ্বারা ধন সংগ্রহের বাসনা বর্জন করা সম্ভব। কারও কাছে যদি অনেক নগদ টাকা থাকে, তা হলে সেই টাকা সামলে রাখার জন্য তার সর্বদা উদ্বেগ হয়। এইভাবে কেউ যদি ধন সঞ্চয়ের অসুবিধা বিবেচনা করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে তাঁর ব্যবসা ত্যাগ করতে পারেন।

শ্লোক ২৩

আন্বীক্ষিক্যা শোকমোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া ।
যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া ॥ ২৩ ॥

আন্বীক্ষিক্যা—জড়-জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিবেচনা করার দ্বারা; **শোক**—শোক; **মোহৌ**—এবং মোহ; **দম্ভম্**—দম্ভ; **মহৎ**—বৈষ্ণব; **উপাসয়া**—সেবার দ্বারা; **যোগ-অন্তরায়ান্**—যোগমার্গের অন্তরায়; **মৌনেন**—মৌন অবলম্বনের দ্বারা; **হিংসাম্**—হিংসা; **কাম-আদি**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য; **অনীহয়া**—প্রচেষ্টা ত্যাগ করার দ্বারা।

অনুবাদ

আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোচনার দ্বারা শোক এবং মোহ, মহান ভক্তদের সেবার দ্বারা দম্ভ, মৌন অবলম্বনের দ্বারা যোগের অন্তরায়, এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেষ্টা পরিত্যাগের দ্বারা হিংসা জয় করা যায়।

তাৎপর্য

পুত্রের মৃত্যু হলে শোক এবং মোহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মৃত পুত্রের জন্য ক্রন্দন করা স্বাভাবিক। কিন্তু *ভগবদ্গীতার* শ্লোক বিবেচনা করার দ্বারা সেই শোক জয় করা যায়।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ।

আত্মা এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়, সুতরাং যার জন্ম হয়েছে তাকে কোন না কোন সময় তার বর্তমান শরীরটি ত্যাগ করতে হবে, এবং তারপর তাকে আবার অন্য আর একটি শরীর গ্রহণ করতে হবে। অতএব শোক করার

কোন কারণ নেই। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি*—যিনি ধীর, যিনি তত্ত্বদর্শন করার ফলে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি কখনও আত্মার দেহান্তরে শোকগ্রস্ত হন না।

শ্লোক ২৪

কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা ।
আত্মজং যোগবীর্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া ॥ ২৪ ॥

কৃপয়া—অন্য জীবদের প্রতি দয়ালু হওয়ার দ্বারা; **ভূতজম্**—অন্য জীবদের কারণে; **দুঃখম্**—দুঃখ; **দৈবম্**—দৈব কর্তৃক প্রদত্ত দুঃখ; **জহ্যাৎ**—ত্যাগ করা প্রয়োজন; **সমাধিনা**—ধ্যান অথবা সমাধির দ্বারা; **আত্মজম্**—দেহ এবং মন জাত দুঃখ; **যোগ-বীর্যেণ**—হঠযোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি অভ্যাসের দ্বারা; **নিদ্রাম্**—নিদ্রা; **সত্ত্ব-নিষেবয়া**—সাত্ত্বিক বা ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর বিকাশের দ্বারা।

অনুবাদ

সদাচার এবং অহিংসার দ্বারা অন্য জীব কর্তৃক প্রদত্ত দুঃখ জয় করা উচিত। ধ্যান ও সমাধির দ্বারা দৈব কর্তৃক প্রদত্ত দুঃখ, এবং হঠযোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি অভ্যাসের দ্বারা দেহ ও মন জনিত দুঃখ জয় করা উচিত। তেমনই, সত্ত্বগুণের বিকাশের দ্বারা, বিশেষ করে আহারের মাধ্যমে নিদ্রা জয় করা উচিত।

তাৎপর্য

মানুষের কর্তব্য এমনভাবে আহার করা, যাতে অন্য জীবদের দুঃখ এবং বেদনা না হয়। কেউ আমাকে আঘাত করলে অথবা হত্যা করলে যেহেতু আমার কষ্ট হয়, তাই আমারও কর্তব্য অন্য জীবদের আঘাত না দেওয়া অথবা হত্যা না করা। মানুষ জানে না যে, অসহায় প্রাণীদের হত্যা করার ফলে, জড়া প্রকৃতির নিয়মে তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাদের কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। যে সমস্ত দেশে মানুষেরা অকারণে পশুহত্যা করছে, তাদের জড়া প্রকৃতির নিয়মে যুদ্ধবিগ্রহ, মহামারী আদির প্রভাবে দুঃখভোগ করতে হবে। তাই নিজের কষ্টের সঙ্গে অন্য জীবদের কষ্টের তুলনা করে সমস্ত জীবদের প্রতি দয়ালু হওয়া মানুষের কর্তব্য। দৈব কর্তৃক প্রদত্ত দুঃখকে এড়ানো যায় না, তাই সেই প্রকার দুঃখ যখন আসে, তখন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে সম্পূর্ণভাবে মগ্ন হওয়া উচিত। দেহ এবং মন জাত দুঃখ হঠযোগ অভ্যাসের দ্বারা জয় করা যায়।

শ্লোক ২৫

রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বং চোপশমেন চ ।
এতৎ সর্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ ॥ ২৫ ॥

রজঃ তমঃ—রজ এবং তমোগুণ; **চ**—এবং; **সত্ত্বেন**—সত্ত্বগুণের বিকাশের দ্বারা; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **চ**—ও; **উপশমেন**—আসক্তি ত্যাগ করার দ্বারা; **চ**—এবং; **এতৎ**—এই সব; **সর্বম্**—সমস্ত; **গুরৌ**—শ্রীগুরুদেবকে; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে সেবা করার দ্বারা; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **জয়েৎ**—জয় করতে পারে।

অনুবাদ

সত্ত্বগুণের বিকাশের দ্বারা রজ এবং তমোগুণকে জয় করা কর্তব্য, এবং তারপর ঔদাসীন্যের দ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করে, শুদ্ধ সত্ত্বের স্তরে উন্নীত হওয়া উচিত। শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীগুরুদেবের সেবা করার দ্বারা তা অনায়াসে সম্ভব হয়। এইভাবে প্রকৃতির গুণের প্রভাব জয় করা যায়।

তাৎপর্য

রোগের মূল কারণের শুশ্রূষা করার দ্বারা যেমন দৈহিক বেদনা এবং ক্লেশ জয় করা যায়, তেমনই, কেউ যদি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীগুরুদেবের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন, তা হলে তিনি অনায়াসে সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের প্রভাব জয় করতে পারেন। যোগী এবং জ্ঞানীরা নানাভাবে ইন্দ্রিয় জয় করার চেষ্টা করে, কিন্তু ভক্ত শ্রীগুরুদেবের কৃপার মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ ভগবানের কৃপা লাভ করেন। *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো*। শ্রীগুরুদেব যদি প্রসন্ন হন, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই ভগবানের কৃপা লাভ হবে, এবং ভগবানের কৃপার প্রভাবে এই জড় জগতের সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণের প্রভাব জয় করে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*)। কেউ যদি শুদ্ধ ভক্ত হয়ে শ্রীগুরুর নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারেন এবং তার ফলে তৎক্ষণাৎ চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৬

যস্য সাক্ষাদ্ ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ ।
মর্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥ ২৬ ॥

যস্য—যাঁর; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **ভগবতি**—ভগবান; **জ্ঞান-দীপ-প্রদে**—জ্ঞানরূপ দীপের দ্বারা যিনি আলোক প্রদান করেন; **গুরৌ**—শ্রীগুরুদেবকে; **মর্ত্য-অসৎ-ধীঃ**—শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে প্রতিকূল মনোবৃত্তি পোষণ করে; **শ্রুতম্**—বৈদিক জ্ঞান; **তস্য**—তার জন্য; **সর্বম্**—সব কিছু; **কুঞ্জর-শৌচ-বৎ**—হস্তীস্নানের মতো।

অনুবাদ

শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে মনে করা উচিত, কারণ তিনি দিব্য জ্ঞানরূপ দীপের আলো প্রদান করেন। তাই, যে ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে দুর্বুদ্ধি পোষণ করে, তার সর্বনাশ হয়। তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং জ্ঞান হস্তীস্নানের মতো ব্যর্থ হয়।

তাৎপর্য

শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের মতো শ্রদ্ধা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। *সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈঃ*। সমস্ত শাস্ত্রে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ*। আচার্যকে ভগবানেরই সমান বলে মনে করা উচিত। এই সমস্ত উপদেশ সত্ত্বেও কেউ যদি শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তা হলে তার সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। তার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য *বেদ* অধ্যয়ন এবং তপস্যা হস্তীস্নানের মতোই অর্থহীন। হাতি সরোবরে খুব ভাল করে স্নান করে, কিন্তু জল থেকে ডাঙ্গায় উঠে আসা মাত্রই সে তার সারা শরীরে ধুলো ছিটায়। এইভাবে হস্তীস্নান অর্থহীন। কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, যেহেতু গুরুদেবের আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীরা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, সুতরাং শিষ্যও যদি গুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তা হলে তাতে কি দোষ? তার উত্তর অবশ্য পরবর্তী শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শাস্ত্রনির্দেশ হচ্ছে যে, শ্রীগুরুদেবকে কখনও একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে শ্রীগুরুদেবের উপদেশ পালন করা উচিত, কারণ তিনি প্রসন্ন হলে ভগবানও প্রসন্ন হন। *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি*।

শ্লোক ২৭

এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ।
যোগেশ্বরৈর্বিমৃগ্যাঙ্ঘ্রির্লোকো যং মন্যতে নরম্ ॥ ২৭ ॥

এষঃ—এই; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবান্**—ভগবান; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **প্রধান**—প্রকৃতির মুখ্য কারণ; **পুরুষ**—সমস্ত জীবের অথবা পুরুষ অবতার শ্রীবিষ্ণুর; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **যোগ-ঈশ্বরৈঃ**—মহান যোগীদের দ্বারা; **বিমৃগ্য-অঙ্ঘ্রিঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম, যা অন্বেষণীয়; **লোকঃ**—সাধারণ মানুষ; **যম্**—তাঁকে; **মন্যতে**—মনে করে; **নরম্**—একজন মানুষ।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রধান এবং পুরুষের ঈশ্বর। তাঁর শ্রীপাদপদ্ম ব্যাসদেব আদি যোগেশ্বরদেরও অন্বেষণীয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মূর্খেরা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে।

তাৎপর্য

শ্রীগুরুদেবকে জানার প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই উদাহরণটি উপযুক্ত। শ্রীগুরুদেবকে বলা হয় *সেবক-ভগবান* এবং শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় *সেব্য-ভগবান*। শ্রীগুরুদেব উপাসক ভগবান, আর শ্রীকৃষ্ণ উপাস্য ভগবান। শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এটিই পার্থক্য।

আর একটি তথ্য—*ভগবদ্গীতা* হচ্ছে ভগবানের বাণী, এবং শ্রীগুরুদেব তার কোন রকম পরিবর্তন না করে যথাযথভাবে তা প্রদান করেন। তাই পরমতত্ত্ব শ্রীগুরুদেবে বর্তমান। ষড়বিংশতি শ্লোকে সেই সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—*জ্ঞানদীপপ্রদে*। ভগবান সারা জগৎকে প্রকৃত জ্ঞান প্রদান করেন, এবং শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রতিনিধিরূপে সেই জ্ঞান সারা জগতে বহন করেন। অতএব, চিন্ময় স্তরে শ্রীগুরুদেব এবং পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেউ যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্রকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তার অর্থ এই নয় যে, ভগবান একজন সাধারণ মানুষ হয়ে যান। তেমনই, ভগবানের আদর্শ প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের আত্মীয়-স্বজনেরা শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তার অর্থ এই নয় যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষ হয়ে যান। শ্রীগুরুদেব ভগবানেরই সমান, এবং তাই যে ব্যক্তি পারমার্থিক উন্নতি সাধনে অত্যন্ত নিষ্ঠাপরায়ণ, তাঁর অবশ্য কর্তব্য শ্রীগুরুদেবকে এইভাবে শ্রদ্ধা করা। এই উপলব্ধি থেকে যদি স্বল্পমাত্রায়ও বিচ্যুতি ঘটে, তা হলে শিষ্যের *বেদ* অধ্যয়ন এবং তপস্যার সর্বনাশ হতে পারে।

শ্লোক ২৮

ষড়্বর্গসংযমৈকান্তাঃ সর্বা নিয়মচোদনাঃ ।
তদন্তা যদি নো যোগানাবহেয়ুঃ শ্রমাবহাঃ ॥ ২৮ ॥

ষট্-বর্গ—পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন, এই ছয়টি বর্গ; **সংযম-একান্তাঃ**—সংযমের চরম লক্ষ্য; **সর্বাঃ**—এই প্রকার সমস্ত কার্যকলাপ; **নিয়ম-চোদনাঃ**—ইন্দ্রিয় এবং মনকে সংযত করার অন্য সমস্ত বিধি; **তৎ-অন্তাঃ**—এই সমস্ত কার্যকলাপের চরম লক্ষ্য; **যদি**—যদি; **নো**—না; **যোগান্**—ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পন্থা; **আবহেয়ুঃ**—পরিচালিত করে; **শ্রম-আবহাঃ**—সময় এবং শ্রমের অপচয়।

অনুবাদ

ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ, তপস্যা এবং যোগ সাধনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করা, কিন্তু মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করার পরেও সে যদি ভগবানের ধ্যান-ধারণা করতে না পারে, তা হলে তার এই সমস্ত কার্যকলাপ ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র।

তাৎপর্য

কেউ তর্ক করতে পারে যে, গুরুদেবের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ না হয়েও কেউ যোগ অভ্যাসের দ্বারা এবং বেদবিহিত কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা পরমাত্মা উপলব্ধির মাধ্যমে জীবনের চরম লক্ষ্য সাধন করতে পারে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে, যোগ অভ্যাসের দ্বারা ভগবানের ধ্যানের স্তরে উন্নীত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। শাস্ত্রে সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *ধ্যানাবস্থিততদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ*—যোগের সিদ্ধি তখনই লাভ হয়, যখন ধ্যানের মাধ্যমে ভগবানকে দর্শন করা যায়। বিভিন্ন অনুশীলনের দ্বারা ইন্দ্রিয়-সংযম করা যেতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযমের ফলেই কেবল চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কিন্তু, শ্রীগুরুদেবের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধার দ্বারা কেবল ইন্দ্রিয়-সংযমই নয়, ভগবানকেও উপলব্ধি করা যায়।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"যে মহাত্মাগণ ভগবান এবং শ্রীগুরুদেব উভয়ের প্রতিই পরম শ্রদ্ধা সমন্বিত, তাঁদের কাছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞান আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।" (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্* ৬/২৩) আরও বলা হয়েছে, *তুষ্যেয়ং সর্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া* এবং *তরন্ত্যজ্ঞো*

ভবার্ণবম্। কেবল শ্রীগুরুদেবের সেবার দ্বারা অজ্ঞানের সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। তখন তিনি ভগবানকে দর্শন করে, তাঁর সান্নিধ্যে পরম আনন্দ প্রাপ্ত হন। যোগের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা। সেই উদ্দেশ্য যদি সাধিত না হয়, তা হলে তথাকথিত যোগ অভ্যাস কেবল ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র।

শ্লোক ২৯

যথা বার্তাদয়ো হ্যর্থা যোগস্যার্থং ন বিভ্রতি ।
অনর্থায় ভবেয়ুঃ স্ম পূর্তমিষ্টং তথাসতঃ ॥ ২৯ ॥

যথা—যেমন; **বার্তা-আদয়ঃ**—বৃত্তি; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অর্থাঃ**—(এই প্রকার বৃত্তি থেকে) আয়; **যোগস্য**—আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যোগশক্তির; **অর্থম্**—লাভ; **ন**—না; **বিভ্রতি**—সাহায্য করে; **অনর্থায়**—অর্থহীন (জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বেঁধে রাখে); **ভবেয়ুঃ**—তারা হয়; **স্ম**—সর্ব সময়ে; **পূর্তমিষ্টম্**—বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠান; **তথা**—তেমনই; **অসতঃ**—অভক্তের।

অনুবাদ

পেশাদারি কার্যকলাপ অথবা ব্যবসা যেমন পারমার্থিক উন্নতি সাধনে সাহায্য না করে কেবল জড় বন্ধনের কারণ হয়, তেমনই বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠানের ফলে ভগবদ্বিমুখ অভক্তের কোন লাভ হয় না।

তাৎপর্য

কেউ যদি তার পেশার দ্বারা অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা অনেক ধন উপার্জন করে, তার অর্থ এই নয় যে, সে আধ্যাত্মিক উন্নতি করছে। আধ্যাত্মিক উন্নতি ধন-সম্পদ অর্জন থেকে ভিন্ন। যদিও জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক ধনে ধনী হওয়া, তবুও দুর্ভাগ্যবশত মানুষেরা বিপথে পরিচালিত হয়ে, সর্বদা জড়-জাগতিক ধনে ধনী হওয়ার চেষ্টা করছে। এই ধরনের বৈষয়িক কার্যকলাপ কিন্তু মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করে না। পক্ষান্তরে, জড়-জাগতিক কার্যকলাপ মানুষকে বহু অনাবশ্যক বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে, যার ফলে পুনরায় অধঃপতিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করার সম্ভাবনা থাকে। *ভগবদ্গীতায়* (১৪/১৮) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥

"সত্ত্বগুণস্থ ব্যক্তিগণ ঊর্ধ্বগতি লাভ করেন অর্থাৎ উচ্চতর লোকে গমন করেন; রাজসিক ব্যক্তিগণ নরলোকে অবস্থান করেন; এবং তামসিক ব্যক্তিগণ অধঃপতিত হয়ে নরকে গমন করেন।" বিশেষ করে এই কলিযুগে জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের অর্থ হচ্ছে অধঃপতিত হওয়া এবং নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি সৃষ্টিকারী অনর্থক বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। তাই, *জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা*—যেহেতু মানুষেরা জঘন্য গুণের দ্বারা কলুষিত হয়েছে, তাই পরবর্তী জীবনে তাদের পশু আদি অধঃপতিত যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হবে। কৃষ্ণভক্তিবিহীন লোক-দেখানো ধর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা নির্বোধ মানুষের বাহবা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক উন্নতির নামে এই ধরনের লোক-দেখানো কার্যকলাপের ফলে কোন লাভ হয় না। জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে তারা ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ৩০

যশ্চিত্তবিজয়ে যত্তঃ স্যান্নিঃসঙ্গোঽপরিগ্রহঃ ।
একো বিবিক্তশরণো ভিক্ষুর্ভৈক্ষ্যমিতাশনঃ ॥ ৩০ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **চিত্ত-বিজয়ে**—মনকে জয় করে; **যত্তঃ**—যুক্ত; **স্যাৎ**—অবশ্যই হয়; **নিঃসঙ্গঃ**—দূষিত সঙ্গরহিত; **অপরিগ্রহঃ**—পরিবারের উপর নির্ভরশীল না হয়ে; **একঃ**—একাকী; **বিবিক্ত-শরণঃ**—নির্জন স্থানের আশ্রয় গ্রহণ করে; **ভিক্ষুঃ**—সন্ন্যাসী; **ভৈক্ষ্য**—কেবল দেহ ধারণের জন্য ভিক্ষা করে; **মিত-অশনঃ**—মিতাহারী।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি তাঁর মনকে জয় করতে ইচ্ছুক, তাঁর অবশ্য কর্তব্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গ ত্যাগ করে, দূষিত সঙ্গ থেকে মুক্ত হয়ে নির্জন স্থানে বাস করা, এবং কেবল দেহ ধারণের জন্য মিতাহারী হয়ে, যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকু ভিক্ষা করা।

তাৎপর্য

চিত্ত-চাঞ্চল্য জয় করার এটিই পন্থা। মানুষকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে পরিবার ত্যাগ করে নির্জন স্থানে বাস করতে, এবং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে দেহ ধারণের জন্য কেবল যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আহার করতে। এই পন্থা ব্যতীত কাম

জয় করা যায় না। সন্ন্যাস মানে হচ্ছে ভিক্ষুকের জীবন, যার ফলে মানুষ আপনা থেকেই কামবাসনা থেকে মুক্ত হয়ে বিনীত এবং নম্র হয়। এই প্রসঙ্গে *স্মৃতিশাস্ত্রে* নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাওয়া যায়—

দ্বন্দ্বাহতস্য গার্হস্থ্যং ধ্যানভঙ্গাদিকারণম্ ।
লক্ষয়িত্বা গৃহী স্পষ্টং সন্ন্যসেদবিচারয়ন্ ॥

দ্বন্দ্বভাব সমন্বিত এই জড় জগতে গৃহস্থ-জীবন ধ্যান ভঙ্গের বা আধ্যাত্মিক জীবন নাশের কারণ হয়। মানুষের কর্তব্য সেই সত্য হৃদয়ঙ্গম করে নিঃসঙ্কোচে সন্ন্যাস গ্রহণ করা।

শ্লোক ৩১

দেশে শুচৌ সমে রাজন্ সংস্থাপ্যাসনমাত্মনঃ ।
স্থিরং সুখং সমং তস্মিন্নাসীতর্জ্বঙ্গ ওমিতি ॥ ৩১ ॥

দেশে—স্থানে; **শুচৌ**—অত্যন্ত পবিত্র; **সমে**—সমতল; **রাজন্**—হে রাজন; **সংস্থাপ্য**—স্থাপন করে; **আসনম্**—আসনের উপর; **আত্মনঃ**—নিজেকে; **স্থিরম্**—অত্যন্ত স্থির হয়ে; **সুখম্**—সুখে; **সমম্**—সমদর্শী হয়ে; **তস্মিন্**—সেই আসনে; **আসীতঃ**—উপবিষ্ট হয়ে; **ঋজু-অঙ্গঃ**—ঋজুকায় হয়ে; **ওঁ**—বৈদিক প্রণব মন্ত্র; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

হে রাজন্, যোগ অভ্যাস করার জন্য পবিত্র তীর্থস্থানে সমতল ক্ষেত্রে আসন স্থাপন করা উচিত, এবং ঋজুভাবে সুখে সেই আসনে উপবেশন-পূর্বক, চিত্ত স্থির করে বৈদিক প্রণব মন্ত্র জপ করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

সাধারণত ওঁকার জপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, কারণ মানুষ প্রথমে ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১১) উল্লেখ করা হয়েছে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

"পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত তত্ত্বজ্ঞানীরা সেই অদ্বয়তত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা অথবা ভগবান বলে সম্বোধন করেন।" যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবান সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে

বিশ্বাসের উদয় না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্বিশেষবাদী যোগী হয়ে হৃদয়ে ভগবানের ধ্যান করার প্রবণতা থাকে (*ধ্যানাবস্থিত তদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ*)। এখানে ওঁকার জপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির শুরুতে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার পরিবর্তে ওঁকার (প্রণব) জপ করা যেতে পারে। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র এবং ওঁকারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কারণ উভয়েই শব্দরূপে ভগবানের প্রতিনিধি। *প্রণবঃ সর্ববেদেষু*। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র শুরু হয় ওঁকার দিয়ে—*ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়*। ওঁকার জপ করা এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার মধ্যে পার্থক্য এই যে, হরেকৃষ্ণ মন্ত্র স্থান, আসন ইত্যাদির বিবেচনা না করে জপ করা যায়। স্থান এবং আসন সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৬/১১) বলা হয়েছে—

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।
ন্যত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥

"যোগ অভ্যাসের নিয়ম এই যে, কুশাসনের উপর মৃগচর্মের আসন, তার উপরে বস্ত্রাসন রেখে অত্যন্ত উচ্চ বা অত্যন্ত নিচ না করে, সেই আসন বিশুদ্ধ ভূমিতে স্থাপনপূর্বক তাতে আসীন হবেন।" হরেকৃষ্ণ মন্ত্র স্থান, আসনের পন্থা ইত্যাদি নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তি জপ করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন—*নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ*। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপে উপবেশনের স্থান সম্বন্ধে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। *নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ* বলতে বোঝায় দেশ, কাল, এবং পাত্র সম্বন্ধে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তাই স্থান, কাল এবং পাত্রের বিবেচনা না করে, যে কোন ব্যক্তি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে পারেন। বিশেষ করে এই কলিযুগে *ভগবদ্‌গীতার* নির্দেশ অনুসারে উপযুক্ত স্থান খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র যে কোন স্থানে এবং যে কোন সময়ে জপ করা যেতে পারে, এবং তার ফলে অচিরেই ফল লাভ করা যায়। এমন কি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে বিধি-নিষেধগুলি পালন করা যায়। আসনে বসে জপ করার সময় দেহ ঋজু রাখা উচিত, তার ফলে জপ করতে সুবিধা হয়, তা না হলে ঘুমিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

শ্লোক ৩২-৩৩

প্রাণাপানৌ সন্নিরুন্ধ্যাৎ পূরকুম্ভকরেচকৈঃ ।
যাবন্মনস্ত্যজেৎ কামান্ স্বনাসাগ্রনিরীক্ষণঃ ॥ ৩২ ॥

যতো যতো নিঃসরতি মনঃ কামহতং ভ্রমৎ ।
ততস্তত উপাহৃত্য হৃদি রুন্ধ্যাচ্ছনৈর্বুধঃ ॥ ৩৩ ॥

প্রাণ—যে বায়ু শরীরে প্রবেশ করে; **অপানৌ**—যে বায়ু শরীর থেকে নির্গত হয়; **সন্নিরুন্ধ্যাৎ**—নিরোধ করা উচিত; **পূর-কুম্ভক-রেচকৈঃ**—প্রশ্বাস, শ্বাস ধারণ এবং নিঃশ্বাসের দ্বারা, যা যথাক্রমে পূরক, কুম্ভক এবং রেচক নামে পরিচিত; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **মনঃ**—মন; **ত্যজেৎ**—ত্যাগ করা কর্তব্য; **কামান্**—সমস্ত জড় বাসনা; **স্ব**—নিজস্ব; **নাস-অগ্র**—নাসিকার অগ্রভাগ; **নিরীক্ষণঃ**—দৃষ্টিপাত করে; **যতঃ যতঃ**—যেখান থেকে যা কিছু; **নিঃসরতি**—প্রত্যাহার করে; **মনঃ**—মন; **কাম-হতম্**—কামের দ্বারা পরাভূত হয়ে; **ভ্রমৎ**—ভ্রমণ করে; **ততঃ ততঃ**—সেই স্থান থেকে; **উপাহৃত্য**—ফিরিয়ে নিয়ে এসে; **হৃদি**—হৃদয়ে; **রুন্ধ্যাৎ**—(মনকে) অবরুদ্ধ করা উচিত; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে অভ্যাসের দ্বারা; **বুধঃ**—বিজ্ঞ যোগী।

অনুবাদ

নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির করে অভিজ্ঞ যোগী পূরক, কুম্ভক এবং রেচক দ্বারা প্রাণ এবং অপান বায়ুকে সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করে মনের সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করবেন। মন যখনই কামের দ্বারা পরাভূত হয়ে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি ধাবিত হয়, যোগী তৎক্ষণাৎ তাকে আহরণ করে হৃদয়ের মধ্যে নিরুদ্ধ করবেন।

তাৎপর্য

যোগ অভ্যাসের পন্থা এখানে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যখন যথাযথভাবে এই যোগ অনুশীলন হয়, তখন হৃদয়ে পরমাত্মারূপে ভগবানকে দর্শন হয়। কিন্তু, *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) ভগবান বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সব চেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।" ভক্ত ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করা মাত্রই সিদ্ধ যোগী হয়ে যান, কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর তাঁর হৃদয়ে দর্শন করে ভক্তিযোগ অনুশীলন করেন। এটি অনায়াসে যোগ অভ্যাস করার আর একটি পন্থা। ভগবান বলেছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।

"সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর এবং আমার ভক্ত হও। আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৫) কেউ যদি সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করে (*মন্মনা*) ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনের অনুশীলন করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ সর্বোত্তম যোগীতে পরিণত হন। অধিকন্তু, ভক্তের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করা কঠিন নয়। দেহাত্মবুদ্ধি পরায়ণ সাধারণ মানুষের পক্ষে যোগ অভ্যাস সহায়ক হতে পারে, কিন্তু যিনি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ অনায়াসে সিদ্ধ যোগীতে পরিণত হন।

শ্লোক ৩৪

এবমভ্যস্যতশ্চিত্তং কালেনাল্পীয়সা যতেঃ ।
অনিশং তস্য নির্বাণং যাত্যনিন্ধনবহ্নিবৎ ॥ ৩৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **অভ্যস্যতঃ**—এই যোগ অনুশীলনকারী ব্যক্তির; **চিত্তম্**—হৃদয়; **কালেন**—যথাসময়ে; **অল্পীয়সা**—অচিরে; **যতেঃ**—যোগ অভ্যাসকারী ব্যক্তির; **অনিশম্**—নিরন্তর; **তস্য**—তাঁর; **নির্বাণম্**—সমস্ত জড় কলুষ থেকে নির্মল হওয়া; **যাতি**—প্রাপ্ত হয়; **অনিন্ধন**—কাষ্ঠ এবং ধোঁয়াবিহীন; **বহ্নিবৎ**—অগ্নির মতো।

অনুবাদ

এইভাবে নিয়ত অভ্যাস করার ফলে যোগীর চিত্ত অল্পকালের মধ্যেই ধূম্রবিহীন অগ্নির মতো স্থির এবং অবিচল হয়।

তাৎপর্য

নির্বাণ শব্দটির অর্থ সমস্ত জড় বাসনার নিবৃত্তি। কখনও কখনও এই বাসনাশূন্যতাকে মনের ক্রিয়ার সমাপ্তি বলে মনে করা হয়, কিন্তু তা কখনই সম্ভব নয়। জীবের ইন্দ্রিয় রয়েছে এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া যদি বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে জীব আর জীব থাকবে না; সে কাঠ বা পাথরের মতো হয়ে যাবে। সেটি কখনই সম্ভব নয়। জীব নিত্য এবং চেতন। যারা উন্নত চেতনা সমন্বিত নয়, তাদের জড় বাসনার দ্বারা বিক্ষুব্ধ মনকে সংযত করার জন্য যোগ অভ্যাসের উপদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু কেউ যদি তাঁর মনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে স্থির করেন, তা হলে অতি শীঘ্রই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মন শান্ত হয়ে যায়। এই শান্তির বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) বর্ণনা করা হয়েছে—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণকে পরম ভোক্তা, সব কিছুর পরম ঈশ্বর এবং সকলের পরম বন্ধু বলে উপলব্ধি করতে পারেন, তখন তিনি সমস্ত জড় বিক্ষোভ থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন। কিন্তু, যারা ভগবানকে জানতে পারে না, তাদের জন্যই যোগ অভ্যাসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৩৫

কামাদিভিরনাবিদ্ধং প্রশান্তাখিলবৃত্তি যৎ ।
চিত্তং ব্রহ্মসুখস্পৃষ্টং নৈবোত্তিষ্ঠেত কর্হিচিৎ ॥ ৩৫ ॥

কাম-আদিভিঃ—বিভিন্ন কাম-বাসনার দ্বারা; **অনাবিদ্ধম্**—প্রভাবিত না হয়ে; **প্রশান্ত**—শান্ত; **অখিল-বৃত্তি**—সর্বতোভাবে অথবা সমস্ত কার্যকলাপে; **যৎ**—যা; **চিত্তম্**—চেতনা; **ব্রহ্ম-সুখ-স্পৃষ্টম্**—নিত্য আনন্দের চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে; **ন**—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **উত্তিষ্ঠেত**—বেরিয়ে আসতে পারে; **কর্হিচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

চেতনা যখন আর কাম-বাসনার দ্বারা কলুষিত হয় না, তখন তা সমস্ত কার্যকলাপে প্রশান্ত হয়, কারণ তখন নিত্য আনন্দময় জীবনে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। একবার সেই স্তরে অধিষ্ঠিত হলে, আর জড়-জাগতিক কার্যকলাপে ফিরে আসতে হয় না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসুখস্পৃষ্টম্ ভগবদ্গীতাতেও (১৮/৫৪) বর্ণিত হয়েছে—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যিনি এইভাবে চিন্ময় ভাব লাভ করেছেন, তিনি পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনই কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।" সাধারণত, ব্রহ্মসুখের চিন্ময় স্তরে একবার উন্নীত হলে, আর জড়-জাগতিক স্তরে অধঃপতিত হতে হয় না। কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্ভক্তিতে রত

না হয়, তা হলে জড়-জাগতিক স্তরে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে। *আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ*—কেউ ব্রহ্ম-সুখের স্তরে উন্নীত হতে পারেন, কিন্তু ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত না হলে, সেই স্তর থেকেও জড়-জাগতিক স্তরে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শ্লোক ৩৬

যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎ পূর্বং ত্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ ।
যদি সেবেত তান্ ভিক্ষুঃ স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ ॥ ৩৬ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **প্রব্রজ্য**—(চিন্ময় আনন্দে অধিষ্ঠিত হয়ে) চিরতরে বৈষয়িক জীবনের সমাপ্তি সাধন করে বনে গিয়ে; **গৃহাৎ**—গৃহ থেকে; **পূর্বম্**—প্রথমে; **ত্রি-বর্গ**—ধর্ম, অর্থ এবং কাম; **আবপনাৎ**—যে ক্ষেত্রে তাদের বপন করা হয়েছে সেখান থেকে; **পুনঃ**—পুনরায়; **যদি**—যদি; **সেবেত**—গ্রহণ করে; **তান্**—জড়-জাগতিক কার্যকলাপ; **ভিক্ষুঃ**—সন্ন্যাসী; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বান্তাশী**—যে তার নিজের বমি ভক্ষণ করে; **অপত্রপঃ**—নির্লজ্জ।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনি জড়-জাগতিক কার্যকলাপের ভিত্তিস্বরূপ ধর্ম, অর্থ এবং কাম, এই ত্রিবর্গের ক্ষেত্র গৃহস্থ-আশ্রম পরিত্যাগ করেন। যে ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর এই প্রকার জড়-জাগতিক কার্যকলাপে ফিরে আসে, তাকে বলা হয় বান্তাশী, বা যে তার নিজের বমি ভক্ষণ করে। সে অবশ্যই নির্লজ্জ।

তাৎপর্য

জড় কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রণ হয় বর্ণাশ্রম-ধর্মের দ্বারা। বর্ণাশ্রম-ধর্ম ব্যতীত জড় কার্যকলাপ পাশবিক আচরণে পর্যবসিত হয়। মনুষ্য-জীবনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই বর্ণ এবং আশ্রমের বিধি পালন করার সময়েও মানুষকে চরমে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হয়, কারণ সন্ন্যাস-আশ্রমের দ্বারাই ব্রহ্মসুখে বা দিব্য আনন্দে অবস্থিত হওয়া যায়। ব্রহ্মসুখে আর কামের আকর্ষণ থাকে না। বস্তুতপক্ষে, যখন আর চিত্তের চাঞ্চল্য থাকে না, বিশেষ করে মৈথুনের বাসনা, তখন মানুষ সন্ন্যাস গ্রহণের যোগ্য হন। অন্যথায় সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত নয়। কেউ যদি অপরিণত অবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তা হলে তার নারীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে কাম-বাসনার বশবর্তী হয়ে পুনরায় তথাকথিত গৃহস্থ হওয়ার

বা স্ত্রীলোকের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই প্রকার ব্যক্তি অত্যন্ত নির্লজ্জ এবং তাকে বলা হয় বান্তাশী, অর্থাৎ যে নিজের বমি খায়। সে অবশ্যই এক অতি নিন্দনীয় জীবন-যাপন করে। তাই আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা উপদেশ দিই, সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীরা যেন স্ত্রীসঙ্গ থেকে দূরে থাকে, যাতে পুনরায় কাম-বাসনার বশবর্তী হয়ে অধঃপতনের সম্ভাবনা না থাকে।

শ্লোক ৩৭

যৈঃ স্বদেহঃ স্মৃতোঽনাত্মা মর্ত্যো বিট্কৃমিভস্মবৎ ।
ত এনমাত্মসাৎ কৃত্বা শ্লাঘয়ন্তি হ্যসত্তমাঃ ॥ ৩৭ ॥

যৈঃ—যে সন্ন্যাসীদের দ্বারা; **স্ব-দেহঃ**—নিজের দেহ; **স্মৃতঃ**—বিবেচনা করে; **অনাত্মা**—আত্মা থেকে ভিন্ন; **মর্ত্যঃ**—মরণশীল; **বিট্**—বিষ্ঠা; **কৃমি**—কৃমি; **ভস্মবৎ**—অথবা ভস্ম হয়ে; **তে**—সেই ব্যক্তিরা; **এনম্**—এই দেহ; **আত্মসাৎ কৃত্বা**—পুনরায় আত্মা বলে মনে করে; **শ্লাঘয়ন্তি**—অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ বলে তাঁর মহিমা কীর্তন করে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অসত্তমাঃ**—অত্যন্ত অসৎ ব্যক্তি।

অনুবাদ

যে সমস্ত সন্ন্যাসী দেহকে মরণশীল মনে করে, এবং চরমে দেহটি বিষ্ঠা, কৃমি অথবা ভস্মে পরিণত হবে বলে মনে করে, কিন্তু পুনরায় দেহের গুরুত্ব দিয়ে তাকে আত্মা বলে তার মহিমা কীর্তন করে, তারা সব চাইতে মূর্খ।

তাৎপর্য

সন্ন্যাসী হচ্ছেন তিনি, যিনি জ্ঞানের উন্নতি সাধনের দ্বারা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, ব্রহ্ম হচ্ছে স্বয়ং আত্মা, দেহটি নয়। যিনি তা হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন, কারণ তিনি *অহং ব্রহ্মাস্মি* স্তরে স্থিত। *ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি*। যিনি তাঁর দেহের প্রতিপালনের জন্য শোক করেন না অথবা আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং যিনি সমস্ত জীবকে আত্মারূপে দর্শন করেন, তিনি ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশ করতে পারেন। কেউ যদি ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ না হয় এবং আত্মার ও দেহের পার্থক্য না বুঝে কৃত্রিমভাবে নিজেকে ব্রহ্ম বা নারায়ণ বলে মনে করে, তার পতন অবশ্যম্ভাবী (*পতন্ত্যধঃ*)। এই প্রকার ব্যক্তি পুনরায় দেহের প্রতি গুরুত্ব দেয়। ভারতবর্ষে বহু সন্ন্যাসী রয়েছে যারা দেহের অধিক গুরুত্ব দেয়, এবং তাদের কেউ কেউ দরিদ্রদের দেহের উপর বিশেষ

গুরুত্ব প্রদান করে তাদের দরিদ্র-নারায়ণ বলে মনে করে, যেন নারায়ণের দেহটি জড়। অন্য বহু সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্ররূপে দেহের সামাজিক স্থিতির গুরুত্ব দেয়। এই প্রকার সন্ন্যাসীরা সব চাইতে বড় মূর্খ (*অসত্তমাঃ*)। তারা নির্লজ্জ কারণ তারা জড় দেহ এবং চিন্ময় আত্মার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি এবং তার পরিবর্তে ব্রাহ্মণের শরীরকে ব্রাহ্মণ বলে মনে করে। ব্রাহ্মণত্ব নির্ভর করে ব্রহ্মজ্ঞানের উপর। ব্রাহ্মণের শরীর ব্রাহ্মণ নয়, তেমনই দেহ ধনী নয়, দরিদ্রও নয়। দরিদ্র মানুষের শরীর যদি দরিদ্র-নারায়ণ হত, তা হলে ধনী ব্যক্তির শরীরও ধনী-নারায়ণ। তাই যে সন্ন্যাসীরা নারায়ণের অর্থ জানে না, যারা শরীরকে ব্রহ্ম বা নারায়ণ বলে মনে করে, তাদের এখানে *অসত্তমাঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে, এই প্রকার সন্ন্যাসীরা দেহের সেবার বিবিধ কার্যক্রম তৈরি করে। তারা মানব-সমাজকে বিপথে চালিত করার জন্য তথাকথিত ধর্মীয় কার্যকলাপের কপট প্রতিষ্ঠান তৈরি করে। এই সমস্ত সন্ন্যাসীদের এখানে *অপত্রপঃ* এবং *অসত্তমাঃ*—নির্লজ্জ এবং আধ্যাত্মিক জীবন থেকে অধঃপতিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৮-৩৯

গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগো বটোরপি ।
তপস্বিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লোলতা ॥ ৩৮ ॥
আশ্রমাপসদা হ্যেতে খল্বাশ্রমবিড়ম্বনাঃ ।
দেবমায়াবিমূঢ়াংস্তানুপেক্ষেতানুকম্পয়া ॥ ৩৯ ॥

গৃহস্থস্য—গৃহস্থের; **ক্রিয়া-ত্যাগঃ**—কর্তব্য কর্ম ত্যাগ; **ব্রত-ত্যাগঃ**—ব্রত এবং তপস্যা ত্যাগ; **বটোঃ**—ব্রহ্মচারীর; **অপি**—ও; **তপস্বিনঃ**—তপস্বীর জীবন অবলম্বনকারী বানপ্রস্থীর; **গ্রাম-সেবা**—গ্রামে বাস করে সেখানকার মানুষদের সেবা করা; **ভিক্ষোঃ**—ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবন ধারণকারী সন্ন্যাসীর; **ইন্দ্রিয়-লোলতা**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্তি; **আশ্রম**—আধ্যাত্মিক জীবনের বিভাগ-রূপ আশ্রমের; **অপসদাঃ**—অত্যন্ত গর্হিত; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এতে**—এই সমস্ত; **খলু**—বস্তুতপক্ষে; **আশ্রম-বিড়ম্বনাঃ**—বিভিন্ন আশ্রমের অনুকরণ করা এবং তার ফলে প্রতারণা; **দেব-মায়া-বিমূঢ়ান্**—যারা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা মোহিত; **তান্**—তাদের; **উপেক্ষেত**—বাস্তবিক নয় বলে বর্জন করা উচিত; **অনুকম্পয়া**—অনুকম্পার ফলে (প্রকৃত জীবন সম্বন্ধে তাদের শিক্ষা দেওয়া)।

অনুবাদ

গৃহস্থের শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া ত্যাগ, গুরুর তত্ত্বাবধানে অবস্থানকারী ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্যের ব্রত পালন না করা, বানপ্রস্থাশ্রমীর গ্রামে বাস করে তথাকথিত সমাজ-সেবার কাজে যুক্ত হওয়া, এবং সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্তি অত্যন্ত নিন্দনীয়। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে, সে আশ্রমের কলঙ্ক এবং আশ্রমস্থ অন্যের বিড়ম্বনাকারী। এই সমস্ত প্রতারকেরা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা বিমোহিত, এবং তাদের যে কোন পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত অথবা তাদের প্রতি অনুকম্পাপূর্বক সম্ভব হলে শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাতে তারা তাদের মূল পদে পুনরায় অধিষ্ঠিত হতে পারে।

তাৎপর্য

আমরা বার বার দৃঢ়তাপূর্বক বলেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বর্ণাশ্রম-ধর্ম গ্রহণ না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানব-সভ্যতা শুরু হয় না। যদিও গৃহস্থ-জীবনে যৌন সুখভোগের অনুমোদন রয়েছে, তবুও গৃহস্থ-জীবনের বিধিবিধান পালন না করে তা উপভোগ করার স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। অধিকন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মচারীর কর্তব্য শ্রীগুরুদেবের তত্ত্বাবধানে বাস করা—*ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বসন্দান্তো গুরোর্হিতম্*। ব্রহ্মচারী যদি শ্রীগুরুর তত্ত্বাবধানে না থাকে, বানপ্রস্থী যদি সামাজিক কার্যকলাপে যুক্ত হয় অথবা সন্ন্যাসী যদি লোভী হয়ে তার রসনা তৃপ্তির জন্য মাছ, মাংস, ডিম আদি কুখাদ্য খায়, তা হলে তারা তাদের আশ্রমের কলঙ্ক এবং তাদের সঙ্গ তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করা কর্তব্য। এই প্রকার ব্যক্তিদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা উচিত, এবং যদি যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে, তা হলে তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে তারা সেইভাবে ভ্রান্ত আচরণ না করে। তা যদি সম্ভব না হয়, তা হলে তাদের উপেক্ষা করাই শ্রেয়।

শ্লোক ৪০

আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধুতাশয়ঃ ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি লম্পটঃ ॥ ৪০ ॥

আত্মানম্—আত্মা এবং পরমাত্মা; **চেৎ**—যদি; **বিজানীয়াৎ**—জানতে পারে; **পরম্**—যাঁরা জড়া প্রকৃতির অতীত; **জ্ঞান**—জ্ঞানের দ্বারা; **ধুত-আশয়ঃ**—যিনি তাঁর চেতনাকে নির্মল করেছেন; **কিম্**—কি; **ইচ্ছন্**—জড় সুখ-সুবিধা বাসনা করে; **কস্য**—কার

জন্য; **বা**—অথবা; **হেতোঃ**—কি কারণে; **দেহম্**—জড় দেহ; **পুষ্ণাতি**—পালন-পোষণ করেন; **লম্পটঃ**—অবৈধভাবে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত হয়ে।

অনুবাদ

মনুষ্য-শরীরের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মা এবং পরমাত্মা ভগবানকে জানা। তাঁরা উভয়েই চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। উন্নত জ্ঞানের প্রভাবে নির্মল হলে তাঁদের উভয়কেই জানা যায়। অতএব মূর্খ এবং লোভী ব্যক্তি কি কারণে এবং কার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে তার দেহ ধারণ করছে?

তাৎপর্য

এই জড় জগতে, নিঃসন্দেহে প্রতিটি ব্যক্তিই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য দেহের পালন-পোষণে যত্নশীল, কিন্তু জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, দেহটি আমাদের প্রকৃত স্বরূপ নয়। আত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েই এই জড়া প্রকৃতির অতীত। মনুষ্য-জীবনে তা হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য, বিশেষ করে সন্ন্যাসীর পক্ষে। যে সন্ন্যাসী আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন, তাঁর কর্তব্য পরমাত্মার সঙ্গ করার মাধ্যমে আত্মার উন্নতি সাধনে রত হওয়া। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য জীবের উন্নতি সাধনের সহায়তা করে তাদের ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা মানুষের কর্তব্য। কেউ যদি তার কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান না করে, তা হলে তার দেহ ধারণ করে কি লাভ? বিশেষ করে সন্ন্যাসী যদি কেবল সাধারণ উপায়ের দ্বারা দেহ ধারণের চেষ্টা না করে, অধিকন্তু মাংস এবং অন্যান্য জঘন্য বস্তু আহার করে, তবে সে একটি লম্পট—ইন্দ্রিয়সুখ পরায়ণ লোভী। সন্ন্যাসীর জিহ্বা, উদর এবং উপস্থের বেগ দমন করা অবশ্য কর্তব্য, যা দেহ এবং আত্মার পার্থক্য পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম না করা পর্যন্ত জীবকে বিব্রত করে।

শ্লোক ৪১

আহুঃ শরীরং রথমিন্দ্রিয়াণি
হয়ানভীষূন্ মন ইন্দ্রিয়েশম্ ।
বর্ত্মানি মাত্রা ধিষণাং চ সূতং
সত্ত্বং বৃহদ্ বন্ধুরমীশসৃষ্টম্ ॥ ৪১ ॥

আহুঃ—বলা হয়; **শরীরম্**—শরীর; **রথম্**—রথ; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়গুলি; **হয়ান্**—অশ্ব; **অভীষূন্**—লাগাম; **মনঃ**—মন; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহের; **ঈশম্**—প্রভু; **বর্ত্মানি**—গন্তব্যস্থল; **মাত্রাঃ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **ধিষণাম্**—বুদ্ধি; **চ**—এবং; **সূতম্**—সারথি; **সত্ত্বম্**—চেতনা; **বৃহৎ**—মহান; **বন্ধুরম্**—বন্ধন; **ঈশ**—ভগবানের দ্বারা; **সৃষ্টম্**—সৃষ্ট।

অনুবাদ

অধ্যাত্মবাদী জ্ঞানীরা ভগবানের সৃষ্ট শরীরটিকে একটি রথের সঙ্গে তুলনা করেন। ইন্দ্রিয়গুলি তার অশ্ব; ইন্দ্রিয়াধিপতি মন তার লাগাম; ইন্দ্রিয়ের বিষয় গন্তব্যস্থল; বুদ্ধি হচ্ছে সারথি; এবং সারা শরীর জুড়ে ব্যাপ্ত চেতনা এই বন্ধনের কারণ।

তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত বিভ্রান্ত জীবের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনে রত তার দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয় বার বার জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির বন্ধনের কারণ। কিন্তু যিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উন্নত তার জন্য সেই দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন মুক্তির কারণ হয়। সেই কথা *কঠোপনিষদে* (১/৩/৩-৪, ৯) প্রতিপন্ন হয়েছে—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ ।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্ ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥

আত্মা দেহরূপ রথের রথী, এবং এই রথের সারথি হচ্ছে বুদ্ধি। মন গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার সঙ্কল্প, ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে অশ্ব, এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিও এই কার্যের অন্তর্ভুক্ত। এইভাবে মানুষ *পরমং পদম্* অর্থাৎ জীবনের পরম লক্ষ্য শ্রীবিষ্ণুকে প্রাপ্ত হতে পারেন। বদ্ধ জীবনে দেহের চেতনা বন্ধনের কারণ, কিন্তু সেই চেতনাই যখন শ্রীকৃষ্ণ-চেতনায় রূপান্তরিত হয়, তখন তা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার কারণ হয়।

অতএব মনুষ্য-শরীর দুভাবে ব্যবহার করা যায়—অজ্ঞানের গভীরতম প্রদেশে অধঃপতিত হওয়ার জন্য অথবা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য। ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথটি হচ্ছে *মহৎসেবা*—কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা গুরুদেবের শরণ গ্রহণ করা। *মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ*। মুক্তির জন্য ভগবদ্ভক্তের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করতে হয়, কারণ তিনি পূর্ণজ্ঞান প্রদান করতে পারেন। অন্যথায় *তমোদ্বারং যোষিতাং*

সঙ্গিসঙ্গম্—কেউ যদি সংসারের গভীরতম অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশে যেতে চায়, তা হলে সে স্ত্রীসঙ্গের প্রতি আসক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ করতে পারে (*যোষিতাং সঙ্গি-সঙ্গম্*)। *যোষিত* শব্দটির অর্থ হচ্ছে স্ত্রী। যারা অত্যন্ত বিষয়াসক্ত, তারা স্ত্রীসঙ্গের প্রতি আসক্ত।

তাই বলা হয়েছে, *আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ*। দেহটি ঠিক রথ বা গাড়ির মতো যাতে করে জীব যে কোন স্থানে যেতে পারে। কেউ গাড়িটি খুব ভালভাবে চালাতে পারে, অথবা খেয়ালখুশি মতো চালাতে পারে, যার ফলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। কেউ যদি অভিজ্ঞ সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, তখন তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন; তা না হলে তাকে আবার সংসার-চক্রে ফিরে আসতে হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপদেশ দিয়েছেন—

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥

"হে পরন্তপ, যে সমস্ত জীবের শ্রদ্ধা উদিত হয়নি, তারা এই পরম ধর্মরূপ ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে অসমর্থ হয়ে এই জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পতিত হয়।" (*ভগবদ্‌গীতা* ৯/৩) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপদেশ দিয়েছেন কিভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়, কিন্তু কেউ যদি তাঁর সেই উপদেশ না শোনে, তা হলে সে কখনই ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারবে না—তাকে জড় জগতের দুঃখময় জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হবে (*মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি*)।

তাই অভিজ্ঞ অধ্যাত্মবাদীর উপদেশ হচ্ছে যে, দেহটিকে যেন সর্বদা জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়ার জন্য পূর্ণরূপে ব্যবহার করা হয় (*স্বার্থগতিম্*)। প্রকৃত স্বার্থ বা জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য *বেদান্তসূত্র, উপনিষদ, ভগবদ্‌গীতা, মহাভারত, রামায়ণ* আদি বহু বৈদিক শাস্ত্র রয়েছে। এই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিবৃত্তিমার্গ অনুশীলন করা কর্তব্য। তা হলে জীবন সার্থক হবে। দেহে যতক্ষণ চেতনা থাকে, ততক্ষণই তার গুরুত্ব। চেতনাবিহীন দেহ একটি জড় পিণ্ড মাত্র। তাই, ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে হলে চেতনাকে জড় চেতনা থেকে কৃষ্ণ-চেতনায় পরিবর্তন করা অবশ্য কর্তব্য। মানুষের চেতনাই হচ্ছে তার জড় বন্ধনের কারণ, কিন্তু এই চেতনা যদি ভক্তিযোগের দ্বারা শুদ্ধ করা যায়, তখন সে ভারতীয়, আমেরিকান, হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান আদি উপাধির নিরর্থকতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। *সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্*। মানুষের কর্তব্য এই সমস্ত উপাধি থেকে

মুক্ত হয়ে তার চেতনাকে কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করা। তাই, কেউ যখন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করে, তখন তার জীবন নিশ্চিতরূপে সফল হয়।

শ্লোক ৪২

অক্ষং দশপ্রাণধর্মধর্মৌ
চক্রেঽভিমানং রথিনং চ জীবম্ ।
ধনুর্হি তস্য প্রণবং পঠন্তি
শরং তু জীবং পরমেব লক্ষ্যম্ ॥ ৪২ ॥

অক্ষম্—(রথের চাকার) অক্ষ; **দশ**—দশ; **প্রাণম্**—দেহাভ্যন্তরে প্রবাহিত দশ প্রকার বায়ু; **অধর্ম**—অধর্ম; **ধর্মৌ**—ধর্ম (চাকার উপর এবং নিচের দুই দিক); **চক্রে**—চক্রে; **অভিমানম্**—ভ্রান্ত পরিচয়; **রথিনম্**—রথী বা দেহী; **চ**—ও; **জীবম্**—জীব; **ধনুঃ**—ধনুক; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **তস্য**—তার; **প্রণবম্**—বৈদিক মন্ত্র ওঁকার; **পঠন্তি**—বলা হয়; **শরম্**—তীর; **তু**—কিন্তু; **জীবম্**—জীব; **পরম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **লক্ষ্যম্**—লক্ষ্য।

অনুবাদ

দেহাভ্যন্তরস্থ দশটি বায়ু সেই রথের চাকার অক্ষ, সেই চাকার উপরিভাগ ও নিম্নভাগ ধর্ম এবং অধর্ম, দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত জীব সেই রথের রথী, বৈদিক মন্ত্র প্রণব হচ্ছে ধনুক, শুদ্ধ জীব স্বয়ং বাণ এবং ভগবান হচ্ছেন লক্ষ্য।

তাৎপর্য

জড় দেহের অভ্যন্তরে সর্বদা দশটি বায়ু প্রবাহিত হয়। সেগুলি প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান, নাগ, কূর্ম, কৃকল, দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয়। এখানে রথের চাকার অক্ষের সঙ্গে তাদের তুলনা করা হয়েছে। প্রাণবায়ু সমস্ত জীবের কার্যকলাপের শক্তি, এবং এই কার্যকলাপ কখনও ধর্ম ও কখনও অধর্ম। তাই ধর্ম এবং অধর্ম সেই চাকার উপরিভাগ এবং নিম্নভাগ। জীব যখন ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চায়, তখন তার লক্ষ্য হয় ভগবান শ্রীবিষ্ণু। বদ্ধ জীবনে মানুষ বুঝতে পারে না যে, জীবনের লক্ষ্য হচ্ছেন ভগবান। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ*। জীব তার জীবনের লক্ষ্য না জেনে, এই জড় জগতে সুখী হতে চায়। কিন্তু সে যখন শুদ্ধ হয়, তখন সে তার দেহাত্মবুদ্ধি এবং কোন বিশেষ

সম্প্রদায়, জাতি, সমাজ, পরিবার ইত্যাদির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ভ্রান্ত উপাধি ত্যাগ করে (*সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্*)। তখন সে তার শুদ্ধ জীবনরূপ তীর গ্রহণ করে প্রণব বা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনরূপ ধনুকের সাহায্যে নিজেকে ভগবানের প্রতি নিক্ষেপ করে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, 'ধনুক' এবং 'তীর' শব্দ দুটি যেহেতু এই শ্লোকে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে জীব ভগবানের শত্রু হয়েছে। কিন্তু, ভগবান যদি জীবের তথাকথিত শত্রুও হন, সেটি বীর রসের সম্পর্ক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবান যখন অর্জুনের রথের সারথ্য করছিলেন এবং ভীষ্মের বাণ যখন ভগবানের দেহ বিদ্ধ করছিল, সেটি বারোটি রসের একটি রস বা সম্পর্ক। বদ্ধ জীব যখন ভগবানের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা করে, ভগবান তখন আনন্দিত হন, এবং জীব ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, আধার-মীন বা চক্রের অভ্যন্তরস্থ মৎস্য অর্জুন যখন বিদ্ধ করেছিলেন, তখন তার ফলস্বরূপ তিনি দ্রৌপদীরূপ অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তেমনই, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনরূপ ধনুকের দ্বারা কেউ যদি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম বিদ্ধ করেন, তা হলে তাঁর সেই বীরত্বপূর্ণ ভক্তিময় কার্যের ফলে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার মহা সৌভাগ্য লাভ করেন।

শ্লোক ৪৩-৪৪

রাগো দ্বেষশ্চ লোভশ্চ শোকমোহৌ ভয়ং মদঃ ।
মানোঽবমানোঽসূয়া চ মায়া হিংসা চ মৎসরঃ ॥ ৪৩ ॥
রজঃ প্রমাদঃ ক্ষুন্নিদ্রা শত্রবস্ত্বেবমাদয়ঃ ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সত্ত্বপ্রকৃতয়ঃ ক্বচিৎ ॥ ৪৪ ॥

রাগঃ—আসক্তি; **দ্বেষঃ**—শত্রুতা; **চ**—ও; **লোভঃ**—লোভ; **চ**—ও; **শোক**—শোক; **মোহৌ**—মোহ; **ভয়ম্**—ভয়; **মদঃ**—মদ; **মানঃ**—মান; **অবমানঃ**—অপমান; **অসূয়া**—পরদোষ-দর্শিতা; **চ**—ও; **মায়া**—প্রতারণা; **হিংসা**—হিংসা; **চ**—ও; **মৎসরঃ**—অসহিষ্ণুতা; **রজঃ**—রজোগুণ; **প্রমাদঃ**—প্রমাদ; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা; **নিদ্রা**—নিদ্রা; **শত্রবঃ**—শত্রু; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **এবম্ আদয়ঃ**—জীবনের এই প্রকার ধারণা; **রজঃ -তমঃ**—রজ এবং তমোগুণের ফলে; **প্রকৃতয়ঃ**—কারণ; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণের ফলে; **প্রকৃতয়ঃ**—কারণ; **ক্বচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

বদ্ধ অবস্থায় মানুষের জীবন কখনও রজ ও তমোগুণের দ্বারা কলুষিত হয়, এবং তার প্রকাশ হয় রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, শোক, ভয়, মদ, মান, অপমান, অসূয়া, মায়া, হিংসা, মাৎসর্য, অসহিষ্ণুতা, প্রমাদ, ক্ষুধা ও নিদ্রার মাধ্যমে। এগুলি জীবের শত্রু। কখনও কখনও মানুষের ধারণা সত্ত্বগুণের দ্বারাও কলুষিত হয়।

তাৎপর্য

জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া, কিন্তু জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা বহু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়—কখনও রজোগুণ ও তমোগুণের মিশ্র প্রভাবের দ্বারা এবং কখনও সত্ত্বগুণের দ্বারা। জড় জগতে মানুষ লোকহিতৈষী, জাতীয়তাবাদী এবং জড়-জাগতিক বিচারে ভাল মানুষ হলেও, জীবনের এই সমস্ত ধারণাগুলি আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তা হলে শত্রুতা, লোভ, মোহ, শোক এবং জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি না জানি কত বেশি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আমাদের প্রকৃত স্বার্থ শ্রীবিষ্ণুরূপ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে হলে, এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অথবা শত্রুদের জয় করার জন্য আমাদের অত্যন্ত শক্তিশালী হতে হবে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, এই জড় জগতে ভাল মানুষ বা খারাপ মানুষ হওয়ার প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়।

এই জড় জগতে ভাল এবং মন্দ দুই-ই সমান, কারণ সেগুলি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সমন্বিত। এই জড় জগৎকে অতিক্রম করা অবশ্য কর্তব্য। বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠান জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সমন্বিত। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন ।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥

"বেদে প্রধানত জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে। হে অর্জুন, তুমি সেই গুণগুলিকে অতিক্রম করে নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হও। সমস্ত দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হও এবং লাভ-ক্ষতি ও আত্মরক্ষার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে অধ্যাত্ম চেতনায় অধিষ্ঠিত হও।" (*ভগবদ্গীতা* ২/৪৫) *ভগবদ্গীতায়* ভগবান আরও বলেছেন, *ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ*—কেউ যদি খুব ভাল মানুষ হয় অর্থাৎ কেউ যদি সত্ত্বগুণে অবস্থান করে, তা হলে সে উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে পারে। তেমনই, কেউ যদি রজোগুণ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তা হলে সে এই পৃথিবীতে থাকতে পারে অথবা পশুজীবনে অধঃপতিত হতে পারে। কিন্তু

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৯) ভগবান বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।" এটিই জীবনের চরম সিদ্ধি, এবং মনুষ্য-শরীর এই উদ্দেশ্য সাধনেরই জন্য। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২০/১৭) বলা হয়েছে—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥

মনুষ্য-শরীর একটি অত্যন্ত মূল্যবান নৌকা, এবং অজ্ঞান সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন সেই নৌকার কর্ণধার। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুকূল বায়ু। অজ্ঞানের সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলির সদ্ব্যবহার করা অবশ্য কর্তব্য। যেহেতু শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন কর্ণধার, তাই অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে তাঁর সেবা করা কর্তব্য, যাতে তাঁর কৃপায় ভগবানের কৃপা লাভ করা যায়।

এখানে *অচ্যুতবলঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীগুরুদেব অবশ্যই তাঁর শিষ্যের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ এবং তার ফলে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের দ্বারা ভক্ত ভগবানের কাছ থেকে শক্তি প্রাপ্ত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন, *গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ*—প্রথমে শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা বিধান করা অবশ্য কর্তব্য, এবং তারপর আপনা থেকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধান করার মাধ্যমে অজ্ঞানের সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার বল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার অভিলাষী হয়, তা হলে তাকে শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা বিধান করার মাধ্যমে যথেষ্ট বল প্রাপ্ত হতে হবে। কারণ তার ফলে শত্রুকে জয় করার অস্ত্র লাভ করা যায়, এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপাও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল জ্ঞানরূপ তরবারি প্রাপ্ত হওয়াই যথেষ্ট নয়। শ্রীগুরুদেবের সেবার দ্বারা এবং তাঁর উপদেশ পালন করার দ্বারা সেই অস্ত্রটিকে শাণিয়ে নেওয়া কর্তব্য। তখন ভক্ত ভগবানের কৃপা লাভ করেন। সাধারণ যুদ্ধে শত্রুকে জয় করার জন্য মানুষকে তার রথ এবং অশ্বের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়, এবং শত্রুকে জয় করার পর সে তার রথটি

ত্যাগ করে। তেমনই যতক্ষণ পর্যন্ত মনুষ্য-শরীরটি রয়েছে, ততক্ষণ ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পরম সিদ্ধি লাভ করার জন্য সর্বতোভাবে তার ব্যবহার করা উচিত।

জ্ঞানের সিদ্ধি হচ্ছে চিন্ময় বা *ব্রহ্মভূত* স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) ভগবান বলেছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যিনি এইভাবে চিন্ময় ভাব লাভ করেছেন, তিনি পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনই কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।" নির্বিশেষবাদীদের মতো কেবল জ্ঞানের অনুশীলন করার দ্বারা মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। সেই চরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবদ্ভক্তি লাভ করা অবশ্য কর্তব্য।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

"ভক্তির দ্বারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানার ফলে, ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৫৫) ভগবদ্ভক্তির স্তর প্রাপ্ত না হলে এবং শ্রীগুরুদেব ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ না হলে, পুনরায় অধঃপতিত হয়ে জড় শরীর ধারণ করার সম্ভাবনা থাকে। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।"

এখানে *তত্ত্বতঃ* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে 'যথার্থভাবে'। *ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা*। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত জানতে না পারলে, জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ*—কেউ যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সেবার অবহেলা করে, তা হলে সে কেবল জ্ঞানের দ্বারা জড় জগতের

বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে না। কেউ যদি ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার ব্রহ্মপদও প্রাপ্ত হয়, তবুও ভক্তিবিহীন হওয়ার ফলে তার অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকে। পুনরায় জড় জগতের বন্ধনে অধঃপতিত হওয়ার বিপদ সম্বন্ধে মানুষকে সর্বদা অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। তাঁর একমাত্র নিরাপত্তা হচ্ছে ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হওয়া, যেখান থেকে আর পতন হয় না। তখন মানুষ জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে, মানুষের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির পরম্পরায় সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া, কারণ তাঁর কৃপা এবং উপদেশের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে বল লাভ করা যায়। এইভাবে ভগবদ্ভক্তিতে রত হয়ে জীবনের চরম লক্ষ্য, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম লাভ করা যায়।

এই শ্লোকে *জ্ঞানাসিম্ অচ্যুতবলঃ* পদটি গুরুত্বপূর্ণ। *জ্ঞানাসিম্* অর্থাৎ জ্ঞানরূপ তরবারি যা শ্রীকৃষ্ণ দান করেন, এবং কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশরূপ তরবারিটি ধারণ করার জন্য শ্রীগুরুদেব এবং কৃষ্ণের সেবা করেন, তখন বলরাম তাঁকে বল প্রদান করেন। বলরাম হচ্ছেন নিত্যানন্দ। *ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই, বলরাম হৈল নিতাই।* এই বল অর্থাৎ বলরাম—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে আসেন এবং তাঁরা উভয়ে এতই কৃপাময় যে, এই কলিযুগে মানুষ অনায়াসে তাঁদের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। তাঁরা আসেন বিশেষ করে এই কলিযুগের অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য। *পাপী তাপী যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল।* তাঁদের অস্ত্র হচ্ছে হরিনাম সংকীর্তন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে জ্ঞানরূপ অসি গ্রহণ করে বলরামের কৃপায় বল লাভ করা উচিত। তাই আমরা বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলরামের পূজা করি। *মুণ্ডক উপনিষদে* (৩/২/৪) বলা হয়েছে—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্যাং-
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥

বলরামের কৃপা ব্যতীত জীবনের লক্ষ্য সাধন করা যায় না। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই বলেছেন। *নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে*—কেউ যখন শ্রীবলরাম বা নিত্যানন্দের কৃপা লাভ করেন, তখন তিনি অনায়াসে রাধা-কৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করতে পারেন।

সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার ।

কেউ যদি নিতাই বলরামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হয়, তা হলে মহাপণ্ডিত অথবা জ্ঞানী অথবা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও সেই সমস্ত সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না। অতএব আমাদের কর্তব্য হচ্ছে বলরামের কাছে শক্তি সঞ্চয় করে কৃষ্ণভাবনামৃতের শত্রুদের জয় করা।

শ্লোক ৪৬

নোচেৎ প্রমত্তমসদিন্দ্রিয়বাজিসূতা
নীত্বোৎপথং বিষয়দস্যুষু নিক্ষিপন্তি ।
তে দস্যবঃ সহয়সূতমমুং তমোঽন্ধে
সংসারকূপ উরুমৃত্যুভয়ে ক্ষিপন্তি ॥ ৪৬ ॥

নোচেৎ—যদি আমরা অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসরণ না করি, এবং বলরামের আশ্রয় গ্রহণ না করি; **প্রমত্তম্**—বেপরোয়া, অসাবধান; **অসৎ**—যা সর্বদা জড় চেতনার প্রতি উন্মুখ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়গুলি; **বাজি**—ঘোড়ার মতো; **সূতা**—সারথি (বুদ্ধি); **নীত্বা**—আনয়ন করে; **উৎপথম্**—জড় বাসনারূপী পথে; **বিষয়**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **দস্যুষু**—দস্যুদের হাতে; **নিক্ষিপন্তি**—নিক্ষিপ্ত হয়; **তে**—তারা; **দস্যবঃ**—দস্যুরা; **স**—সহ; **হয়-সূতম্**—অশ্ব এবং সারথি; **অমুম্**—তারা সকলে; **তমঃ**—অন্ধকার; **অন্ধে**—অন্ধ; **সংসার-কূপে**—সংসাররূপী কূপে; **উরু**—বিশাল; **মৃত্যু-ভয়ে**—মৃত্যুর ভয়; **ক্ষিপন্তি**—নিক্ষিপ্ত হয়।

অনুবাদ

পক্ষান্তরে, কেউ যদি অচ্যুত এবং বলদেবের আশ্রয় গ্রহণ না করে, তা হলে তার অশ্বসদৃশ ইন্দ্রিয়গুলি এবং সারথিরূপী বুদ্ধি, উভয়েই জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত হওয়ার প্রবণতার ফলে, অসাবধান দেহরূপ রথটিকে প্রবৃত্তি মার্গে নিয়ে যাবে। এইভাবে যখন সে আহার, নিদ্রা এবং মৈথুনরূপ বিষয়-দস্যুর দ্বারা পুনরায় আকৃষ্ট হয়, তখন সেই দস্যুরা অশ্ব এবং সারথি সহ তাকে সংসাররূপ অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে, এবং সে তখন পুনরায় অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ভয়ঙ্কর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হয়।

তাৎপর্য

গৌর-নিতাই বা কৃষ্ণ-বলরামের কৃপা ছাড়া সংসারের অজ্ঞানরূপী অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার লাভ করা সম্ভব নয়। সেই তত্ত্বটি এখানে *নোচেৎ* শব্দটির দ্বারা

সূচিত হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে সর্বদাই সংসাররূপী অন্ধকূপে তাকে থাকতে হবে। জীবের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে গৌর-নিতাই বা কৃষ্ণ-বলরামের থেকে বল সংগ্রহ করা। গৌর-নিতাইয়ের কৃপা ব্যতীত অজ্ঞানরূপী অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। সেই সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*আদি* ১/২) উল্লেখ করা হয়েছে—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥

যারা অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করে সকলের উপর তাঁদের অহৈতুকী কৃপা বিতরণ করার জন্য গৌড়ের দিগন্তে চন্দ্র এবং সূর্যের মতো একত্রে উদিত হয়েছেন, "আমি সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।" এই জড় জগৎ অজ্ঞানের অন্ধকূপ। এই অন্ধকূপে পতিত আত্মার অবশ্য কর্তব্য গৌর-নিতাইয়ের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করা, কারণ তার ফলে সে অনায়াসে এই জড় জগৎ থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারবে। তাঁদের শক্তি ব্যতীত, কেবল মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব।

শ্লোক ৪৭

প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তং চ দ্বিবিধং কর্ম বৈদিকম্ ।
আবর্ততে প্রবৃত্তেন নিবৃত্তেনাশ্নুতেঽমৃতম্ ॥ ৪৭ ॥

প্রবৃত্তম্—জড় সুখভোগের প্রবণতা; **চ**—এবং; **নিবৃত্তম্**—জড় সুখভোগ থেকে নিবৃত্তি; **চ**—এবং; **দ্বি-বিধম্**—দুই প্রকার; **কর্ম**—কর্ম; **বৈদিকম্**—বেদবিহিত; **আবর্ততে**—সংসার-চক্রে আবর্তিত হয়; **প্রবৃত্তেন**—জড় সুখভোগের প্রবৃত্তির দ্বারা; **নিবৃত্তেন**—এই প্রকার কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার দ্বারা; **অশ্নুতে**—ভোগ করে; **অমৃতম্**—নিত্য জীবন।

অনুবাদ

বেদবিহিত কর্ম দুই প্রকার—প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা নিম্নস্তরের জীবন থেকে উচ্চস্তরের জীবনে উন্নতি সাধন হয়, আর নিবৃত্তির দ্বারা জড় বাসনার নিবারণ হয়। প্রবৃত্তি কর্মের দ্বারা জড় জগতের বন্ধন ভোগ করতে হয়, কিন্তু নিবৃত্তির দ্বারা শুদ্ধ হয়ে নিত্য আনন্দময় জীবন উপভোগ করা যায়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৬/৭) প্রতিপন্ন হয়েছে, *প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ* —অভক্ত অসুরেরা প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির পার্থক্য বুঝতে পারে না। তারা যা ইচ্ছা তাই করে। এই প্রকার মানুষেরা জড়া প্রকৃতির কঠোর বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত বলে মনে করে, এবং তাই তারা দায়িত্বহীন ও পুণ্যকর্ম করার পক্ষপাতী নয়। প্রকৃতপক্ষে তারা পাপ এবং পুণ্যকর্মের পার্থক্য দেখে না। ভক্তি অবশ্য পাপ অথবা পুণ্যকর্মের উপর নির্ভর করে না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৬) বলা হয়েছে—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

"সমস্ত মানব-সমাজের পরম ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম, যার দ্বারা চিন্ময় ভগবানে প্রেমময়ী সেবা লাভ হয়। এই প্রকার ভক্তি অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা হওয়া উচিত যার ফলে আত্মা সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়।" তা হলেও যারা পুণ্যবান, তাদের ভগবদ্ভক্ত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৬) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন*—হে অর্জুন, চার প্রকার পুণ্যবান ব্যক্তি আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয়।" কেউ যদি কোন জড় উদ্দেশ্য নিয়েও ভগবানের ভক্ত হন, তিনি পুণ্যবান, এবং যেহেতু তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসেছেন, তাই তিনি ধীরে ধীরে শুদ্ধ ভক্তির স্তর লাভ করবেন। তখন, ধ্রুব মহারাজের মতো তিনি ভগবানের কাছ থেকে কোন বর গ্রহণ করতে অস্বীকার করবেন (*স্বামীন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে*)। তাই কারও যদি জড় বিষয়ের প্রতি প্রবণতা থাকে, তা হলেও সে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের অথবা গৌর-নিতাইয়ের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে, যার ফলে অচিরেই সে সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হবে (*ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি*)। পাপ এবং পুণ্যকর্মের প্রতি প্রবণতা থেকে মানুষ যখন মুক্ত হয়, তখন সে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য পাত্র হয়।

শ্লোক ৪৮-৪৯

হিংস্রং দ্রব্যময়ং কাম্যমগ্নিহোত্রাদ্যশান্তিদম্ ।
দর্শশ্চ পূর্ণমাসশ্চ চাতুর্মাস্যং পশুঃ সুতঃ ॥ ৪৮ ॥
এতদিষ্টং প্রবৃত্তাখ্যং হুতং প্রহুতমেব চ ।
পূর্তং সুরালয়ারামকূপাজীব্যাদিলক্ষণম্ ॥ ৪৯ ॥

হিংস্রম্—যজ্ঞে পশুবলি দেওয়ার প্রথা; **দ্রব্য-ময়ম্**—বহু উপকরণ সমন্বিত; **কাম্যম্**—অন্তহীন জড় বাসনায় পূর্ণ; **অগ্নি-হোত্র-আদি**—অগ্নিহোত্র আদি যজ্ঞ; **অশান্তিদম্**—দুঃখপ্রদ; **দর্শঃ**—দর্শ নামক অনুষ্ঠান; **চ**—এবং; **পূর্ণমাসঃ**—পূর্ণমাস অনুষ্ঠান; **চ**—ও; **চাতুর্মাস্যম্**—চার মাস ব্যাপী ব্রত; **পশুঃ**—পশুবলি দেওয়ার প্রথা বা পশুযজ্ঞ; **সুতঃ**—সোমযজ্ঞ; **এতৎ**—এই সমস্ত; **ইষ্টম্**—লক্ষ্য; **প্রবৃত্ত-আখ্যম্**—প্রবৃত্ত নামক; **হুতম্**—বৈশ্বদেব নামক ভগবানের অবতার; **প্রহুতম্**—বলিহরণ নামক অনুষ্ঠান; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও; **পূর্তম্**—জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য; **সুর-আলয়**—দেবতাদের জন্য মন্দির নির্মাণ; **আরাম**—পান্থশালা এবং উদ্যান; **কূপ**—কূপ খনন; **আজীব্য-আদি**—আহার এবং পানীয় বিতরণ; **লক্ষণম্**—লক্ষণ।

অনুবাদ

অগ্নিহোত্র-যজ্ঞ, দর্শ-যজ্ঞ, পূর্ণমাস-যজ্ঞ, চাতুর্মাস্য-যজ্ঞ, পশু-যজ্ঞ এবং সোম-যজ্ঞ আদি সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান পশুহত্যা এবং শস্য আদি মূল্যবান সামগ্রী দহন করার দ্বারা সম্পাদিত হয়, এবং সেই সবই জড় বাসনা চরিতার্থ করার জন্য এবং তার ফলে অশান্তিরই সৃষ্টি হয়। এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান, বৈশ্বদেব পূজা এবং বলিহরণ অনুষ্ঠান, যেগুলিকে জীবনের উদ্দেশ্য বলে মনে করা হয়, এবং দেবালয় নির্মাণ, পান্থশালা এবং উদ্যান নির্মাণ, পানীয় জল বিতরণের জন্য কূপ খনন, খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন এবং জনসাধারণের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন কার্যের অনুষ্ঠান—এই সবই জড় বিষয়ের প্রতি আসক্তিরই লক্ষণ।

শ্লোক ৫০-৫১

দ্রব্যসূক্ষ্মবিপাকশ্চ ধূমো রাত্রিরপক্ষয়ঃ ।
অয়নং দক্ষিণং সোমো দর্শ ওষধিবীরুধঃ ॥ ৫০ ॥
অন্নং রেত ইতি ক্ষ্মেশ পিতৃযানং পুনর্ভবঃ ।
একৈকশ্যেনানুপূর্বং ভূত্বা ভূত্বেহ জায়তে ॥ ৫১ ॥

দ্রব্য-সূক্ষ্ম-বিপাকঃ—অগ্নিতে আহুতি দেওয়া সামগ্রী, যথা ঘি মিশ্রিত শস্য; **চ**—এবং; **ধূমঃ**—ধোঁয়ায় পরিণত হয় বা ধোঁয়ার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; **রাত্রিঃ**—রাত্রির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; **অপক্ষয়ঃ**—কৃষ্ণপক্ষ; **অয়নম্**—সূর্যের ভ্রমণ পথের অধ্যক্ষ দেবতা; **দক্ষিণম্**—দক্ষিণ দিকে; **সোমম্**—চন্দ্র; **দর্শ**—প্রত্যাবর্তন; **ওষধি**—(ভূপৃষ্ঠে) উদ্ভিদ; **বীরুধঃ**—সাধারণ বনস্পতি (শোকের জন্ম); **অন্নম্**—অন্ন; **রেতঃ**—বীর্য; **ইতি**—এইভাবে; **ক্ষ্ম-ঈশ**—হে পৃথিবীপতি মহারাজ যুধিষ্ঠির; **পিতৃ-যানম্**—পিতার বীর্য

থেকে জন্ম গ্রহণ করার মার্গ; **পুনঃ-ভবঃ**—বারংবার; **এক-একশ্যেন**—একের পর এক; **অনুপূর্বম্**—ক্রমানুসারে; **ভূত্বা**—জন্মগ্রহণ করে; **ভূত্বা**—পুনরায় জন্মগ্রহণ করে; **ইহ**—এই জড় জগতে; **জায়তে**—বৈষয়িক জীবন-যাপন করে।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, কেউ যখন ঘি মিশ্রিত শস্য, যথা যব ও তিল যজ্ঞাগ্নিতে আহুতিরূপে নিবেদন করে, তখন তা দিব্য ধূমে পরিণত হয়, যা তাকে ধূমা, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন এবং চরমে চন্দ্রে নিয়ে যায়। তারপর যজ্ঞকর্তা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে ওষধি, লতা এবং শস্যে পরিণত হয়। সেগুলি বিভিন্ন জীব আহার করার ফলে তা তাদের বীর্যে পরিণত হয়, যা স্ত্রীশরীরে প্রবিষ্ট হয়। এইভাবে বার বার তার জন্ম হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২১) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি ।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥

"প্রবৃত্তি মার্গ অনুসরণকারী স্বর্গলোকে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার পর, পুনরায় এই জড় জগতে ফিরে আসে। এইভাবে বৈদিক নিয়মের দ্বারা তারা কেবল ক্ষণস্থায়ী সুখ প্রাপ্ত হয়।" প্রবৃত্তি মার্গ অনুসরণ করে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার অভিলাষী জীব নিয়মিতভাবে যজ্ঞ করে। কিভাবে সে ঊর্ধ্বে উন্নীত হয় এবং নিম্নে অধঃপতিত হয়, এখানে *শ্রীমদ্ভাগবতে* এবং *ভগবদ্গীতায়* তার বর্ণনা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ*—"*বেদে* সাধারণত তিন গুণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।" *বেদে* বিশেষ করে *সাম, যজুঃ* এবং *ঋক্*, এই তিনটি *বেদে* উচ্চলোকে উন্নতি এবং সেখান থেকে ফিরে আসার বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন, *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন*—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ অতিক্রম করা কর্তব্য, তা হলে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। তা না হলে, চন্দ্রলোক আদি উচ্চতর লোকে উন্নীত হলেও তাকে আবার ফিরে আসতে হবে (*ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*)। পুণ্যকর্মের ফলে সুখভোগ করার পর যখন পুণ্যকর্ম শেষ হয়ে যায়, তখন আবার

এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। প্রথমে বৃষ্টির মাধ্যমে বৃক্ষ অথবা লতারূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়। বিভিন্ন পশু এবং মানুষ তা আহার করে, এবং তার ফলে তা বীর্যে পরিণত হয়। এই বীর্য স্ত্রীশরীরে প্রবিষ্ট করানো হয়, এবং তার ফলে জীবের জন্ম হয়। যারা এইভাবে পৃথিবীতে ফিরে আসে, তারা ব্রাহ্মণ আদি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আধুনিক যুগের তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরাও চাঁদে গিয়ে সেখানে থাকতে পারে না। তাদের গবেষণাগারে ফিরে আসতে হয়। অতএব কেউ আধুনিক যান্ত্রিক আয়োজনের দ্বারা অথবা পুণ্যকর্মের দ্বারা চন্দ্রলোকে গমন করলেও, তাকে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে। সেই কথা এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং *ভগবদ্গীতায়* বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কেউ যদি উচ্চতর লোকেও যায় (*যান্তি দেবব্রতা দেবান্*), সেখানে তার স্থান স্থায়ী হয় না; তাকে আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। *আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন*—কেবল চন্দ্রলোকেই নয়, ব্রহ্মলোকে গেলেও তাকে আবার ফিরে আসতে হবে। *যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম*—কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যায়, তা হলে তাকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

শ্লোক ৫২

নিষেকাদিশ্মশানান্তৈঃ সংস্কারৈঃ সংস্কৃতো দ্বিজঃ ।
ইন্দ্রিয়েষু ক্রিয়াযজ্ঞান্ জ্ঞানদীপেষু জুহ্বতি ॥ ৫২ ॥

নিষেক-আদি—জীবনের শুরু থেকে (গর্ভাধান সংস্কার); **শ্মশান-অন্তৈঃ**—মৃত্যুর সময়, যখন শ্মশানে দেহ ভস্মীভূত করা হয়; **সংস্কারৈঃ**—সংস্কারের দ্বারা; **সংস্কৃতঃ**—পবিত্রীকৃত; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **ইন্দ্রিয়েষু**—ইন্দ্রিয়ে; **ক্রিয়া-যজ্ঞান্**—কার্যকলাপ এবং যজ্ঞ (যা মানুষকে উচ্চতর লোকে উন্নীত করে); **জ্ঞান-দীপেষু**—প্রকৃত জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করার দ্বারা; **জুহ্বতি**—নিবেদন করে।

অনুবাদ

গর্ভাধান সংস্কারের দ্বারা ব্রাহ্মণ (দ্বিজ) তাঁর পিতা-মাতার কৃপায় তাঁর দেহ প্রাপ্ত হন। এই গর্ভাধান থেকে শুরু করে জীবনের শেষে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত মানুষকে পবিত্র করার অন্য আরও সংস্কার রয়েছে। এইভাবে পবিত্র হওয়ার ফলে, যোগ্য ব্রাহ্মণ জড়-জাগতিক কার্যকলাপ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রতি উদাসীন হন, এবং পূর্ণজ্ঞানে ইন্দ্রিয়যজ্ঞে জ্ঞানাগ্নির আলোকে উদ্ভাসিত কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে আহুতি দেন।

তাৎপর্য

যারা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে আগ্রহী, তাদের জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়। প্রবৃত্তি-মার্গ বা বিবিধ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য জড় জগতে থাকার প্রবণতা পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখন, এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, পূর্ণ ব্রহ্মণ্য জ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তি উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার পন্থা বর্জন করে নিবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করেন; অর্থাৎ, তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন। যারা ব্রাহ্মণ নয়, পক্ষান্তরে আসুরিক ভাবাপন্ন, তারা প্রবৃত্তি-মার্গ অথবা নিবৃত্তি-মার্গ সম্বন্ধে কিছুই জানে না; তারা যে কোন উপায়েই হোক সুখভোগ করতে চায়। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই ভক্তদের ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য, প্রবৃত্তি-মার্গ ত্যাগ করে নিবৃত্তি-মার্গ গ্রহণ করার শিক্ষা দিচ্ছে। এটি বোঝা একটু কঠিন, কিন্তু নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণকে জানার চেষ্টা করলে তা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। কৃষ্ণভক্ত বুঝতে পারেন যে, কর্মকাণ্ডের পন্থা অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অনর্থক সময়ের অপচয় মাত্র, এবং কর্মকাণ্ড ত্যাগ করে জ্ঞানকাণ্ডের পন্থা অবলম্বন করাও নিরর্থক। তাই নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁর *প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকায়* গেয়েছেন—

কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥

কর্মকাণ্ড অথবা জ্ঞানকাণ্ড একটি বিষের ভাণ্ডের মতো, এবং কেউ যদি তা গ্রহণ করে, তা হলে তার সর্বনাশ হয়। কর্মকাণ্ড অবলম্বন করলে বার বার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়। তেমনই জ্ঞানকাণ্ডের পন্থা অবলম্বন করলে, পুনরায় এই জড় জগতে অধঃপতিত হতে হয়। ভগবানকে আরাধনার পন্থাই কেবল ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

শ্লোক ৫৩

ইন্দ্রিয়াণি মনস্যূর্মৌ বাচি বৈকারিকং মনঃ।
বাচং বর্ণসমাম্নায়ে তমোঙ্কারে স্বরে ন্যসেৎ।
ওঙ্কারং বিন্দৌ নাদে তং তং তু প্রাণে মহত্যমুম্॥ ৫৩॥

ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ (কর্ম এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়); **মনসি**—মনে; **ঊর্মৌ**—সঙ্কল্প এবং বিকল্পের তরঙ্গে; **বাচি**—বাণীতে; **বৈকারিকম্**—বিকারগ্রস্ত; **মনঃ**—মন; **বাচম্**—বাণী; **বর্ণ-সমাম্নায়ে**—বর্ণসমূহে; **তম্**—তা (সমস্ত বর্ণের সমূহ); **ওঙ্কারে**—ওঙ্কারের সংক্ষিপ্ত রূপে; **স্বরে**—শব্দতরঙ্গে; **ন্যসেৎ**—ত্যাগ করা উচিত; **ওঙ্কারম্**—ওঙ্কারকে; **বিন্দৌ**—ওঙ্কারের বিন্দুতে; **নাদে**—শব্দে; **তম্**—তা; **তম্**—তা (নাদ); **তু**—বস্তুতপক্ষে; **প্রাণে**—প্রাণবায়ুতে; **মহতি**—ব্রহ্মে; **অমুম্**—জীব।

অনুবাদ

মন সর্বদা সঙ্কল্প এবং বিকল্পের তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ। তাই ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কার্যকলাপ মনকে নিবেদন করা উচিত, তারপর মনকে বাক্যে নিবেদন করা উচিত, বাক্যকে বর্ণসমুদয়ে, বর্ণসমুদয়কে ওঙ্কারে, ওঙ্কারকে বিন্দুতে, বিন্দুকে নাদে, নাদকে প্রাণে, তারপর অবশিষ্ট জীবকে ব্রহ্মে নিবেদন করা উচিত। এটিই যজ্ঞের পন্থা।

তাৎপর্য

মন সর্বদাই সঙ্কল্প-বিকল্পের দ্বারা বিক্ষুব্ধ। এই সঙ্কল্প এবং বিকল্পের তরঙ্গের আঘাতে মন যেন আন্দোলিত হচ্ছে। জীব ভগবানকে ভুলে যাওয়ার ফলে জড় জগতের তরঙ্গে ভাসছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই তাঁর *গীতাবলীতে* গেয়েছেন—*মিছে মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে', খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই।* "হে মন, মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তুমি সঙ্কল্প এবং বিকল্পের তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছ। কেবল শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হও।" *জীব কৃষ্ণদাস, এই বিশ্বাস, করলে ত' আর দুঃখ নাই*—আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মকে আমাদের চরম আশ্রয় বলে গ্রহণ করি, তা হলে আমরা এই মায়ার সমুদ্র থেকে রক্ষা পাব, যা নানাবিধ মানসিক এবং ইন্দ্রিয়জাত কার্যকলাপের মাধ্যমে সঙ্কল্প এবং বিকল্পের দ্বারা চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও, তা হলে আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। ভয় করো না।" তাই আমরা যদি কেবল কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিজেদের সমর্পণ করি এবং সর্বদা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে তাঁর সংস্পর্শে থাকি, তা হলে

ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদের আর কোন আয়োজন করতে হবে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তা অত্যন্ত সহজসাধ্য।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

শ্লোক ৫৪

অগ্নিঃ সূর্যো দিবা প্রাহ্ণঃ শুক্লো রাকোত্তরং স্বরাট্ ।
বিশ্বোঽথ তৈজসঃ প্রাজ্ঞস্তুর্য আত্মা সমন্বয়াৎ ॥ ৫৪ ॥

অগ্নিঃ—অগ্নি; **সূর্যঃ**—সূর্য; **দিবা**—দিন; **প্রাহ্ণঃ**—সন্ধ্যা; **শুক্লঃ**—শুক্লপক্ষ; **রাক**—পূর্ণিমা; **উত্তরম্**—সূর্যের উত্তরায়ণ; **স্বরাট্**—পরম ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা; **বিশ্বঃ**—স্থূল উপাধি; **অথ**—ব্রহ্মলোক, জড় ভোগের পরাকাষ্ঠা; **তৈজসঃ**—সূক্ষ্ম উপাধি; **প্রাজ্ঞঃ**—কারণরূপ উপাধির সাক্ষী; **তুর্যঃ**—দিব্য; **আত্মা**—আত্মা; **সমন্বয়াৎ**—প্রাকৃতিক পরিণামরূপে।

অনুবাদ

ঊর্ধ্বগামী জীব ক্রমশ অগ্নি, সূর্য, দিবা, সন্ধ্যা, শুক্লপক্ষ, পূর্ণিমা, উত্তরায়ণ এবং তাদের দেবতাদের প্রাপ্ত হন। তারপর জীব যখন ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করেন, তখন তিনি কোটি কোটি বৎসর দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হন, এবং অবশেষে তাঁর স্থূল জড় উপাধির সমাপ্তি হয়। তিনি তখন সূক্ষ্ম উপাধি প্রাপ্ত হন। তারপর সেই সূক্ষ্ম উপাধিকে কারণে লয় করে তিনি কারণ উপাধি প্রাপ্ত হন। তখন তিনি তাঁর পূর্বের অবস্থা সাক্ষীরূপে দর্শন করেন। সেই কারণ উপাধি লয় করে তিনি তাঁর বিশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হন, যে অবস্থায় তিনি পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁর পরিচয় দর্শন করেন। এইভাবে জীব চিন্ময়ত্ব লাভ করেন।

শ্লোক ৫৫

দেবযানমিদং প্রাহুর্ভূত্বা ভূত্বানুপূর্বশঃ ।
আত্মযাজ্যুপশান্তাত্মা হ্যাত্মস্থো ন নিবর্ততে ॥ ৫৫ ॥

দেব-যানম্—দেবযান নামক ঊর্ধ্বগামী হওয়ার পন্থা; **ইদম্**—এই (পন্থায়); **প্রাহুঃ**—বলা হয়; **ভূত্বা ভূত্বা**—বার বার জন্মগ্রহণ করে; **অনুপূর্বশঃ**—নিরন্তর;

আত্ম-যাজী—আত্ম-উপলব্ধির অভিলাষী; **উপশান্ত-আত্মা**—সমস্ত জড় বাসনা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **আত্মস্থঃ**—আত্মায় অবস্থিত হয়ে; **ন**—না; **নিবর্ততে**—ফিরে আসে।

অনুবাদ

আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের এই পন্থা তাঁদের জন্য, যাঁরা যথার্থই পরম সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। দেবযান নামক এই মার্গে বার বার জন্মগ্রহণ করার পর, মানুষ এই ক্রমোন্নতির স্তরগুলি প্রাপ্ত হন। যিনি আত্মস্থ হওয়ার ফলে সমস্ত জড় বাসনা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত, তাঁকে বার বার জন্ম-মৃত্যুর মার্গে বিচরণ করতে হয় না।

শ্লোক ৫৬

য এতে পিতৃদেবানাময়নে বেদনির্মিতে ।
শাস্ত্রেণ চক্ষুষা বেদ জনস্থোঽপি ন মুহ্যতি ॥ ৫৬ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **এতে**—(উপরোক্ত) এই মার্গে; **পিতৃ-দেবানাম্**—পিতৃযান এবং দেবযান নামক; **অয়নে**—এই মার্গে; **বেদ-নির্মিতে**—বেদে নির্দেশিত; **শাস্ত্রেণ**—নিয়মিত শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা; **চক্ষুষা**—জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত চক্ষুর দ্বারা; **বেদ**—সম্পূর্ণরূপে অবগত; **জনস্থঃ**—দেহস্থ ব্যক্তি; **অপি**—যদিও; **ন**—কখনই না; **মুহ্যতি**—মোহাচ্ছন্ন হন।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি পিতৃযান এবং দেবযান মার্গ পূর্ণরূপে অবগত এবং বৈদিক জ্ঞানের প্রভাবে যাঁর চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে, তিনি জড় শরীরে অবস্থান করলেও কখনও মোহাচ্ছন্ন হন না।

তাৎপর্য

আচার্যবান্ পুরুষো বেদ—যিনি সদ্‌গুরুর দ্বারা পরিচালিত হন, তিনি *বেদে* বর্ণিত প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে অবগত, কারণ তা অচ্যুত জ্ঞানের মান নির্ধারণ করে। *ভগবদ্‌গীতায়* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *আচার্যোপাসনম্*—প্রকৃত জ্ঞানের জন্য আচার্যের শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। *তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ*—আচার্যের শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য, কারণ তার ফলে পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়। মানুষ যখন শ্রীগুরুদেবের দ্বারা পরিচালিত হন, তখন তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্য প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ৫৭

আদাবন্তে জনানাং সদ্ বহিরন্তঃ পরাবরম্ ।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং বচো বাচ্যং তমো জ্যোতিস্ত্বয়ং স্বয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

আদৌ—আদিতে; **অন্তে**—অন্তে; **জনানাম্**—সমস্ত জীবের; **সৎ**—সর্বদা বিদ্যমান; **বহিঃ**—বাইরে; **অন্তঃ**—অন্তরে; **পর**—চিন্ময়; **অবরম্**—জড়; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **জ্ঞেয়ম্**—জ্ঞেয়; **বচঃ**—বাণী; **বাচ্যম্**—বাচ্য; **তমঃ**—অন্ধকার; **জ্যোতিঃ**—আলোক; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অয়ম্**—এই (ভগবান); **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

অনুবাদ

যিনি সব কিছুর এবং সমস্ত জীবের অন্তরে এবং বাইরে, আদিতে এবং অন্তে, ভোগ্য এবং ভোক্তা, উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট, তিনিই পরম সত্য। তিনি সর্বদাই জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপে, বাচক ও বাচ্যরূপে এবং অন্ধকার ও আলোকরূপে বর্তমান। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান সব কিছু।

তাৎপর্য

এখানে বৈদিক সূত্র *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, এর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *চতুঃশ্লোকী ভাগবতেও* এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। *অহমেবাসমেবাগ্রে*—পরমেশ্বর ভগবান সৃষ্টির শুরুতে ছিলেন। তিনি সৃষ্টির পরে বর্তমান থেকে সব কিছু পালন করেন, এবং প্রলয়ের পরে সব কিছু তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যায়। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* উল্লেখ করা হয়েছে—*প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্*। এইভাবে ভগবানই হচ্ছেন সব কিছু। বদ্ধ অবস্থায় আমাদের বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন, কিন্তু মুক্তির পূর্ণ অবস্থায় আমরা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব-কারণের কারণ বলে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ, যিনি গোবিন্দ নামে পরিচিত, তিনি হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। তাঁর শরীর সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। তিনিই সব কিছুর আদি। তাঁর কোন আদি নেই, কারণ তিনিই হচ্ছেন সর্ব-কারণের পরম কারণ।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/১) এটিই জ্ঞানের পূর্ণতা।

শ্লোক ৫৮

আবাধিতোঽপি হ্যাভাসো যথা বস্তুতয়া স্মৃতঃ ।
দুর্ঘটত্বাদৈন্দ্রিয়কং তদ্বদর্থবিকল্পিতম্ ॥ ৫৮ ॥

আবাধিতঃ—প্রত্যাখ্যাত; **অপি**—যদিও; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **আভাসঃ**—প্রতিবিম্ব; **যথা**—যেমন; **বস্তুতয়া**—বাস্তবরূপে; **স্মৃতঃ**—স্বীকৃত; **দুর্ঘটত্বাৎ**—বাস্তবকে প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন হওয়ার ফলে; **ঐন্দ্রিয়কম্**—ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান; **তদ্বৎ**—তেমনই; **অর্থ**—বাস্তব; **বিকল্পিতম্**—কল্পিত বা সন্দেহজনক।

অনুবাদ

দর্পণে সূর্যের প্রতিবিম্বকে মিথ্যা বলে মনে করা হলেও যেমন তার প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে, তেমনই কল্পনাপ্রসূত জ্ঞানের দ্বারা বাস্তব বলে কিছু নেই, সেই কথা প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন হবে।

তাৎপর্য

নির্বিশেষবাদীরা প্রমাণ করতে চায় যে, মীমাংসকদের বিচিত্রতার দর্শন মিথ্যা। নির্বিশেষবাদীদের বিবর্তবাদ সাধারণ রজ্জুতে সর্পভ্রমের দৃষ্টান্ত দেয়। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে, আমাদের দৃষ্টিতে যে বৈচিত্র্য দর্শন হয় তা মিথ্যা, ঠিক যেমন একটি রজ্জুকে সর্প বলে মনে করা মিথ্যা। কিন্তু বৈষ্ণবেরা বলেন যে, রজ্জুতে সর্পের ধারণাটি মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু তা বলে সর্প মিথ্যা নয়; বাস্তবে সর্পের অভিজ্ঞতা রয়েছে বলেই রজ্জুতে সর্পের ধারণা মিথ্যা হলেও তিনি জানেন যে, বাস্তবে সর্প রয়েছে। তেমনই, এই বৈচিত্র্যময় জগৎ মিথ্যা নয়। এটি বৈকুণ্ঠলোক বা চিৎ-জগতের প্রতিবিম্ব।

দর্পণে সূর্যের প্রতিবিম্ব অন্ধকারে আলোক ছাড়া আর কিছু নয়। তাই যথার্থ সূর্যের কিরণ না হলেও সূর্যের কিরণ ব্যতীত এই প্রতিবিম্ব অসম্ভব। তেমনই, চিৎ-জগতে যদি বৈচিত্র্য না থাকত, তা হলে এই জগতে বৈচিত্র্য অসম্ভব হত। মায়াবাদীরা সেই কথা বুঝতে পারে না, কিন্তু প্রকৃত দার্শনিকেরা নিঃসন্দেহে স্বীকার করেন যে, সূর্যকিরণ ব্যতীত আলোকের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। মায়াবাদীরা তাদের বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা অনভিজ্ঞ শিশুদের কাছে প্রমাণ করতে পারে যে, এই জগৎ মিথ্যা, কিন্তু পূর্ণ জ্ঞান সমন্বিত মানুষ ভালভাবেই জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তাই বৈষ্ণব বলেন, যে কোন উপায়েই হোক, শ্রীকৃষ্ণকে যেন স্বীকার করা হয়। (*তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ*)।

আমরা যখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে ঐকান্তিকভাবে শ্রদ্ধাপরায়ণ হই, তখন সব কিছুই প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণও *ভগবদ্গীতায়* (৭/১) বলেছেন—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥

"শ্রীভগবান বললেন—হে পার্থ (অর্জুন), আমাতে আসক্তচিত্ত হয়ে, আমাতে মনোনিবেশ করে যোগাভ্যাস করলে, কিভাবে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে জানতে পারবে, তা শ্রবণ কর।" কেবল শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর উপদেশের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধার ফলে, নিঃসন্দেহে বাস্তবকে উপলব্ধি করা যাবে (*অসংশয়ং সমগ্রং মাম্*)। শ্রীকৃষ্ণের জড়া এবং পরা প্রকৃতি কিভাবে কাজ করছে, তা বোঝা যায়, এবং সব কিছু তাঁর মধ্যে বিরাজ করলেও তিনি যে কিভাবে সর্বত্র উপস্থিত, তাও বোঝা যায়। এই *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ* দর্শন বৈষ্ণবদের পূর্ণ দর্শন। সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সব কিছুকেই পূজা করতে হবে। মনোধর্মী জ্ঞান বাস্তব সত্যকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিন্দনীয়ভাবে তাদের অপূর্ণতাকেই আঁকড়ে ধরে থাকে। তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, ভগবান নেই এবং সব কিছুই ঘটছে প্রকৃতির নিয়মে, কিন্তু এই জ্ঞান অপূর্ণ, কারণ ভগবানের পরিচালনা ব্যতীত কোন কিছুই কার্যকরী হতে পারে না। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) ভগবান স্বয়ং বিশ্লেষণ করেছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কৌন্তেয়, আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।" এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—*দুর্ঘটত্বাদর্থত্বেন পরমেশ্বরেণৈব কল্পিতম্*। সব কিছুরই পটভূমিতে রয়েছেন ভগবান বাসুদেব। *বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*। পূর্ণ জ্ঞান সমন্বিত মহাত্মারাই কেবল তা বুঝতে পারেন। এই প্রকার মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

শ্লোক ৫৯

ক্ষিত্যাদীনামিহার্থানাং ছায়া ন কতমাপি হি ।
ন সংঘাতো বিকারোঽপি ন পৃথঙ্ নান্বিতো মৃষা ॥ ৫৯ ॥

ক্ষিতি-আদিনাম্—ক্ষিতি আদি পঞ্চ-মহাভূতের; **ইহ**—এই জগতে; **অর্থানাম্**—সেই পঞ্চভূতের; **ছায়া**—প্রতিবিম্ব; **ন**—নয়; **কতমা**—তাদের মধ্যে কোন্‌টি; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **হি**—নিঃসন্দেহে; **ন**—না; **সংঘাতঃ**—সমন্বয়; **বিকারঃ**—বিকার; **অপি**—যদিও; **ন পৃথক্**—ভিন্ন নয়; **ন অন্বিতঃ**—সমন্বিত নয়; **মৃষা**—এই সমস্ত মতবাদ নিতান্তই নিরর্থক।

অনুবাদ

এই জগতে পাঁচটি উপাদান রয়েছে—মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ, কিন্তু শরীর সেগুলির প্রতিবিম্ব নয় অথবা সেগুলির সমন্বয় বা বিকারও নয়। যেহেতু শরীর এবং তার উপাদানগুলি পৃথক নয় অথবা সমন্বিত নয়, তাই এই সমস্ত মতবাদ নিতান্তই ভিত্তিহীন।

তাৎপর্য

অরণ্য অবশ্যই মাটির বিকার, কিন্তু একটি বৃক্ষ অন্য বৃক্ষের উপর নির্ভরশীল নয়; যদি একটি বৃক্ষ কেটে ফেলা হয়, তার অর্থ এই নয় যে, অন্য বৃক্ষগুলিকেও কেটে ফেলা হল। অতএব অরণ্য বৃক্ষের সমন্বয় নয় এবং বৃক্ষের বিকারও নয়। তার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণ করেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

"অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/৪) সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের শক্তির বিস্তার। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*—ভগবানের বিবিধ শক্তি রয়েছে, যা বিভিন্নভাবে ব্যক্ত হয়। ভগবান এবং তাঁর শক্তি যুগপৎ বিরাজমান। যেহেতু সব কিছুই ভগবানের শক্তি, তাই তিনি যুগপৎ সব কিছুর থেকে অভিন্ন আবার ভিন্নও। অতএব যে মতবাদ বলে যে, আত্মা জড় পদার্থের সমন্বয়, আত্মা জড় পদার্থের বিকার, অথবা দেহ আত্মার অংশ, প্রকৃতপক্ষে সেই সমস্ত মতবাদ ভিত্তিহীন এবং ভ্রান্ত।

যেহেতু ভগবানের শক্তি যুগপৎ বিরাজমান, তাই ভগবানকে জানা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু যদিও তিনি সব কিছু, তবুও তিনি সব কিছুতে উপস্থিত নন। ভগবানকে তাঁর আদি কৃষ্ণস্বরূপে আরাধনা করা উচিত। তিনি তাঁর বিবিধ শক্তির যে কোন একটিতে উপস্থিত থাকতে পারেন। আমরা যখন মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের

আরাধনা করি, তখন আপাতদৃষ্টিতে শ্রীবিগ্রহকে পাথর বা কাঠ বলে মনে হয়। কিন্তু যেহেতু ভগবানের জড় শরীর নেই, তাই তিনি পাথর অথবা কাঠ হতে পারেন না, তবুও পাথর এবং কাঠ তাঁর থেকে অভিন্ন। তাই কাঠ অথবা পাথর পূজা করলে কোন লাভ হয় না, কিন্তু পাথর এবং কাঠ যখন ভগবানের প্রকৃত রূপের প্রতিনিধিত্ব করে, তখন তাঁর সেই বিগ্রহ আরাধনা করে আমরা ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ* দর্শনে তা সমর্থিত হয়েছে, যা ব্যাখ্যা করে যে, ভগবান তাঁর ভক্তের সেবা গ্রহণ করার জন্য তাঁর শক্তিরূপে যে কোন স্থানে উপস্থিত থাকতে পারেন।

শ্লোক ৬০

ধাতবোঽবয়বিত্বাচ্চ তন্মাত্রাবয়বৈর্বিনা ।
ন স্যুর্হ্যসত্যবয়বিন্যসন্নবয়বোঽন্ততঃ ॥ ৬০ ॥

ধাতবঃ—পঞ্চভূত; **অবয়বিত্বাৎ**—দৈহিক অবয়বের কারণ হওয়ার ফলে; **চ**—এবং; **তৎ-মাত্র**—ইন্দ্রিয়ের বিষয় (শব্দ, স্পর্শ, রস ইত্যাদি); **অবয়বৈঃ**—সূক্ষ্ম অবয়ব; **বিনা**—ব্যতীত; **ন**—না; **স্যুঃ**—বিদ্যমান থাকতে পারে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অসতি**—মিথ্যা; **অবয়বিনি**—শরীরের গঠনে; **অসন্**—অসৎ; **অবয়বঃ**—দেহের অঙ্গ; **অন্ততঃ**—অন্তে।

অনুবাদ

দেহ যেহেতু পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত, তাই সূক্ষ্ম তন্মাত্ররূপ অবয়ব ব্যতিরেকে তার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। অতএব যেহেতু দেহ মিথ্যা, ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিও স্বভাবতই মিথ্যা বা অনিত্য।

শ্লোক ৬১

স্যাৎ সাদৃশ্যভ্রমস্তাবদ্ বিকল্পে সতি বস্তুনঃ ।
জাগ্রৎস্বাপৌ যথা স্বপ্নে তথা বিধিনিষেধতা ॥ ৬১ ॥

স্যাৎ—এইভাবে হয়; **সাদৃশ্য**—সাদৃশ্য; **ভ্রমঃ**—ভুল; **তাবৎ**—ততক্ষণ পর্যন্ত; **বিকল্পে**—ভেদে; **সতি**—অংশ; **বস্তুনঃ**—বস্তু থেকে; **জাগ্রৎ**—জেগে; **স্বাপৌ**—নিদ্রায়; **যথা**—যেমন; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **তথা**—তেমনই; **বিধি-নিষেধতা**—বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা।

অনুবাদ

যখন কোন বস্তুকে তার অংশ থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়, তখন তাদের সাদৃশ্য স্বীকার করা হলে তাকে ভ্রম বলা হয়। মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে, তখন সে জাগরণ এবং নিদ্রার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। এই প্রকার মানসিক অবস্থাতে বিধি-নিষেধ সমন্বিত শাস্ত্র-নির্দেশের ব্যবস্থা হয়েছে।

তাৎপর্য

জড় জগতে বহু বিধি-নিষেধ এবং শিষ্টাচার রয়েছে। জড় অস্তিত্ব যদি নশ্বর অথবা মিথ্যা হয়, তা হলে তার অর্থ এই নয় যে, চিৎ-জগৎও মিথ্যা। মানুষের জড় শরীর মিথ্যা বা নশ্বর বলে, ভগবানের শরীরও নশ্বর বা মিথ্যা নয়। চিন্ময় জগৎ সত্য, এবং জড় জগৎ আপাতদৃষ্টিতে চিৎ-জগতেরই মতো। যেমন মরুভূমিতে মরীচিকা দেখা যায়, কিন্তু মরীচিকায় দৃষ্ট জল যদিও মিথ্যা, তার অর্থ এই নয় যে, বস্তুতপক্ষে জলের অস্তিত্ব নেই। জলের অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু মরুভূমিতে নয়। তেমনই, এই জড় জগতে কোন কিছুই বাস্তব নয়, বাস্তব হচ্ছে চিৎ-জগৎ। ভগবানের রূপ এবং তাঁর ধাম—বৈকুণ্ঠলোকে গোলোক বৃন্দাবন—বাস্তব।

ভগবদ্গীতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, আর একটি প্রকৃতি রয়েছে যা বাস্তব। সেই কথা *ভগবদ্গীতার* অষ্টম অধ্যায়ে (৮/১৯-২১) ভগবান স্বয়ং বিশ্লেষণ করেছেন—

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎসনাতনঃ ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্ ।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

"হে পার্থ, সেই ভূতসমূহ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে লয় প্রাপ্ত হয়। আর একটি প্রকৃতি রয়েছে, যা নিত্য এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত বস্তুর অতীত। ব্রহ্মা থেকে স্থাবর-জঙ্গম আদি সমস্ত ভূত বিনষ্ট হলেও তা বিনষ্ট হয় না। সেই অব্যক্তকে 'অক্ষর' বলে এবং তা-ই সমস্ত জীবের পরমা গতি। কেউ যখন সেখানে যায়, তখন আর তাকে এই জগতে ফিরে আসতে হয় না। সেটিই হচ্ছে আমার পরম ধাম।" জড় জগৎ চিৎ-জগতের প্রতিবিম্ব। জড় জগৎ অনিত্য অথবা মিথ্যা, কিন্তু চিৎ-জগৎ নিত্য সত্য, বাস্তব।

শ্লোক ৬২

ভাবাদ্বৈতং ক্রিয়াদ্বৈতং দ্রব্যাদ্বৈতং তথাত্মনঃ ।
বর্তয়ন্ স্বানুভূত্যেহ ত্রীন্ স্বপ্নান্ ধুনুতে মুনিঃ ॥ ৬২ ॥

ভাব-অদ্বৈতম্—জীবনের ধারণার একত্ব; **ক্রিয়া-অদ্বৈতম্**—কার্যকলাপের একত্ব; **দ্রব্য-অদ্বৈতম্**—বিভিন্ন দ্রব্যের একত্ব; **তথা**—এবং; **আত্মনঃ**—আত্মার; **বর্তয়ন্**—বিচার করে; **স্ব**—নিজস্ব; **অনুভূত্যা**—উপলব্ধি অনুসারে; **ইহ**—এই জড় জগতে; **ত্রীন্**—তিন; **স্বপ্নান্**—জীবনের অবস্থা (জাগরণ, স্বপ্ন এবং নিদ্রা); **ধুনুতে**—ত্যাগ করে; **মুনিঃ**—দার্শনিক বা মননশীল ব্যক্তি।

অনুবাদ

ভাব, ক্রিয়া এবং দ্রব্যের অদ্বৈত (একত্ব) বিবেচনা করে এবং আত্মাকে সমস্ত কার্য এবং কারণ থেকে পৃথক বলে উপলব্ধি করে, মুনি তাঁর উপলব্ধি অনুসারে জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি, এই তিনটি অবস্থা পরিত্যাগ করবেন।

তাৎপর্য

ভাবাদ্বৈত, ক্রিয়াদ্বৈত এবং দ্রব্যাদ্বৈত শব্দ তিনটি পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু মানুষকে জড় জগতের দার্শনিক জীবনের সমস্ত অদ্বৈততা ত্যাগ করতে হয়, এবং সিদ্ধি লাভের জন্য চিৎ-জগতের বাস্তবিক জীবনে অবস্থিত হতে হয়।

শ্লোক ৬৩

কার্যকারণবস্ত্বৈক্যদর্শনং পটতন্তুবৎ ।
অবস্তুত্বাদ্ বিকল্পস্য ভাবাদ্বৈতং তদুচ্যতে ॥ ৬৩ ॥

কার্য—কার্য; **কারণ**—কারণ; **বস্তু**—বস্তু; **ঐক্য**—ঐক্য; **দর্শনম্**—দর্শন; **পট**—বস্ত্র; **তন্তু**—সূত্র; **বৎ**—সদৃশ; **অবস্তুত্বাৎ**—চরমে অবাস্তব হওয়ার ফলে; **বিকল্পস্য**—পার্থক্যের; **ভাব-অদ্বৈতম্**—একত্বের ধারণা; **তৎ উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

মানুষ যখন বুঝতে পারে যে, কার্য ও কারণ এক এবং তাদের ভেদ বস্ত্রের তন্তু ও বস্ত্রকে ভিন্ন বলে মনে করার মতো চরমে অবাস্তব, তখন এই একত্বের বিচারকে বলা হয় ভাবাদ্বৈত।

শ্লোক ৬৪

যদ্ ব্রহ্মণি পরে সাক্ষাৎ সর্বকর্মসমর্পণম্ ।
মনোবাক্তনুভিঃ পার্থ ক্রিয়াদ্বৈতং তদুচ্যতে ॥ ৬৪ ॥

যৎ—যা; **ব্রহ্মণি**—পরম ব্রহ্মে; **পরে**—পরম; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **সর্ব**—সব কিছুর, **কর্ম**—কার্যকলাপ; **সমর্পণম্**—সমর্পণ; **মনঃ**—মন; **বাক্**—বাক্য; **তনুভিঃ**—এবং দেহের দ্বারা; **পার্থ**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির; **ক্রিয়া-অদ্বৈতম্**—ক্রিয়ার একত্ব; **তৎ উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির (পার্থ), যখন মন, বাক্য এবং শরীরের দ্বারা অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম সাক্ষাৎ ভগবানের সেবায় সমর্পণ করা হয়, তাকে ক্রিয়াদ্বৈত বলে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে কিভাবে সব কিছু ভগবানের সেবায় সমর্পণ করতে হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৭) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

"হে কৌন্তেয়, তুমি যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর, সেই সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।" আমরা যা করি, যা খাই, যা চিন্তা করি এবং যা কিছু পরিকল্পনা করি, তা যদি কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রসারের জন্য হয়, তা হলে তা ক্রিয়াদ্বৈত। কৃষ্ণনাম কীর্তন এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের জন্য কর্ম, এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। চিন্ময় স্তরে তা এক। কিন্তু এই অদ্বৈতের বিষয়ে আমাদের শ্রীগুরুদেবের দ্বারা পরিচালিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য; আমাদের মনগড়া অদ্বৈতবাদ সৃষ্টি করা উচিত নয়।

শ্লোক ৬৫

আত্মজায়াসুতাদীনামন্যেষাং সর্বদেহিনাম্ ।
যৎ স্বার্থকাময়োরৈক্যং দ্রব্যাদ্বৈতং তদুচ্যতে ॥ ৬৫ ॥

আত্ম—নিজের; **জায়া**—পত্নী; **সুত-আদীনাম্**—এবং পুত্র; **অন্বেষাম্**—আত্মীয়স্বজন ইত্যাদির; **সর্ব-দেহিনাম্**—অন্য সমস্ত জীবের; **যৎ**—যা কিছু; **স্ব-অর্থ-কাময়োঃ**—নিজের চরম স্বার্থ বা লাভের; **ঐক্যম্**—ঐক্য; **দ্রব্য-অদ্বৈতম্**—দ্রব্য অদ্বৈত; **তৎ উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

যখন নিজের, পত্নীর, পুত্রের, আত্মীয়-স্বজনদের এবং অন্য সমস্ত জীবদের স্বার্থ এক হয়, তাকে বলা হয় দ্রব্যাদ্বৈত।

তাৎপর্য

সমস্ত জীবের প্রকৃত স্বার্থ—জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। সেটিই নিজের, পত্নীর, সন্তানদের, শিষ্যের, বন্ধুর, আত্মীয়-স্বজনদের, দেশবাসীদের এবং সমস্ত মানব-সমাজের প্রকৃত স্বার্থ। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানব-সমাজকে পথ প্রদর্শন করতে পারে এবং মানব-সমাজকে এমনভাবে গড়ে তুলতে পারে, যার ফলে সকলেই কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে, যাকে বলা হয় *স্বার্থগতিম্*। সকলেরই স্বার্থ হচ্ছেন বিষ্ণু, কিন্তু মানুষ যেহেতু তা জানে না (*ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*), তাই তারা তাদের মনগড়া সমস্ত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সকলকে সেই চরম স্বার্থের স্তরে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। এই পন্থার নাম ভিন্ন হতে পারে কিন্তু লক্ষ্য এক, এবং মানুষের কর্তব্য হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তা অনুসরণ করা। দুর্ভাগ্যবশত, মানুষ বিভিন্ন স্বার্থের কথা চিন্তা করছে, এবং অন্ধ নেতারা তাদের ভুল পথে পরিচালিত করছে। সকলেই নানা প্রকার জাগতিক প্রচেষ্টার দ্বারা পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু মানুষ যেহেতু জানে না পূর্ণ সুখ কি, তাই তারা বিভিন্ন স্বার্থের প্রতি ধাবিত হয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে।

শ্লোক ৬৬

যদ্ যস্য বানিষিদ্ধং স্যাদ্ যেন যত্র যতো নৃপ ।
স তেনেহেত কার্যাণি নরো নান্যৈরনাপদি ॥ ৬৬ ॥

যৎ—যা কিছু; **যস্য**—মানুষের; **বা**—অথবা; **অনিষিদ্ধম্**—নিষিদ্ধ নয়; **স্যাৎ**—এমন হয়; **যেন**—যে উপায়ের দ্বারা; **যত্র**—যে স্থানে এবং সময়ে; **যতঃ**—যা থেকে;

নৃপ—হে রাজন্; **সঃ**—এই প্রকার ব্যক্তি; **তেন**—এই প্রকার উপায়ের দ্বারা; **ঈহেত**—অনুষ্ঠান করা উচিত; **কার্যাণি**—বিহিত কর্ম; **নরঃ**—মানুষ; **ন**—না; **অন্যৈঃ**—অন্য উপায়ের দ্বারা; **অনাপদি**—বিপদের অনুপস্থিতিতে।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, সাধারণ অবস্থায়, যখন কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে না, তখন মানুষের কর্তব্য তার জীবনের স্তর অনুসারে অনিষিদ্ধ বস্তু, প্রচেষ্টা, উপায় এবং স্থানে তার বিহিত কার্যকলাপ সম্পাদন করা, অন্য কোন উপায়ে নয়।

তাৎপর্য

এই উপদেশ জীবনের সমস্ত স্তরের মানুষদের দেওয়া হয়েছে। সাধারণত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ, এগুলির দ্বারা সমাজ বিভক্ত। সকলেরই কর্তব্য তার পদ অনুসারে কর্ম করে, ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করা, কারণ তার ফলে তার জীবন সফল হবে। এই উপদেশ নৈমিষারণ্যে দেওয়া হয়েছিল।

অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, স্বীয় প্রবণতা অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করাই হচ্ছে স্বধর্মের চরম ফল।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১৩) সকলেরই কর্তব্য তার বর্ণ এবং আশ্রম অনুসারে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করা। তখন সকলেই সুখী হবে।

শ্লোক ৬৭

এতৈরন্যৈশ্চ বেদোক্তৈর্বর্তমানঃ স্বকর্মভিঃ ।
গৃহেঽপ্যস্য গতিং যায়াদ্ রাজংস্তদ্ভক্তিভাঙ্ নরঃ ॥ ৬৭ ॥

এতৈঃ—এই পন্থার দ্বারা; **অন্যৈঃ**—অন্য পন্থার দ্বারা; **চ**—এবং; **বেদোক্তৈঃ**—বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে; **বর্তমানঃ**—পালন করে; **স্ব-কর্মভিঃ**—স্বধর্মের দ্বারা; **গৃহে অপি**—গৃহেও; **অস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **গতিম্**—গতি; **যায়াৎ**—লাভ করা যায়; **রাজন্**—হে রাজন্; **তৎ-ভক্তি-ভাক্**—যিনি ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করেন; **নরঃ**—ব্যক্তি।

অনুবাদ

হে রাজন্, এই সমস্ত নির্দেশ অনুসারে এবং বেদের অন্যান্য নির্দেশ অনুসারে স্বধর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত, যাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হওয়া যায়। তার ফলে, গৃহে অবস্থান কালেও জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়।

তাৎপর্য

জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছেন বিষ্ণু বা কৃষ্ণ। তাই বৈদিক বিধির দ্বারাই হোক অথবা জড়-জাগতিক কার্যকলাপের দ্বারাই হোক, মানুষ যদি সেই কৃষ্ণরূপ লক্ষ্যে পৌঁছাবার চেষ্টা করে, তা হলে তার জীবন সার্থক হয়। শ্রীকৃষ্ণকেই জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করা উচিত; জীবনের যে কোন স্তর থেকে, শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করা সকলেরই কর্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই সেবা গ্রহণ করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩২) ভগবান বলেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

"হে পার্থ, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীলোকেরা, তথা বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নিচবর্ণস্থ মানুষেরা আমার অনন্য ভক্তিকে বিশেষভাবে আশ্রয় করলে অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে।" মানুষ কোন্ স্তরে বা কোন্ পদে রয়েছে তাতে কিছু যায় আসে না; মানুষ যদি শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে তার স্বধর্ম আচরণ করার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা করে, তা হলে তার জীবন সার্থক হয়। এমন নয় যে কেবল সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থী এবং ব্রহ্মচারীরাই শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছতে পারবেন। গৃহস্থও যদি জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ ভক্ত হতে পারেন, তা হলে তিনিও শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছতে পারবেন। তার একটি দৃষ্টান্ত পরবর্তী শ্লোকে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৬৮

যথা হি যূয়ং নৃপদেব দুস্ত্যজা-
দাপদ্গণাদুত্তরতাত্মনঃ প্রভোঃ ।
যৎপাদপঙ্কেরুহসেবয়া ভবা-
নহারষীন্নির্জিতদিগ্গজঃ ক্রতূন্ ॥ ৬৮ ॥

যথা—যেমন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **যূয়ম্**—আপনারা সকলে (পাণ্ডবেরা); **নৃপ-দেব**—রাজা, মানুষ এবং দেবতাদের প্রভু; **দুস্ত্যজাৎ**—দুরতিক্রম্য; **আপৎ**—বিপজ্জনক পরিস্থিতি; **গণাৎ**—সমূহ থেকে; **উত্তরত**—উদ্ধার লাভ করেছেন; **আত্মনঃ**—নিজের; **প্রভোঃ**—ভগবানের; **যৎ-পাদ-পঙ্কেরুহ**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম; **সেবয়া**—সেবার দ্বারা; **ভবান্**—আপনি; **অহারষীৎ**—অনুষ্ঠান করেছেন; **নির্জিত**—পরাজিত করে; **দিক্-গজঃ**—দিগ্‌হস্তীর মতো অত্যন্ত শক্তিশালী শত্রুদের; **ক্রতূন্**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভগবানের প্রতি আপনাদের সেবার ফলে আপনারা পাণ্ডবেরা, অসংখ্য রাজা এবং দেবতাদের দ্বারা সৃষ্ট মহা বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করার দ্বারা আপনি দিগ্ হস্তীর মতো মহা বলবান শত্রুদের জয় করে যজ্ঞের উপকরণ আহরণ করেছেন। ভগবানের কৃপায় আপনি ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হোন।

তাৎপর্য

একজন সাধারণ গৃহস্থের ভূমিকা অবলম্বন করে মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদ মুনির কাছে প্রশ্ন করেছেন কিভাবে একজন *গৃহমূঢ়ধী* (গৃহস্থ-আশ্রমের বন্ধনে আবদ্ধ মূঢ় ব্যক্তি) উদ্ধার লাভ করতে পারে। সেই সম্বন্ধে, নারদ মুনি যুধিষ্ঠির মহারাজকে অনুপ্রাণিত করে বলেছেন, "আপনি নিরাপদ, কারণ সমগ্র পরিবার সহ আপনারা শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত হয়েছেন।" শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন এবং বহু ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, যেগুলি কেবল বিরুদ্ধপক্ষীয় রাজারাই সৃষ্টি করেনি, অনেক ক্ষেত্রে দেবতারাও সৃষ্টি করেছিলেন। অতএব, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা লাভ করে কিভাবে জীবন-যাপন করতে হয়, তাঁরা তার একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। সকলেরই কর্তব্য পাণ্ডবদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা, যাঁরা ভগবানের কৃপায় কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায় তার আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই জড় জগতে প্রতিটি মানুষ কিভাবে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করতে পারে এবং জীবনান্তে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে, তার শিক্ষা দেওয়া। জড় জগতে প্রতি পদে সর্বদাই বিপদ (*পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্*)। কিন্তু, তা হলেও কেউ যদি নির্দ্বিধায় শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করেন এবং তাঁর আশ্রয়ে থাকেন, তা হলে তিনি অনায়াসে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পারবেন। *সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং মহৎপদং পুণ্যযশো*

মুরারেঃ। ভক্তের কাছে এই বিশাল সংসার-সমুদ্র গোষ্পদের মতো হয়ে যায়। শুদ্ধ ভক্ত উন্নতি সাধনের নানা প্রকার প্রচেষ্টা না করে, কৃষ্ণদাস হওয়ার নিরাপদ স্থিতিতে অবস্থান করেন, এবং তার ফলে তাঁর জীবন শাশ্বতরূপে নিরাপদ হয়।

শ্লোক ৬৯

অহং পুরাভবং কশ্চিদ্ গন্ধর্ব উপবর্হণঃ ।
নাম্নাতীতে মহাকল্পে গন্ধর্বাণাং সুসম্মতঃ ॥ ৬৯ ॥

অহম্—আমি; **পুরা**—পূর্বে; **অভবম্**—ছিলাম; **কশ্চিৎ গন্ধর্বঃ**—এক গন্ধর্ব; **উপবর্হণঃ**—উপবর্হণ; **নাম্না**—নামক; **অতীতে**—বহুকাল পূর্বে; **মহা-কল্পে**—মহাকল্প নামক ব্রহ্মার জীবনে; **গন্ধর্বাণাম্**—গন্ধর্বদের মধ্যে; **সু-সম্মতঃ**—অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি।

অনুবাদ

বহুকাল পূর্বে, অন্য এক মহাকল্পে (ব্রহ্মার কল্পে), আমি উপবর্হণ নামক এক গন্ধর্ব ছিলাম। অন্য গন্ধর্বেরা আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত।

তাৎপর্য

নারদ মুনি তাঁর পূর্ব জীবনের একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত প্রদান করছেন। পূর্বে, ব্রহ্মার পূর্ব-জীবনকালে, নারদ মুনি ছিলেন গন্ধর্বলোকের একজন অধিবাসী, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তিনি গন্ধর্বলোকে তাঁর অতি উন্নত পদ থেকে অধঃপতিত হয়ে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যা পরে বিশ্লেষণ করা হবে। সেখানকার অধিবাসীরা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর এবং সুদক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে তিনি গন্ধর্বলোক থেকেও অধিক সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। যদিও প্রজাপতিরা তাঁকে শূদ্র হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পরবর্তী জন্মে তিনি ব্রহ্মার পুত্র হয়েছিলেন।

শ্রীল মধ্বাচার্য *মহাকল্পে* শব্দটিকে *অতীতব্রহ্মকল্পে* রূপে বর্ণনা করেছেন। বহু কোটি কোটি বছরের পর ব্রহ্মার মৃত্যু হয়। ব্রহ্মার এক দিনের বর্ণনা *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৭) করা হয়েছে—

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥

"মনুষ্য মানের সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন এবং সহস্র চতুর্যুগে তাঁর এক রাত্রি হয়।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোটি কোটি বছর পূর্বের ঘটনা মনে রাখতে পারেন। তেমনই, নারদ মুনির মতো শুদ্ধ ভক্তও কোটি কোটি বছর পূর্বে তাঁর পূর্ব-জীবনের ঘটনা মনে রাখতে পারেন।

শ্লোক ৭০

রূপপেশলমাধুর্যসৌগন্ধ্যপ্রিয়দর্শনঃ ।
স্ত্রীণাং প্রিয়তমো নিত্যং মত্তঃ স্বপুরলম্পটঃ ॥ ৭০ ॥

রূপ—সৌন্দর্য; **পেশল**—দেহের গঠন; **মাধুর্য**—আকর্ষণীয়তা; **সৌগন্ধ্য**—বিভিন্ন ফুলমালা এবং চন্দনের দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ার ফলে অত্যন্ত সুবাসিত; **প্রিয়-দর্শনঃ**—অতি সুন্দর দর্শন; **স্ত্রীণাম্**—রমণীদের; **প্রিয়তমঃ**—স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট; **নিত্যম্**—প্রতিদিন; **মত্তঃ**—উন্মাদের মতো গর্বিত; **স্ব-পুর**—তাঁর নগরীতে; **লম্পটঃ**—কাম-বাসনার ফলে রমণীদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত।

অনুবাদ

আমার মুখমণ্ডল ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং দেহের গঠন ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ফুলমালা এবং চন্দনে অলঙ্কৃত আমি পুর-স্ত্রীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলাম। তার ফলে মোহাচ্ছন্ন হয়ে আমি সর্বদা কামোন্মত্ত ছিলাম।

তাৎপর্য

যখন নারদ মুনি গন্ধর্বলোকের নিবাসী ছিলেন, তখন তাঁর সৌন্দর্যের এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, গন্ধর্বলোকের সকলেই অত্যন্ত সুন্দর এবং তাঁরা ফুল ও চন্দনের দ্বারা সর্বদা অলঙ্কৃত থাকেন। উপবর্হণ ছিল নারদ মুনির পূর্ব-জীবনের নাম। উপবর্হণ অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিভূষিত হয়ে, রমণীদের চিত্ত আকর্ষণে বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন, এবং তাই তিনি লম্পটে পরিণত হয়েছিলেন, যে কথা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হবে। স্ত্রী-লম্পট হওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, কারণ স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যন্ত আসক্তির ফলে, অধঃপতিত হয়ে শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করতে হয়। শূদ্রেরা অবাধে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে। বর্তমান কলিযুগে মানুষেরা যখন *মন্দাঃ সুমন্দমতয়ঃ*—শূদ্র মনোভাবের ফলে অত্যন্ত অসৎ হয়ে গেছে, তাই স্ত্রী-পুরুষের অবাধে মেলামেশা অত্যন্ত প্রকট হয়েছে। উচ্চবর্ণের মানুষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের অবাধে মেলামেশার সুযোগ

থাকে না। কিন্তু শূদ্র সমাজে এই প্রকার মেলামেশায় কোন বাধা নেই। যেহেতু এই কলিযুগে সাংস্কৃতিক শিক্ষা নেই, তাই সকলেই আধ্যাত্মিক বিষয়ে অশিক্ষিত, এবং তাই সকলেই শূদ্রবৎ (*অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ*)। মানুষেরা যখন শূদ্রের মতো হয়ে যায়, তখন অবশ্যই তারা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায় (*মন্দাঃ সুমন্দমতয়ঃ*)। এইভাবে তারা তাদের নিজেদের জীবনশৈলী তৈরি করে, যার ফলে তারা ক্রমশ ভাগ্যহীন হয়ে যায় (*মন্দভাগ্যাঃ*), এবং তারপর তারা সর্বদা বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিস্থিতির দ্বারা উপদ্রুত হয়।

শ্লোক ৭১

একদা দেবসত্রে তু গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ ।
উপহূতা বিশ্বসৃগ্‌ভির্হরিগাথোপগায়নে ॥ ৭১ ॥

একদা—এক সময়; **দেব-সত্রে**—দেবতাদের সভায়; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্ব; **অপ্সরসাম্**—এবং অপ্সরা; **গণাঃ**—সমূহ; **উপহূতাঃ**—নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন; **বিশ্ব-সৃগ্‌ভিঃ**—প্রজাপতি নামক মহান দেবতাদের দ্বারা; **হরি-গাথ-উপগায়নে**—ভগবানের মহিমা কীর্তন উপলক্ষ্যে।

অনুবাদ

এক সময় দেবতাদের সভায় ভগবানের মহিমা কীর্তনের এক সংকীর্তন উৎসব হয়েছিল, এবং প্রজাপতিরা সেই উৎসবে যোগদান করার জন্য গন্ধর্ব এবং অপ্সরাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সংকীর্তনের অর্থ হচ্ছে ভগবানের পবিত্র নামকীর্তন। এই হরেকৃষ্ণ আন্দোলন কোন নতুন আন্দোলন নয়, যা অনেক সময় মানুষেরা ভুলবশত মনে করে। এই হরেকৃষ্ণ আন্দোলন ব্রহ্মার জীবনের প্রতি কল্পে হয়ে থাকে, এবং ভগবানের পবিত্র নাম কেবল গন্ধর্বলোক বা অপ্সরালোকেই নয়, ব্রহ্মলোক, চন্দ্রলোক আদি উচ্চতর লোকেও কীর্তিত হয়। তাই আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে এই পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা যে সংকীর্তন আন্দোলন শুরু হয়েছে, তা কোন নতুন আন্দোলন নয়। কখনও কখনও, দুর্ভাগ্যবশত, এই আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর সেবকেরা সারা পৃথিবীর তথা সারা ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলের জন্য পুনরায় এই আন্দোলন শুরু করেন।

শ্লোক ৭২

অহং চ গায়ংস্তদ্বিদ্বান্ স্ত্রীভিঃ পরিবৃতো গতঃ ।
জ্ঞাত্বা বিশ্বসৃজস্তন্মে হেলনং শেপুরোজসা ।
যাহি ত্বং শূদ্রতামাশু নষ্টশ্রীঃ কৃতহেলনঃ ॥ ৭২ ॥

অহম্—আমি; **চ**—এবং; **গায়ন্**—ভগবানের মহিমা কীর্তন না করে, অন্য দেবতাদের মহিমা কীর্তন করেছিলাম; **তৎ-বিদ্বান্**—সঙ্গীতকলায় অত্যন্ত নিপুণ; **স্ত্রীভিঃ**—নারীদের দ্বারা; **পরিবৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **গতঃ**—সেখানে গিয়েছিলাম; **জ্ঞাত্বা**—ভালভাবে জেনে; **বিশ্ব-সৃজঃ**—প্রজাপতিগণ, যাঁদের উপর ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে; **তৎ**—আমার গানের প্রবৃত্তি; **মে**—আমার দ্বারা; **হেলনম্**—অবজ্ঞা; **শেপুঃ**—অভিশাপ দিয়েছিলেন; **ওজসা**—প্রবল প্রভাবের দ্বারা; **যাহি**—হয়; **ত্বম্**—তুমি; **শূদ্রতাম্**—শূদ্র; **আশুঃ**—এক্ষুণি; **নষ্ট**—রহিত; **শ্রীঃ**—সৌন্দর্য; **কৃত-হেলনঃ**—সদাচার লঙ্ঘন করার ফলে।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—সেই উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে আমিও স্ত্রীগণ পরিবৃত হয়ে সেখানে গিয়ে দেবতাদের মহিমা গাইতে শুরু করেছিলাম। তার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের অধ্যক্ষ প্রজাপতিগণ প্রবলভাবে আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—"তোমার এই অপরাধের ফলে, তুমি এক্ষুণি তোমার সৌন্দর্য রহিত হয়ে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ কর।"

তাৎপর্য

কীর্তন সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*—মানুষের কর্তব্য ভগবানের মহিমা এবং তাঁর পবিত্র নাম কীর্তন করা। স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*—বিষ্ণুর মহিমা কীর্তন করা উচিত, কোন দেব-দেবীর নয়। দুর্ভাগ্যবশত, মূর্খ মানুষেরা দেবতাদের নামের ভিত্তিতে কীর্তনের প্রথা প্রবর্তন করে। সেটি একটি অপরাধ। কীর্তন মানে হচ্ছে ভগবানের মহিমা কীর্তন, কোন দেবতার নয়। কখনও কখনও মানুষেরা কালী-কীর্তন বা শিব-কীর্তন আবিষ্কার করে, এমন কি বড় বড় মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা বলে, যে কোন নাম কীর্তন করা যেতে পারে এবং তার ফলে একই ফল লাভ হবে। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই যে, কোটি কোটি বছর আগে, নারদ মুনি যখন একজন গন্ধর্ব ছিলেন, তখন তিনি

ভগবানের মহিমা কীর্তনে অবহেলা করেছিলেন, এবং স্ত্রীসঙ্গ প্রভাবে উন্মত্ত হয়ে তিনি অন্য কিছু গাইতে শুরু করেছিলেন। তার ফলে তিনি শূদ্র হওয়ার অভিশাপ প্রাপ্ত হন। তাঁর প্রথম অপরাধ ছিল যে, তিনি কামার্তা কামিনী পরিবৃত হয়ে সংকীর্তনে যোগদান করতে গিয়েছিলেন, এবং তাঁর অন্য অপরাধ ছিল যে, তিনি সাধারণ গানকে, যেমন সিনেমার গান এবং সেই ধরনের গানকে সংকীর্তনের সমতুল্য বলে মনে করেছিলেন। তাঁর এই অপরাধে তাঁকে শূদ্রযোনি লাভ করার দণ্ডভোগ করতে হয়েছিল।

শ্লোক ৭৩

তাবদ্দাস্যামহং জজ্ঞে তত্রাপি ব্রহ্মবাদিনাম্ ।
শুশ্রূষয়ানুষঙ্গেণ প্রাপ্তোঽহং ব্রহ্মপুত্রতাম্ ॥ ৭৩ ॥

তাবৎ—অভিশপ্ত হওয়ার ফলে; **দাস্যাম্**—দাসীর গর্ভে; **অহম্**—আমি; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলাম; **তত্রাপি**—যদিও (শূদ্র হয়ে); **ব্রহ্ম-বাদিনাম্**—বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তিদের; **শুশ্রূষয়া**—সেবা করার দ্বারা; **অনুষঙ্গেণ**—একই সময়ে; **প্রাপ্তঃ**—লাভ করেছিলাম; **অহম্**—আমি; **ব্রহ্ম-পুত্রতাম্**—(এই জীবনে) ব্রহ্মার পুত্ররূপে জন্ম।

অনুবাদ

যদিও আমি দাসীর গর্ভে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, তবুও বেদজ্ঞ বৈষ্ণবদের সেবা করার ফলে আমি এই জন্মে ব্রহ্মার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/৩২) ভগবান বলেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

"হে পার্থ, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীলোকেরা, তথা বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নিচবর্ণস্থ মানুষেরা আমার অনন্য ভক্তিকে বিশেষভাবে আশ্রয় করলে, অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে।" শূদ্র, স্ত্রী অথবা বৈশ্যরূপে জন্মগ্রহণ করলেও কিছু যায় আসে না; মানুষ যদি নিরন্তর ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করে (*সাধুসঙ্গেন*), তা হলে তিনি

সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারেন। নারদ মুনি তাঁর নিজের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সেই কথা বিশ্লেষণ করেছেন। এই সংকীর্তন আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শূদ্র, বৈশ্য, ম্লেচ্ছ, যবন আদি নির্বিশেষে কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করে, তাঁর উপদেশ পালন করে এবং তাঁর সেবা করে, তা হলে তার জীবন সার্থক হবে। এটিই ভক্তি। *আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্*। অত্যন্ত অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তদের সেবা করাই হচ্ছে ভক্তি। *অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*। কারও যদি শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তের সেবা করা ছাড়া আর অন্য কোন অভিলাষ না থাকে, তা হলে তার জীবন সফল হয়। নারদ মুনি তাঁর নিজের জীবনের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সেই কথা বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ৭৪

ধর্মস্তে গৃহমেধীয়ো বর্ণিতঃ পাপনাশনঃ ।
গৃহস্থো যেন পদবীমঞ্জসা ন্যাসিনামিয়াৎ ॥ ৭৪ ॥

ধর্মঃ—সেই ধর্ম; **তে**—আপনাকে; **গৃহ-মেধীয়ঃ**—গৃহস্থ-আশ্রমে আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও; **বর্ণিতঃ**—(আমার দ্বারা) বর্ণিত হয়েছে; **পাপ-নাশনঃ**—পাপের ফল বিনাশকারী; **গৃহস্থঃ**—গৃহস্থ; **যেন**—যার দ্বারা; **পদবীম্**—পদ; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **ন্যাসিনাম্**—সন্ন্যাসীদের; **ইয়াৎ**—লাভ করতে পারে।

অনুবাদ

ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার পন্থা এমনই শক্তিশালী যে, তার প্রভাবে গৃহস্থেরাও অনায়াসে সেই চরম ফল লাভ করতে পারেন, যা সন্ন্যাসীদের প্রাপ্য। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, আমি এখন আপনার কাছে ধর্মের সেই পন্থা বর্ণনা করলাম।

তাৎপর্য

নারদ মুনির এই উক্তিটি কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রামাণিকতা প্রতিপাদন করছে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে, যে কোন ব্যক্তি এই আন্দোলনে যোগদান করে সার্থক সন্ন্যাসীদের প্রাপ্য ব্রহ্মজ্ঞানরূপ চরম ফল লাভ করতে পারেন। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে, তিনি ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতি সাধন করতে পারেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির মনে করেছিলেন যে, যেহেতু তিনি গৃহস্থ তাই তাঁর মুক্ত হওয়ার কোন আশা নেই, এবং তাই তিনি নারদ মুনিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিভাবে তিনি

জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। কিন্তু নারদ মুনি তাঁর নিজের জীবনের একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে প্রতিপন্ন করেছিলেন যে, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের দ্বারা যে কোন মানুষ, জীবনের যে কোন অবস্থায়, নিঃসন্দেহে পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ৭৫

যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা
লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি ।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্
গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্ ॥ ৭৫ ॥

যূয়ম্—আপনারা পাণ্ডবগণ; **নৃ-লোকে**—এই জড় জগতে; **বত**—বস্তুতপক্ষে; **ভূরি-ভাগাঃ**—অত্যন্ত ভাগ্যবান; **লোকম্**—ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোক; **পুনানাঃ**—যারা পবিত্র করতে পারেন; **মুনয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **অভিযন্তি**—(সাধারণ মানুষের মতো) সাক্ষাৎ করতে আসেন; **যেষাম্**—যাঁদের; **গৃহান্**—পাণ্ডবদের গৃহ; **আবসতি**—বাস করেন; **ইতি**—এইভাবে; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎভাবে; **গূঢ়ম্**—অত্যন্ত গোপনীয়; **পরম্**—চিন্ময়; **ব্রহ্ম**—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ; **মনুষ্য-লিঙ্গম্**—একজন সাধারণ মানুষের মতো।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এই জগতে আপনারা পাণ্ডবগণ এতই ভাগ্যবান যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র করতে পারেন যে-সমস্ত মহর্ষিগণ, তাঁরা আপনাদের দর্শন করার জন্য আপনাদের গৃহে আসেন। অধিকন্তু, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠিক আপনার ভাইয়ের মতো আপনাদের গৃহে অত্যন্ত গূঢ়রূপে অবস্থান করছেন।

তাৎপর্য

এটি একজন বৈষ্ণবের প্রশংসাসূচক উক্তি। মানব-সমাজে ব্রাহ্মণেরা সব চাইতে সম্মানীয়। ব্রাহ্মণ হচ্ছেন তিনি যিনি ব্রহ্মকে অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* অর্জুন যাঁকে পরম ব্রহ্ম বলে বর্ণনা করছেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে কদাচিৎ কোন ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার ফলে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ভাগ্যবান হতে পারেন, কিন্তু পাণ্ডবদের স্থিতি এতই উন্নত ছিল যে, পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান তাঁদের গৃহে একজন সাধারণ মানুষের

মতো বাস করছিলেন। *ভূরিভাগাঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, পাণ্ডবদের পদ ব্রহ্মচারী এবং ব্রাহ্মণদের থেকেও উন্নততর ছিল। পরবর্তী শ্লোকে নারদ মুনি পাণ্ডবদের মহিমা বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৭৬

স বা অয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমৃগ্য
কৈবল্যনির্বাণসুখানুভূতিঃ ।
প্রিয়ঃ সুহৃদ্ বঃ খলু মাতুলেয়
আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্ গুরুশ্চ ॥ ৭৬ ॥

সঃ—সেই ভগবান; **বা**—অথবা; **অয়ম্**—কৃষ্ণ; **ব্রহ্ম**—পরব্রহ্ম; **মহৎ-বিমৃগ্য**—মহান ঋষিদের (কৃষ্ণভক্তদের) দ্বারা অন্বেষণীয়; **কৈবল্য-নির্বাণ-সুখ**—মুক্তির এবং দিব্য আনন্দের; **অনুভূতিঃ**—উপলব্ধির জন্য; **প্রিয়ঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **বঃ**—আপনারা পাণ্ডবগণ; **খলু**—প্রসিদ্ধ; **মাতুলেয়ঃ**—মাতুলপুত্র; **আত্মা**—আত্মা; **অর্হণীয়ঃ**—পরম পূজনীয়; **বিধি-কৃৎ**—নির্দেশ প্রদানকারী; **গুরুঃ**—আপনাদের গুরুদেব; **চ**—এবং।

অনুবাদ

আহা কি আশ্চর্যের বিষয়! মহান ঋষিরা মুক্তি এবং চিন্ময় আনন্দ লাভের জন্য যাঁর অন্বেষণ করেন, সেই পরব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী, সুহৃৎ, মাতুলপুত্র, আত্মা, পূজনীয় পরিচালক এবং গুরুরূপে আচরণ করছেন।

তাৎপর্য

কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরিচালক এবং গুরু হন। ভগবান শ্রীগুরুদেবকে প্রেরণ করেন ভক্তকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, এবং ভক্ত যখন পারমার্থিক উন্নতি সাধন করেন, তখন ভগবান তাঁর হৃদয়ে গুরুরূপে আচরণ করেন।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যাঁরা নিত্য ভক্তিযোগ দ্বারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসতে পারে।"

ভগবানের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের দ্বারা পূর্ণরূপে শিক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ গুরু হন না। তাই, যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, ভগবানের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। প্রতিনিধি গুরুদেব কখনও তাঁর শিষ্যকে ভ্রান্ত জ্ঞান প্রদান করেন না, তিনি তাঁকে কেবল তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপে অন্তর থেকে এবং বাইর থেকে সাহায্য করেন। বাইরে থেকে তিনি ভক্তকে প্রতিনিধিরূপে সাহায্য করেন, এবং অন্তরে তিনি সাক্ষাদ্ভাবে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে উপদেশ দেন, যার ফলে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

শ্লোক ৭৭

ন যস্য সাক্ষাদ্ভবপদ্মজাদিভী
রূপং ধিয়া বস্তুতয়োপবর্ণিতম্ ।
মৌনেন ভক্ত্যোপশমেন পূজিতঃ
প্রসীদতামেষ স সাত্বতাং পতিঃ ॥ ৭৭ ॥

ন—না; **যস্য**—যাঁর (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের); **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **ভব**—মহাদেবের দ্বারা; **পদ্মজ-আদিভিঃ**—ব্রহ্মা এবং অন্যদের দ্বারা; **রূপম্**—রূপ; **ধিয়া**—ধ্যানের দ্বারা; **বস্তুতয়া**—বস্তুত; **উপবর্ণিতম্**—বর্ণনা করা যেতে পারে; **মৌনেন**—মৌন অবলম্বনের দ্বারা; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **উপশমেন**—সমস্ত জড় কার্যকলাপের সমাপ্তির দ্বারা; **পূজিতঃ**—যিনি এইভাবে পূজিত হন; **প্রসীদতাম্**—তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন; **এষঃ**—এই; **সঃ**—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **সাত্বতাম্**—ভক্তদের; **পতিঃ**—পালক, প্রভু এবং পরিচালক।

অনুবাদ

সেই পরমেশ্বর ভগবান এখন এখানে উপস্থিত, যাঁর রূপ ব্রহ্মা শিব আদি মহাপুরুষেরাও বুঝতে পারেন না। ভক্তদের নিষ্ঠাপূর্ণ আত্ম-সমর্পণের জন্য তিনি তাঁদের দ্বারা উপলব্ধ হন। সেই পরমেশ্বর ভগবান, যিনি তাঁর ভক্তদের পালক এবং যিনি মৌনতা, ভক্তি এবং জড় কার্যকলাপের নিবৃত্তির দ্বারা পূজিত হন, তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা, শিব আদি মহান ব্যক্তিরাও যথাযথভাবে বুঝতে পারেন না, সুতরাং সাধারণ মানুষের কি কথা। কিন্তু তাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলে, তিনি তাঁর ভক্তের উপর ভক্তির আশীর্বাদ প্রদান করেন, এবং তার ফলে তাঁরা তাঁকে যথাযথভাবে জানতে পারেন (*ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*)। এই ব্রহ্মাণ্ডে কেউই তত্ত্বত শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন না, কিন্তু কেউ যদি তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তাঁকে পূর্ণরূপে জানতে পারেন। সেই কথা ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতার* সপ্তম অধ্যায়ে (৭/১) প্রতিপন্ন করেছেন—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥

"শ্রীভগবান বললেন—হে পার্থ (অর্জুন), আমাতে আসক্তচিত্ত হয়ে, আমাতে মনোনিবেশ করে যোগাভ্যাস করলে, কিভাবে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে জানতে পারবে, তা শ্রবণ কর।" শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শিক্ষা দেন কিভাবে তাঁকে সন্দেহহীনভাবে পূর্ণরূপে জানা যায়। কেবল পাণ্ডবেরাই নয়, নিষ্ঠা সহকারে যিনি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ গ্রহণ করেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানতে পারেন। যুধিষ্ঠির মহারাজকে উপদেশ দেওয়ার পর নারদ মুনি ভগবানের কাছে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন, যাতে তিনি সকলের প্রতি প্রসন্ন হন এবং সকলেই যেন পূর্ণ ভগবৎ-চেতনা লাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

শ্লোক ৭৮

শ্রীশুক উবাচ

ইতি দেবর্ষিণা প্রোক্তং নিশম্য ভরতর্ষভঃ ।
পূজয়ামাস সুপ্রীতঃ কৃষ্ণং চ প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ৭৮ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **দেব-ঋষিণা**—দেবর্ষি (নারদ মুনি) দ্বারা; **প্রোক্তম্**—বর্ণিত; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **ভরত-ঋষভঃ**—ভরত মহারাজের বংশধরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির; **পূজয়াম্ আস**—পূজা করেছিলেন; **সু-প্রীতঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **কৃষ্ণম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **চ**—ও; **প্রেম-বিহ্বলঃ**—কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ভরত-কুলশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদ মুনির বর্ণনা থেকে এইভাবে সব কিছু জানতে পেরেছিলেন। তাঁর উপদেশ শ্রবণ করার পর তিনি অন্তরে গভীর আনন্দ অনুভব করেছিলেন, এবং ভগবৎ-প্রেমে বিহ্বল হয়ে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেছিলেন।

তাৎপর্য

যখন জানা যায় যে, পরিবারের কোন সদস্য অত্যন্ত মহান ব্যক্তি, তখন স্বাভাবিকভাবেই এই মনে করে আনন্দ হয় যে, "আহা, এমন একজন মহান ব্যক্তি আমার আত্মীয়!" পাণ্ডবেরা পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণকে জানতেন, কিন্তু নারদ মুনি যখন তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে বর্ণনা করেছিলেন, তখন পাণ্ডবেরা স্বাভাবিকভাবেই এই মনে করে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন যে, "পরমেশ্বর ভগবান মাতুলপুত্ররূপে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন!" তাঁদের অবশ্যই তখন অস্বাভাবিক আনন্দ হয়েছিল।

শ্লোক ৭৯

কৃষ্ণপার্থাবুপামন্ত্র্য পূজিতঃ প্রযযৌ মুনিঃ ।
শ্রুত্বা কৃষ্ণং পরং ব্রহ্ম পার্থঃ পরমবিস্মিতঃ ॥ ৭৯ ॥

কৃষ্ণ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **পার্থৌ**—এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির; **উপামন্ত্র্য**—বিদায় জানিয়ে; **পূজিতঃ**—তাঁদের দ্বারা পূজিত হয়ে; **প্রযযৌ**—(সেই স্থান থেকে) প্রস্থান করেছিলেন; **মুনিঃ**—নারদ মুনি; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করার পর; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে; **পরম্ ব্রহ্ম**—পরমেশ্বর ভগবানরূপে; **পার্থঃ**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **পরম-বিস্মিতঃ**—অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বারা পূজিত হয়ে, নারদ মুনি তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন। মাতুলপুত্র শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর ভগবান, সেই কথা শুনে যুধিষ্ঠির মহারাজ বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

নারদ মুনি এবং যুধিষ্ঠির মহারাজের কথোপকথন শ্রবণ করার পর কারও যদি শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে সংশয় থাকে, তা হলে তা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করা

উচিত। *অসংশয়ং সমগ্রম্*। নিঃসন্দেহে এবং নিঃসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে জেনে, তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়া উচিত। সাধারণ মানুষেরা, সমস্ত বেদের বাণী শ্রবণ করার পরেও তা করে না। কিন্তু কেউ যদি ভাগ্যবান হন, বহু জন্ম-জন্মান্তরের পরে হলেও, তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন (*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে*)।

শ্লোক ৮০

ইতি দাক্ষায়ণীনাং তে পৃথগ্বংশাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
দেবাসুরমনুষ্যাদ্যা লোকা যত্র চরাচরাঃ ॥ ৮০ ॥

ইতি—এইভাবে; **দাক্ষায়ণীনাম্**—দিতি, অদিতি আদি মহারাজ দক্ষের কন্যাদের; **তে**—আপনার কাছে; **পৃথক্**—ভিন্নভাবে; **বংশাঃ**—বংশ; **প্রকীর্তিতাঃ**—(আমার দ্বারা) বর্ণিত হল; **দেব**—দেবতা; **অসুর**—অসুর; **মনুষ্য**—এবং মানুষ; **আদ্যাঃ**—ইত্যাদি; **লোকাঃ**—এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোক; **যত্র**—যেখানে; **চর-অচরাঃ**—স্থাবর এবং জঙ্গম জীবসমূহ।

অনুবাদ

এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোকে দেবতা, অসুর, মনুষ্য আদি চর এবং অচর বিভিন্ন প্রকার জীব রয়েছে। তারা সকলে মহারাজ দক্ষের কন্যা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আমি তাদের সম্বন্ধে এবং তাদের বিভিন্ন বংশ সম্বন্ধে বর্ণনা করলাম।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'সভ্য মানুষদের প্রতি উপদেশ' নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

—বৈশাখী শুক্লা একাদশীর রাত্রে ১০ই মে ১৯৭৬ নব-নবদ্বীপের (হোনোলুলু) শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বের মন্দিরে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি-গৌরভক্তবৃন্দের কৃপায় সম্পূর্ণ হল। এখন আমরা সুখে **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে** কীর্তন করতে পারি।

সপ্তম স্কন্ধ সমাপ্ত